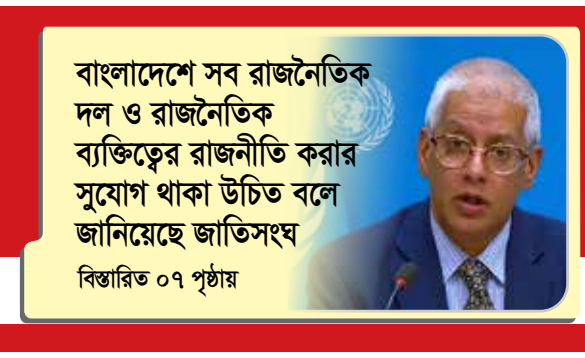
পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1706, Saturday, November 14, 2026 FREE www.parichoy.com



বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাজনীতি করার সুযোগ থাকা উচিত বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ইরান যুদ্ধ বন্ধে চীন-রাশিয়ার সহায়তা প্রয়োজন নেই সাফ কথা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের - ৫ম পাতায়
- জেনসেন হুয়াংকে এনভিডিয়া প্রধানের পদে ফেরালে 'একেবারেই আপত্তি নেই' ট্রাম্পের, তবে ফেরানোর কথা ভাবছে না বোর্ড - ৬ষ্ঠ পাতায়
- নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা সামরিক আবাসনে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন - ৭ম পাতায়
- প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করল তুরস্ক ও কাতার, যেকোনো হামলা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবিলার অঙ্গীকার -৮ম পাতায়
- দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে ক্রেডিট কার্ডে নির্ভরতা বাড়ছে আমেরিকার পরিবারগুলোর -৯ম পাতায়
- কানাডায় আগামী তিন বছর প্রতি বছর ৩ লাখ ৮০ হাজার মানুষকে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা - ১০ম পাতায়
- সীমান্ত দেয়াল নির্মাণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বড় স্বস্তি, টেক্সাসে কাজ চালানোর অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের -১১ পাতায়



বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

এক টেবিলে তিন শক্তিশালী নেতা, নেই "শক্তিশালী" বার্তা



যুক্তরাষ্ট্রে নথিপত্রহীন ব্যক্তিদের সাধারণ ক্ষমা (অ্যামনেস্টি) প্রদানের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়



আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihpaprint.com 929-810-7603

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst · elderplan · Anthem · Hamaspik · RiverSpring Living · MetroPlus Health · SWH





SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO



FUHAD HUSSAIN
CCO



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP

SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: Aspirant Team, 929-316-7993

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474

newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com

116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375

86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

কে কি বললেন



● উপসাগরীয় মিত্ররা অনুরোধ না করলে ইরানে নতুন করে হামলা চালাতাম। **-প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প**

● যুক্তরাষ্ট্রে নথিপত্রহীন ব্যক্তিদের সাধারণ ক্ষমা (অ্যামনেস্টি) প্রদানের কোনো সম্ভাবনা নেই - **ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স**





● 'আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিন দেশের যৌথ দায়িত্ব রয়েছে।' - **রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন**

● 'ইসরায়েলের আরব নাগরিকেরা এই দেশের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।'- পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদের দৌড়ে এগিয়ে থাকা বিরোধী নেতা **গাদি আইজেনকোট**





● বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক দল ওব্যক্তিত্বের রাজনীতি করার অধিকারথাকা উচিত - নিউইয়র্কে নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে **জাতিসংঘ মহাসচিবের উপমুখপাত্র ফারহান হক**

● খুনী-সন্ত্রাসীদের পরিষ্কার জবাব দিতে হবে, এনাফ ইজ এনাফ (যথেস্ট হয়েছে, আর না)। বাংলাদেশের মানুষ আর গুম-খুনের রাজনীতিতে ফিরে যেতে চায় না **- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান**





● ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে একটি ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক চায়'- **ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল**

● দশ বছর একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য শুধু সময়ের হিসাব নয়, এটি মানুষের আস্থা অর্জনের একটি দীর্ঘ যাত্রা। - গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) **জনাব শাহ নেওয়াজ**





স্মার্টফোন কি বইয়ের জায়গা দখল করছে, বই পড়ায় বাংলাদেশিদের অবস্থান কোথায়

পরিচয় ডেস্ক: একসময় পাঠ্যবইয়ের নিচে লুকিয়ে গল্পের বই পড়ার অভ্যাস ছিল অনেকের। স্কুলের পড়ার ফাঁকে কিংবা বড়দের চোখ এড়িয়ে গল্প, উপন্যাসে ডুবে থাকতেন শিশু-কিশোররা। কিন্তু সময় বদলেছে। অবসর কাটানোর জায়গা দখল করেছে স্মার্টফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডিজিটাল বিনোদন। ফলে পাঠ্যবইয়ের বাইরে বই পড়ার অভ্যাসও ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পরিসংখ্যানেও বাংলাদেশের বই পড়ার দুর্বল চিত্র উঠে এসেছে। ২০২৪ সালে সিইওওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনের ১০২ দেশের ওপর করা এক জরিপে বই পড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯৭তম। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, একজন বাংলাদেশি বছরে গড়ে ২ দশমিক ৭৫টি বই পড়েন এবং এ কাজে সময় দেন মাত্র ৬২ ঘণ্টা। বিপরীতে ভারতে একজন মানুষ বছরে গড়ে ১৬টি বই পড়েন, সময় দেন ৩৫২ ঘণ্টা। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান প্রথম, বছরে গড়ে ১৭টি বই পড়েন দেশটির নাগরিকেরা।

তবে এই আন্তর্জাতিক তালিকাকে বাংলাদেশের মানুষের বই পড়ার অভ্যাসের চূড়ান্ত জাতীয় চিত্র হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি একটি জরিপভিত্তিক তুলনা।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণাতেও উদ্বেগজনক চিত্র পাওয়া গেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত গবেষণায় তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দুটি দাখিল মাদ্রাসার ৬৯১ শিক্ষার্থীর তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এতে দেখা যায়, ৮৭ শতাংশ শিক্ষার্থী অবসরে বই পড়াকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও বাস্তবে পাঠ্যবইয়ের বাইরে বই পড়েন মাত্র ৩৮ শতাংশ।

স্মার্টফোন কি এ অবস্থার জন্য দায়ী? শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগারের ১ হাজার ৫ জনের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের ৫৪ দশমিক ৩ শতাংশের বই পড়ায় মনোযোগ ব্যাহত হয় স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে। ১৮ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রেও এই হার ৫৩ শতাংশ। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বই পড়ার সংস্কৃতি দুর্বল হওয়ার শুরু স্মার্টফোনের আবির্ভাবেরও আগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী গণমাধ্যমকে বলেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার ঘাটতিও এর বড় কারণ। পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠ্যবইয়ের বাইরের পড়াশোনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয় না।

বাতিঘরের প্রতিষ্ঠাতা দীপঙ্কর দাসও মনে করেন, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার থেকেই পাঠক তৈরি হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এই তিন ক্ষেত্রেই বই পড়ার উপযোগী পরিবেশের ঘাটতি রয়েছে।

তবে প্রযুক্তিকে একমাত্র প্রতিপক্ষ ভাবতে নারাজ তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নতুন বইয়ের খবর পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। পাশাপাশি ই-বুক, পিডিএফ ও অডিওবুকের মাধ্যমে বই পড়া ও শোনার নতুন পথও তৈরি হয়েছে।

দীপঙ্কর দাসের মতে, ডিজিটাল বিনোদনের বিস্তার

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণাতেও উদ্বেগজনক চিত্র পাওয়া গেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত গবেষণায় তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দুটি দাখিল মাদ্রাসার ৬৯১ শিক্ষার্থীর তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এতে দেখা যায়, ৮৭ শতাংশ শিক্ষার্থী অবসরে বই পড়াকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও বাস্তবে পাঠ্যবইয়ের বাইরে বই পড়েন মাত্র ৩৮ শতাংশ।

সত্ত্বেও মুদ্রিত বইয়ের চাহিদা এখনো রয়েছে। অর্থাৎ স্মার্টফোন বইয়ের জায়গা পুরোপুরি দখল করেনি। বরং প্রশ্ন হচ্ছে, প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার মতো পারিবারিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক ও সামাজিক উদ্যোগ আমরা কতটা নিতে পারছি।

এক টেবিলে তিন শক্তিশালী নেতা, নেই "শক্তিশালী" বার্তা

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের তিন পরাশক্তি দেশের তিন শক্তিশালী নেতা এক টেবিলে উপস্থিত হয়েছিলেন গত ১৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার। চীনের শেনঝেনে এমন বিরল বৈঠকে পরমাণু অস্ত্র, ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হলেও বৈঠক থেকে শক্তিশালী কোনো বার্তা আসেনি। যদিও তিন দেশ একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছে যা 'শান্তি ঘোষণা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত: বৈঠক থেকে শক্তিশালী বার্তা সরাসরি না আসলেও জাতিসংঘের সংস্কার, পরমাণু অস্ত্রের ঝুঁকি কমানো, জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধিসহ একাধিক ইস্যুতে আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছে রাশিয়া ও চীন। গতকাল বৃহস্পতিবার তিন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকের পর এমন তথ্যই প্রকাশ্যে এসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট



ভ্লাদিমির পুতিনের এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মোড় আনতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের শুরুতে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা সত্যিই ইতিহাস তৈরি করছি। পৃথিবীতে পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা কমানো এবং সেই অস্ত্র ব্যবহারের ঝুঁকি কমানোর বিষয়ে আলোচনার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন একমত প্রকাশ করেছে। ট্রাম্পের পথেই হেঁটে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনার কথা বলেন শি জিনপিং। চীনের সরকারি *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*



যুক্তরাষ্ট্রে নথিপত্রহীন ব্যক্তিদের সাধারণ ক্ষমা (অ্যামনেস্টি) প্রদানের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স

পরিচয় ডেস্ক: গত বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স নথিপত্রহীন ব্যক্তিদের সাধারণ ক্ষমা (অ্যামনেস্টি) প্রদানের ধারণা এবং অভিবাসন সংস্কারের বিষয়ে ডেমোক্র্যাটদের সাথে কাজ করার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। অথচ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরপরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন যে, কিছু ক্ষেত্রে তিনি বৈধ মর্যাদা পাওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন-এটি ট্রাম্প ও ভ্যান্সের বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যের সর্বশেষ উদাহরণ।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স ওকলাহোমার রিপাবলিকান *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*



বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাজনীতি করার সুযোগ থাকা উচিত বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রাজনীতি করার সুযোগ থাকা উচিত বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার বিষয়ে সরকারের বারবার দেওয়া বক্তব্যের মধ্যে জাতিসংঘের এই অবস্থান ঢাকার ওপর নতুন আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি করতে পারে। সরকার শেখ হাসিনাকে "দণ্ডিত সন্ত্রাসী" বলেও আখ্যা দিয়েছে।

মঙ্গলবার নিউইয়র্কে নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের উপমুখপাত্র ফারহান হক এ কথা বলেন। শেখ হাসিনার দেশে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের শুরুতে তিনি দাবি করেন, হাসিনার সমর্থকেরা আবার বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছেন। জবাবে হক বলেন, *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধ বন্ধে চীন-রাশিয়ার সহায়তা প্রয়োজন নেই সাফ কথা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চীন কিংবা রাশিয়ার সহযোগিতার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার দাবি, ইরানের সামরিক সক্ষমতা অনেকটাই কমে এসেছে এবং তেহরান এখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে আগ্রহী।



গত বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) চীনের শেনজেনে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন ট্রাম্প। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আগে তিনি এ মন্তব্য করেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ইরানের নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্র পরাজিত করেছে। তার দাবি, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা আগের তুলনায় কমে বর্তমানে প্রায় ১২ থেকে ১৩ শতাংশে নেমে এসেছে। এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বন্ধ করতে বেইজিং বা মস্কোর কাছে সহায়তা চাওয়ার কোনো পরিকল্পনা ওয়াশিংটনের নেই।

হরমুজ প্রণালি নিয়েও নিজের অবস্থান তুলে ধরেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তার দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এই *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের সংখ্যা খ্রিস্টানদের ছাড়িয়ে যাবে - পিউ রিসার্চ সেন্টার

পরিচয় ডেস্ক: পিউ রিসার্চ সেন্টারের গত বুধবার (১৮ নভেম্বর) প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণা অনুযায়ী, ২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের সংখ্যা খ্রিস্টানদের ছাড়িয়ে যাবে এবং তারা বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী হয়ে উঠবে।



উত্তর আমেরিকায় খ্রিস্টানদের সংখ্যা এবং মোট জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের অংশ-উভয়ই হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যদিও তারা এই অঞ্চলে বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবেই থেকে যাবে। বর্তমান জনতাত্ত্বিক ধারা অব্যাহত থাকলে, ২০৭০ সাল নাগাদ উত্তর আমেরিকার মোট জনসংখ্যার ৪৬ শতাংশ হবে খ্রিস্টান, যা ২০২০ সালে ছিল ৬৩ শতাংশ।

দীর্ঘদিন ধরে খ্রিস্টধর্ম বিশ্বের বৃহত্তম ধর্ম হিসেবে পরিচিত, *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

জেনসেন হুয়াংকে এনভিডিয়া প্রধানের পদে ফেরালে ‘একেবারেই আপত্তি নেই’ ট্রাম্পের, তবে ফেরানোর কথা ভাবছে না বোর্ড

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের শীর্ষ চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদে জেনসেন হুয়াংকে পুনর্বহাল করা হলে তার আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এনভিডিয়া বোর্ড হুয়াংকে সিইও পদে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছে না বলে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিনজন ব্যক্তি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন।

কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং চীনা গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সন্দেহজনক যোগসূত্রের অভিযোগে তার পদত্যাগের কয়েক দিন পরও তাকে ফেরানোর দাবি জোরালো হচ্ছে। তবে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একজন রয়টার্সকে বলেন, ‘এনভিডিয়ার বোর্ড জেনসেনকে ফিরিয়ে আনার কথা বিবেচনা করছে না।’

এদিকে, এশিয়া সফরে যাওয়ার আগে সোমবার (১৭ নভেম্বর) প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমার আপত্তি নেই; একেবারেই আপত্তি নেই।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার মনে হয়, তিনি (হুয়াং) বড় একটি শিক্ষা পেয়েছেন। আমার ধারণা, হয়তো কিছু শিক্ষা অন্য শিক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’



হুয়াংয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানো নারী অ্যালিস হুয়াং সত্যিই গুপ্তচর কি না, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

তিনি বলেন, ‘আমি জানি না, তিনি গুপ্তচর কি না। সাধারণত যা হয়, চীন থেকে কোনো সুন্দরী নারী যুক্তরাষ্ট্রে এলে তাকে গুপ্তচর বলা হয়। তিনি আদৌ গুপ্তচর ছিলেন কি না, তা আমার জানা নেই।’

হুয়াংকে ফেরানোর দাবিতে করা একটি অনলাইন আবেদনে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৮০ হাজার ২০০-এর বেশি মানুষ স্বাক্ষর করেছেন। ‘স্ট্যান্ড উইথ জেনসেন’ প্রচারণার স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন স্পেসএক্স ও টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক, রেপলিটের প্রধান নির্বাহী আমজাদ মাসাদ এবং এপিক গেমসের প্রধান নির্বাহী টিম সুইনি।

প্রচারণার ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ৮ হাজার ৮০০-র বেশি স্বাক্ষরকারী নিজেদের বর্তমান এনভিডিয়া কর্মী এবং ৯৪ হাজারের বেশি শেয়ারহোল্ডার হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তবে ওয়েবসাইটে সতর্ক করে বলা হয়েছে, পেশাগত পরিচয় স্বাক্ষরকারীদের নিজেদের দেওয়া তথ্য, স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।

‘মানুষমাত্রই ভুল হয়, ফিরিয়ে আনুন বস্‌কে’! পরকীয়ায় জর্জরিত সদ্যপ্রাক্তন সিইও হুয়াঙের সমর্থনে নামলেন এনভিডিয়ার কর্মীরা

পরিচয় ডেস্ক: মানুষমাত্রই ভুল হয়, ফিরিয়ে আনুন বস্‌কে’! পরকীয়ায় জর্জরিত সদ্যপ্রাক্তন সিইও হুয়াঙের সমর্থনে নামলেন এনভিডিয়ার কর্মীরা।



জেনসেনের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন উঠে এসেছে। তিনি পদত্যাগের পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এনভিডিয়ার প্রায় দু’ডজন কর্মী লিঙ্কডইন-এ পোস্ট করে সদ্যপ্রাক্তন সিইওর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে পদত্যাগের পর এ বার সদ্যপ্রাক্তন সিইও জেনসেন হুয়াঙের সমর্থনে ‘পথে নামলেন’ এনভিডিয়ার ১,৬০০ কর্মী। সমাবেশ করে ‘বস্’কে ফিরিয়ে আনার দাবি তুললেন তাঁরা। চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির অনেক কর্মীই তাঁকে এ ভাবে চলে যেতে দিতে রাজি নন। জানা গিয়েছে, সংস্থার অভ্যন্তরীণ একটি পোস্টে পরিচালন বোর্ডকে অনুরোধ জানানো হয়েছে যেন হুয়াঙের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কর্মীদের কথাও বিবেচনা করা হয়। এই পোস্টে ১,৬০০টিরও বেশি মন্তব্য জমা পড়েছে, যেখানে অনেক কর্মীই এনভিডিয়াকে বিশ্বের অন্যতম দামি সংস্থায় পরিণত করা এই মানুষটিকে ফিরিয়ে আনার আর্জি জানিয়েছেন।

সংবাদমাধ্যম ‘ওয়্যারড’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই মন্তব্যগুলি কর্মীদের মধ্যে তৈরি হওয়া অস্বস্তির প্রতিফলন। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে জেনসেন যে সংস্থার সহ- *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

অফিসের আরেক কর্মীর সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল এনভিডিয়ার সাবেক সিইওর; প্রকাশ্যে এল তৃতীয় পরকীয়ার তথ্য

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য বিদায়ী এনভিডিয়া প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠানের আরও এক নারী কর্মীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুজন মানুষ রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এর আগে আরও দুটি পরকীয়ার খবর ফাঁস হওয়ার জেরে বৃহস্পতিবার সিইও পদ থেকে সরে দাঁড়ান হুয়াং। ওই দুই নারীর একজন অ্যালিস হুয়াং,



যাকে চীনের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছেন মার্কিন গোয়েন্দারা। অন্যজন এনভিডিয়ার স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কিম্বার্লি পাওয়েল।

এই বিতর্কের মধ্যেই নতুন আরেক কর্মীর সাথে তার সম্পর্কের খবর সামনে এলো।

রয়টার্স দ্বিতীয় ওই নারী কর্মীর নাম প্রকাশ করেনি। তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*



আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য কেন? যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম সেনেটরের প্রশ্ন, নিশানার আরও তিন দেশ

পরিচয় ডেস্ক: সদ্যনির্বাচিত সিনেটর আব্দুল আল-সইদ বলেন, ‘‘আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে, এমন দেশগুলিকে সামরিক সহায়তা দিতে আমেরিকার করদাতাদের অর্থ ব্যবহার করা উচিত নয়।

আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনে অভিযুক্ত চার দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য দেওয়ার বিরোধিতা করলেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদ্যনির্বাচিত সেনেটর আব্দুল আল-সইদ। ঘটনাচক্রে, যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম নেতার নিশানার চারটি দেশের মধ্যে তিনটিই মুসলিম রাষ্ট্র- পাকিস্তান, জর্ডন এবং মিশর। তা ছাড়া তালিকায় রয়েছে, আমেরিকার পুরনো সামরিক সহযোগী ইহুদি রাষ্ট্র ইজ□রায়েলও। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আব্দুল নিজে মিশরীয় বংশোদ্ভূত! মিশিগান প্রদেশ থেকে রিপাবলিকান প্রার্থী মাইক রজার্সকে পরাজিত করে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে নির্বাচিত আব্দুল সোমবার (১৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনে অভিযুক্ত চার দেশকে সামরিক সাহায্য পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারের কাছে। এবিসি নিউজ□কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘‘আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে, এমন দেশগুলিকে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

১১ ডেমোক্র্যাট সদস্যের অনুপস্থিতির জেরেই ট্রাম্পের প্রতিরক্ষা সচিব হেগসেথ আপাতত ইমপিচমেন্ট এড়ালেন!



পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বিরোধী ডেমোক্র্যাট শিবিরে অন্তর্বিরোধের আঁচ? তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত ডেমোক্র্যাট সদস্যদের তালিকায় প্রাক্তন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি এবং জুলিয়া ব্রাউনলি, লু কোরেয়া, স্টিভেন হর্সফোর্ড, ফ্রেডেরিকা উইলসনের মতো প্রথম সারির নেতারা রয়েছেন। ফলে তৈরি হয়েছে অন্তর্বিরোধের জল্পনা।

কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজ□ন্টেটিভসে গত বুধবার (১১ নভেম্বর) ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে গেল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষাসচিব (ট্রাম্প জমানায় যে পদের নাম বদলে হয়েছে 'যুদ্ধসচিব') পিট হেগসেথের বিরুদ্ধে আনা ইমপিচমেন্ট (বরখাস্ত) প্রস্তাব। ভোটাভুটির এই ফলাফল আমেরিকার প্রধান বিরোধী দলের অন্দরের ভাঙনের ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

কারণ, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ভোটাভুটিতে গরহাজির ছিলেন ১১ জন ডেমোক্র্যাট সদস্য।

হাউস অফ রিপ্রেজ□ন্টেটিভসে ২১১-২০৪ ভোটের ব্যবধানে প্রতিরক্ষাসচিব (যুদ্ধসচিব) পিট হেগসেথের বিরুদ্ধে আনা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবটি আপাতত আটকে গিয়েছে। সরাসরি ভোটাভুটির বদলে প্রস্তাবটিকে বিচারবিভাগীয় (জুডিশিয়ারি) কমিটিতে পাঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে ভোট দেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যেরা। ফলে বর্তমান কংগ্রেসে এই প্রক্রিয়া কার্যত ভেস্তে গেল। রিপাবলিকান পার্টির বিদায়ী কংগ্রেস সদস্য থমাস ম্যাসি নিজেই হেগসেথের বিরুদ্ধে এই ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব এনেছিলেন এবং দলের অবস্থানের বিপক্ষে গিয়ে তিনি ভোট দেন। তবে বাকি রিপাবলিকান সদস্যরা একজোট হয়ে হেগসেথের পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

১১ জন ডেমোক্র্যাট সদস্য অনুপস্থিত থাকায় প্রস্তাবটি জুডিশিয়ারি কমিটির বদলে সরাসরি মূল ভোটাভুটিতে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, বুধবার মাত্র ৭ ভোটের ব্যবধানে ইমপিচমেন্ট এড়িয়েছেন হেগসেথ। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে ডেমোক্র্যাট শিবিরের অন্দরে। প্রসঙ্গত, মধ্যবর্তী নির্বাচনে সদ্যনির্বাচিত হাউস সদস্যরা এই ভোটাভুটিতে অংশ নেননি। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, তাঁরা আগামী ২০২৭ সালের ৩ জানুয়ারি ১২০তম হাউস অফ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

ফের ইরান যুদ্ধ শুরু করতে 'প্রতিদিন' ট্রাম্পকে ফোন দেন নেতানিয়াহু-হয় বাগ্‌বিতণ্ডা, 'চিৎকার-চেঁচামেচি'



পরিচয় ডেস্ক: ইরানে আবারও হামলা শুরুর জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রায় প্রতিদিনই ফোন করে চাপ দিচ্ছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে সামরিক পদক্ষেপের পরিবর্তে কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সংঘাতের অবসান চান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

তেহরানে নতুন করে সামরিক হামলা চালানো হবে কি না, তা নিয়ে সর্বশেষ এক ফোনালাপে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর মধ্যে তীব্র বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে। একপর্যায়ে দুই নেতার কথোপকথন 'তুমুল চিৎকার-চেঁচামেচিতে' রূপ নেয়।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ওয়াইনেট ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের (এফটি) প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব তথ্য।

আলোচনার বিষয়ে অবগত এক ব্যক্তি এফটিকে বলেন, 'যুদ্ধ আবার শুরু করার জন্য নেতানিয়াহু তাকে (ট্রাম্প) প্রতিদিন ফোন করছেন।' ওই ব্যক্তি জানান, নতুন করে যুদ্ধ শুরুর বিরোধিতাকারী হোয়াইট হাউসের ভেতরে ও বাইরের কর্মকর্তারা নেতানিয়াহুর চাপ মোকাবিলার চেষ্টা করছেন। আঞ্চলিক নেতারাও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সংঘাত না বাড়িয়ে আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

ইসরায়েলের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত আরেক ব্যক্তি জানিয়েছেন, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ইরানে সামরিক অভিযান আবার শুরু করতে চান। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে রাজি করানোর জন্য বর্তমানে সমন্বিত কোনো উদ্যোগ বা চাপ তৈরি করা হচ্ছে না।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আবার শুরুর জন্য নেতানিয়াহুর *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*



আর্লিংটন সমাধিসৌধে যে সেনার ধমক খেয়েছিলেন, তাকে পদক দিয়ে পুরস্কৃত করলেন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আর্লিংটন ন্যাশনাল সিমেট্রিতে নিয়ম ভাঙার দায়ে নিজের সফরসঙ্গীদের ধমক দেওয়া ও শান্ত থাকতে বলা প্রহরারত সেনাসদস্যকেই বিশেষ পদক দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব (মন্ত্রী) পিট হেগসেথ।

গত বুধবার ১১ নভেম্বর "ভেটেরানস ডে' উপলক্ষে আর্লিংটন ন্যাশনাল সিমেট্রিতে আয়োজিত এক *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

সৌদি আরব, কাতারসহ উপসাগরীয় কয়েকটি দেশের অনুরোধে ইরানে নতুন করে বড় ধরনের সামরিক হামলা আপাতত বন্ধ - প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প



পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরব, কাতারসহ উপসাগরীয় কয়েকটি দেশের অনুরোধে ইরানে নতুন করে বড় ধরনের সামরিক হামলা আপাতত বন্ধ রেখেছেন বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তেহরানের ওপর অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপ অব্যাহত রাখার কথাও একই সাথে জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের ভাষ্য, উপসাগরীয় মিত্ররা অনুরোধ না করলে ইরানে নতুন করে হামলা চালাতেন।

হোয়াইট হাউসে স্টিফেন এ স্মিথকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এসব কথা বলেন। তিনি দাবি করেন, চাইলে এখনই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারেন। তবে আঞ্চলিক মিত্রদের অনুরোধে আপাতত বর্তমান কৌশল বজায় রেখেছেন। সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, সৌদি আরব তাঁকে পরিস্থিতি আপাতত এভাবেই চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। একই অবস্থান নিয়েছে কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন।

তবে মিত্রদের এই অবস্থানের সঙ্গে তিনি পুরোপুরি একমত কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন ট্রাম্প। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত নই যে তাদের সঙ্গে আমি একমত কি না।'

উপসাগরীয় দেশগুলো এমন অনুরোধ না জানালে ইরানে নতুন করে হামলা চালাতেন কি না, জানতে চাইলে ট্রাম্প সরাসরি বলেন, 'হ্যাঁ, চালাতাম।'

ইরানের জ্বালানি অবকাঠামো ও সেতুগুলোতে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের হামলা চালানো থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিরত রয়েছে বলেও দাবি করেন ট্রাম্প। তবে এসব স্থাপনায় হামলার সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

ট্রাম্প বলেন, 'এক দিনেই তাদের জ্বালানি *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা সামরিক আবাসনে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন



পরিচয় ডেস্ক: নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা সামরিক আবাসনে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন এবং এই তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। ফক্স নিউজ ডিজিটাল নিশ্চিত করেছে যে, অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চ কয়েক মাস ধরে ওয়াশিংটন ডিসি-র নিকটবর্তী একটি সামরিক স্থাপনায় বসবাস করছেন।

ইরান-সম্পর্কিত হুমকি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে সতর্কতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, স্কট বেসেন্ট, মার্কো রুবিও, পিট হেগসেথ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে ফ্রান্সে নতুন করে ইয়োলো ভেস্ট বিক্ষোভ, অংশ নিল লক্ষাধিক মানুষ

পরিচয় ডেস্ক: ফ্রান্সে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে আবারও রাজপথে নেমেছেন এক লাখের বেশি মানুষ। 'ইয়েলো ভেস্ট' আন্দোলন এবং বিভিন্ন যুব সংগঠনের আয়োজনে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তবে শনিবারের (১৪ নভেম্বর) বিক্ষোভে আগের সপ্তাহগুলোর তুলনায় মানুষের উপস্থিতি কম ছিল। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিক্ষোভের পরিবেশও মোটামুটি শান্ত ছিল।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে বিক্ষোভে এক লাখ ছয় হাজার মানুষ অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে রাজধানী প্যারিসে ছিলেন ২৪ হাজার মানুষ। গত সপ্তাহে দেশজুড়ে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন এক লাখ ৪৬ হাজার মানুষ। প্যারিসে বিক্ষোভকারীর সংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার।

তবে ছাত্র সংগঠনগুলো শনিবারের বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা আরও বেশি বলে দাবি করেছে। তাদের হিসাবে, দেশজুড়ে দুই লাখ মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে রাজধানী প্যারিসেই ছিলেন



প্রায় এক লাখ মানুষ। শনিবার বিক্ষোভের সময় আটকের সংখ্যাও আগের বড় বিক্ষোভগুলোর তুলনায় কম ছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশজুড়ে ২১৯ জনকে আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্যারিসের কৌঁসুলির দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রাজধানীতে ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ফ্রান্সে উচ্চবিদ্যালয় অবরোধ, গণবিক্ষোভ ও ধর্মঘট চলছে। শিক্ষার মান কমে যাওয়া, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, কম মজুরি এবং পুলিশের সহিংসতার প্রতিবাদে এসব কর্মসূচি পালন করছেন বিক্ষোভকারীরা।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া অনেকের হাতে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর সমালোচনা করে লেখা বিভিন্ন স্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ডও দেখা গেছে। গত কয়েক সপ্তাহে কিছু বিক্ষোভের প্রান্তিক এলাকায় সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ১৭ অক্টোবরের প্রথম বড় বিক্ষোভের দিন কয়েকটি শহরে লুটপাটের ঘটনাও ঘটে। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

দনবাসের কিছু অংশ রাশিয়াকে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের, বিনিময়ে ইউক্রেনকে দেবে ন্যাটোর সদস্যপদ

পরিচয় ডেস্ক: ন্যাটোর সদস্যপদ পাওয়ার বিনিময়ে ইউক্রেনকে পূর্বাঞ্চলীয় দনবাস অঞ্চলের কিছু অংশ রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আবুধাবি ও আয়ারল্যান্ডে রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি আলোচনার সর্বশেষ বৈঠকের পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এ তথ্য জানিয়েছেন।



শনিবার ১৪ নভেম্বর জেলেনস্কির দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, ন্যাটোর সদস্যপদের সঙ্গে ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার শর্ত যুক্ত করার বিষয়টি এবারই প্রথম আলোচনায় এসেছে।

জেলেনস্কি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রশ্ন তুলেছে-ইউক্রেন যদি ন্যাটোতে যোগ দেয়, তবে কেমন হয়? সে ক্ষেত্রে ইউক্রেন কি দনবাস থেকে সরে আসবে? এ কারণেই আমার মনে হচ্ছে, ন্যাটোর বিষয়টি আবারও আলোচনার টেবিলে ফিরে এসেছে।'

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জানান, পূর্ব ইউক্রেনের দনবাস অঞ্চলের যে অংশগুলো ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র জানতে চেয়েছে, সেগুলো বর্তমানে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে নেই। তবে জেলেনস্কি জানিয়েছেন, কোনো ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে তিনি রাজি নন।

জেলেনস্কির মতে, 'ইউরোপের সীমানা বদলে দেওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের রয়েছে, তা সত্য। আমি নিশ্চিত, ইউরোপের নিরাপত্তাব্যবস্থা নতুন করে সাজানোর যে পরিকল্পনা তার রয়েছে, এটি তারই অংশ। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*



সমুদ্র তলদেশে বিশ্বের দীর্ঘতম ও গভীরতম সড়ক টানেল তৈরি করছে নরওয়ে

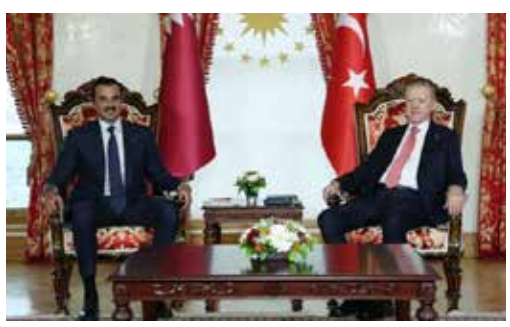
প্রধান শহরগুলোর মধ্যে যাতায়াতের সময় কমাতে এবং দেশের পশ্চিম উপকূল বরাবর একটি ফেরিবিহীন মহাসড়ক গড়ে তুলতে সমুদ্রের তলদেশে বিশ্বের দীর্ঘতম ও গভীরতম সড়ক টানেল নির্মাণ করছে নরওয়ে।

২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই টানেলটির নাম রাখা হয়েছে 'রগফাস্ট'। এটি নরওয়েজীয় 'রগাল্যান্ড ফাস্টফরবিনডেলসে' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। টানেলটি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই 'রগাল্যান্ড' এবং নরওয়েজীয় ভাষায় 'স্থায়ী সংযোগ' শব্দ মিলিয়ে এই নামকরণ করা হয়েছে। এর সবচেয়ে গভীর অংশটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৯২ মিটার নিচে অবস্থিত হবে।

২০১৮ সালের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করল তুরস্ক ও কাতার, যেকোনো হামলা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবিলার অঙ্গীকার

পরিচয় ডেস্ক: যৌথ প্রতিরক্ষা জোরদার এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে তুরস্ক ও কাতার শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। দুই নেতার বৈঠকের পর প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উভয় দেশ যেকোনো বহিরাগত সশস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।



উভয়পক্ষ তাদের নিরাপত্তা হুমকিসহ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা ইস্যু এবং প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে আলোচনার বিষয়ে একমত হয়েছে। পাশাপাশি যৌথ সামরিক মহড়া, প্রতিরক্ষা শিল্পের সহযোগিতা এবং জনবল প্রশিক্ষণ বিনিময়ের মাধ্যমে সহযোগিতা সম্প্রসারণেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা।

ইস্তাম্বুলে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানির সঙ্গে এক বৈঠকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তাইয়্যেপ এরদোয়ান এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

তুরস্ক ও কাতারের সুপ্রিম স্ট্র্যাটেজিক কমিটির ১২তম অধিবেশন শেষে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে দেশ দুটি জানিয়েছে, এই চুক্তি তাদের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার অঙ্গীকারের পাশাপাশি আরও নিরাপদ ও স্থিতিশীল আঞ্চলিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার অভিন্ন লক্ষ্যকেই প্রতিফলিত করে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের দপ্তর জানায়, 'প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলেছেন, উপসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে, সংলাপের ভিত্তি তৈরি করতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমরা একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব।'

যৌথ বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে এই দেশ দুটি জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বাড়াতে, বিশেষ করে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলের আরব সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে 'বর্ণবাদী' প্রচার চালাচ্ছেন নেতানিয়াহু, অভিযোগ আইজেনকোটের



পরিচয় ডেস্ক: ইসরায়েলের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দেশটির আরব সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 'বর্ণবাদী' প্রচার চালাচ্ছেন বলে সরাসরি অভিযোগ করেছেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদের দৌড়ে এগিয়ে থাকা বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকোট। আরব সংসদ সদস্যদের হামাসের সঙ্গে জড়িয়ে তাদের বৈধতা ক্ষুণ্ণ করার *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে ক্রেডিট কার্ডে নির্ভরতা বাড়ছে আমেরিকার পরিবারগুলোর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে পরিবারের মোট ঋণ প্রথম প্রান্তিকে রেকর্ড ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভের তথ্য অনুযায়ী, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অনেক পরিবার এখন দৈনন্দিন খরচ মেটাতে ক্রেডিট কার্ডের ওপর বেশি নির্ভর করছে।

মানি ম্যানেজমেন্ট: ইন্টারন্যাশনালের টেড রসম্যান বলেন, ঋণসংক্রান্ত পরামর্শ নেওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ঋণ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২০২১ সালের শুরুর তুলনায় আর্থিক পরামর্শ নেওয়ার সেশনও বেড়েছে ১৪৩ শতাংশ।

রসম্যানের মতে, এই আর্থিক চাপের বড় কারণ প্রায় সব ধরনের পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া। তিনি বলেন, মানুষ এখন প্রায় সবকিছুর জন্য আগের চেয়ে বেশি অর্থ দিচ্ছে। ২০১৯ সালের তুলনায় খাদ্যের দাম ৩৩ শতাংশ বেড়েছে বলে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেন তিনি।



শুধু খাবার নয়, গাড়ি, জ্বালানি, চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিশুদের দেখাশোনার খরচও মহামারির আগের সময়ের তুলনায় ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে বলে জানান রসম্যান। ফলে অনেক পরিবারকে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হচ্ছে, সঞ্চয় ভাঙতে হচ্ছে এবং কোন বিল আগে পরিশোধ করা হবে, তা নিয়েও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

তবে ঋণের কারণে অনেকে লজ্জায় সাহায্য চাইতে চান না। রসম্যান বলেন, ক্রেডিট কার্ডের ঋণ নিয়ে মানুষের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক সংকোচ কাজ করে। তাঁর প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতাদের কাছে অনেকেই জানতে চান, তাঁদের আর্থিক পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ কি না।

রসম্যানের মতে, এই লজ্জা দূরে রাখা দরকার, কারণ একই পরিস্থিতিতে রয়েছেন লাখো মানুষ। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের প্রায় অর্ধেকই প্রতি মাসে পুরো ঋণ পরিশোধ করতে পারেন না এবং এক মাসের ঋণ পরের মাসে বহন *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

শ্রমিক অসন্তোষ: বাংলাদেশে ২০৪ পোশাক কারখানায় ছুটি, ৯টি অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: টানা দুই সপ্তাহ ধরে ঢাকার সাভার, আশুলিয়া ও গাজীপুরের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ চলছে। গত ১২ নভেম্বর বৃহস্পতিবারও অনেক কারখানায় শ্রমিকরা হাজিরা দিয়ে কাজ না করে বেরিয়ে যান। কর্তৃপক্ষের নানা চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের কাজে ফেরানো যায়নি। এ পরিস্থিতিতে ২০৪টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

এর মধ্যে ৯টি কারখানা শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই ধারায় বলা আছে- 'কাজ নেই তো বেতন নেই', অর্থাৎ যতদিন কারখানা বন্ধ থাকবে, ততদিনের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*





রিজার্ভ থেকে বিক্রির পরও বাংলাদেশে বাড়ছে ডলারের দর

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত ২২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার আরও ১০ কোটি ডলার বিক্রির জন্য নিলাম ডাকা হয়। এর আগে সম্প্রতি বিক্রি করা হয়েছে আরও ২২ কোটি ২০ লাখ ডলার। এরপরও ধারাবাহিকভাবে দর বেড়ে আন্তঃব্যাংকে গড়ে ১২৪ টাকা ৭৫ পয়সা পর্যন্ত উঠেছে। আগের দিন যা ১২৪ টাকা ৬৫ পয়সা ছিল।

গত অক্টোবর শেষে ছিল ১২৩ টাকা ৯৯ পয়সা। ব্যাংকাররা বলছেন, জ্বালানির চাহিদা মেটাতে স্পট মার্কেট থেকে বাড়তি দরে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*



বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ এক দশকে বেড়েছে প্রায় ৩ গুণ

পরিচয় ডেস্ক: গত এক দশক আগে বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৮ বিলিয়ন ডলারের মতো। ২০২৫ সালের শেষে তা তিন গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৩ বিলিয়ন ডলার। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির এই হার বাংলাদেশের চেয়ে বেশি শুধু মালদ্বীপে। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

বিদেশি ঋণের পরিমাণ দ্রুত বাড়লেও রপ্তানি আয়ের তুলনায় বাংলাদেশের ঋণের বোঝা পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ভুটানের চেয়ে কম। তবে ভারত ও নেপালের তুলনায় বেশি। ঋণ নিয়ে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*



মূল্যস্ফীতি কমলেও বাংলাদেশে বাড়ছে জীবনযাত্রার ব্যয়

পরিচয় ডেব: অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি সামান্য কমেছে। তবে খাদ্যপণ্যের দাম কমার বিপরীতে খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশের ওপরেই রয়েছে।

মজুরি বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় পরিবারের ব্যয়ের চাপ আরও বেড়েছে। এতে নিম্ন আয়ের পরিবার, দৈনিক মজুরির ওপর নির্ভরশীল শ্রমজীবী মানুষ ও নির্দিষ্ট আয়ের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক পরিবার ঋণগ্রস্ত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ৪৭ দশমিক ৪২ শতাংশ পরিবার ঋণগ্রস্ত। আয়ের তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় তারা এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে শহরের তুলনায় গ্রামের পরিবারগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

জাতীয় বেতন কমিশনের অনুরোধে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) করা এক বিশেষ জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে।



বিবিএসের 'দারিদ্র্য ও জীবিকা পরিসংখ্যান সেল' পরিচালিত 'লিভিং স্ট্যান্ডার্ড সার্ভে ২০২৫' অনুযায়ী, গত এক বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে গিয়ে গ্রামের ৫১ দশমিক ৯১ শতাংশ, শহরাঞ্চলের ৪০ দশমিক ১৯ শতাংশ এবং সিটি করপোরেশন এলাকার ৩২ দশমিক ১১ শতাংশ পরিবার ঋণ করতে বাধ্য হয়েছে। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের আবেদন ফরমে নতুন প্রশ্ন, সরকারি সহায়তা ও পারিবারিক দায়িত্ব নিয়ে বাড়তি যাচাই

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের আবেদন ফরমে নতুন কিছু প্রশ্ন যুক্ত করার পরিকল্পনা করছে দেশটির নাগরিকত্ব ও অভিবাসন দপ্তর (ইউএসসিআইএস)। নতুন প্রশ্নের মাধ্যমে আবেদনকারীরা সরকারি খাদ্য ও আবাসন সহায়তা নিয়েছেন কি না, পরিবারের সন্তান ও নির্ভরশীল সদস্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করেছেন কি না এবং অন্য কাউকে যুক্তরাষ্ট্রে আনার সময় আর্থিক সহায়তার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূরণ করেছেন কি না, এসব তথ্য জানতে চাওয়া হতে পারে।



গত ৪ নভেম্বর নাগরিকত্বের আবেদন যাচাই নিয়ে নতুন নির্দেশনা প্রকাশ করে ইউএসসিআইএস। ওই নির্দেশনার অংশ হিসেবে নাগরিকত্বের আবেদন ফরমে পরিবর্তন আনার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে সংস্থাটি। পরিকল্পিত পরিবর্তন অনুযায়ী, আবেদনকারীদের কাছে সরকারি খাদ্য সহায়তা ও আবাসন সুবিধা গ্রহণের বিষয়ে জানতে চাওয়া হতে পারে। পাশাপাশি পরিবারের সন্তান বা অন্য নির্ভরশীল সদস্যদের আর্থিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন কি না, সে বিষয়েও তথ্য চাওয়া হতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রে আনার সময় আর্থিক সহায়তা দেওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকলে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়েছে কি না, তা যাচাইয়ের আওতায় আসতে পারে।

নাগরিকত্বের আবেদন পর্যালোচনার সময় এসব তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে। বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া, সরকারি সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতারণা কিংবা অন্য কাউকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিষয়গুলো আবেদনকারীর যোগ্যতা মূল্যায়নে প্রভাব ফেলতে পারে।

তবে সরকারি সহায়তা বৈধভাবে গ্রহণ করলেই নাগরিকত্ব পাওয়ার অযোগ্য হবেন, এমন কোনো নতুন নিয়মের কথা জানানো হয়নি। আবেদনকারীর ব্যক্তিগত পরিস্থিতি, সংশ্লিষ্ট তথ্য *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)



Michael Taub, Esq.



Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION

(Consultation fee applies)







ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি



Attorney Michigan Only.



Attorney Michigan Only.



Attorney New Jersey Only



Attorney, Buffalo New York Only



Attorney Connecticut Only



Attorney Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States. Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.



কানাডায় আগামী তিন বছর প্রতি বছর ৩ লাখ ৮০ হাজার মানুষকে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা

পরিচয় ডেস্ক: কর্মী সংকট মোকাবিলা, অর্থনীতির উন্নয়ন এবং দক্ষ জনশক্তি বাড়াতে অভিবাসীদের গুরুত্ব দিচ্ছে কানাডা। নতুন পরিকল্পনায় আগামী তিন বছর প্রতি বছর ৩ লাখ ৮০ হাজার মানুষকে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে দেশটির সরকার।

অভিবাসনকে কানাডার অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব দিচ্ছে কানাডা। দক্ষ কর্মীর চাহিদা পূরণ, বিভিন্ন খাতে কর্মী সংকট কমানো এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নতুন অভিবাসন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে দেশটির সরকার।

২০২৭ থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত তিন বছরের জন্য নতুন পরিকল্পনায় প্রতি বছর ৩ লাখ ৮০ হাজার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট বা স্থায়ী বাসিন্দা গ্রহণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই তিন বছরে মোট ১১ লাখ ৪০ হাজার মানুষকে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

কানাডার অভিবাসন বিভাগের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নতুন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক খাতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মোট স্থায়ী অভিবাসীর প্রায় ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ এই খাতের আওতায় নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। এর মাধ্যমে দক্ষ কর্মী, পেশাজীবী ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষকে কানাডার শ্রমবাজারে যুক্ত করতে চায় সরকার।

কানাডার বিভিন্ন খাতে দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা, নির্মাণ, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পেশায় প্রয়োজনীয় জনশক্তি নিশ্চিত করতে বিদেশি দক্ষ কর্মীদের ভূমিকা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

২০২৬ সালে আইসিই (ICE) কর্তৃক ডিপোর্টেশনের সংখ্যা রেকর্ড ৪,৮৩,২০০-এ পৌঁছেছে



পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন সংক্রান্ত কঠোর পদক্ষেপ জোরদার করার প্রেক্ষাপটে, ২০২৬ অর্থবছরে রেকর্ড ৪ লাখ ৮৩ হাজার ২০০ জনকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডিপোর্টেশন বা নির্বাসন এবং ৪ লাখ ৯১ হাজারেরও বেশি অভিবাসীকে গ্রেফতার করার কথা জানিয়েছে আইসিই (ICE)—যা সংস্থাটির অতীতের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

২০২৬ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট' (আইসিই) রেকর্ড সংখ্যক ৪ লাখ ৮৩ হাজার ২০০ জন অবৈধ অভিবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে (ডিপোর্ট করেছে)। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ জোরদার করার ফলে এই সংখ্যা আগের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কাছ থেকে সিবিএস নিউজ-এর পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এটি আইসিই-এর ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ঘটনা। এর আগে ২০২৫ অর্থবছরে ৪ লাখ ৪২ হাজার ৬৪০ জনকে ফেরত পাঠানোর রেকর্ড ছিল। এছাড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া অর্থবছরে আইসিই ৪ লাখ ৯১ হাজারেরও বেশি অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে-যার মধ্যে প্রায় ৪ লাখ ৭৫ হাজারই ছিল প্রশাসনিক গ্রেপ্তার। এটিও সংস্থাটির ইতিহাসে আরেকটি রেকর্ড।

এই ডিপোর্টেশন বা নির্বাসনের মোট সংখ্যা ২০২৪ অর্থবছরে-যা ছিল সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের শেষ পূর্ণ অর্থবছর-নথিভুক্ত ২৭১,৪৮৪ জনের তুলনায় প্রায় ৭৮ শতাংশ বেশি।

ডিএইচএস (DHS) সচিব মার্কওয়েইন মুলিন সিবিএস নিউজকে বলেন, "আইসিই (ICE)-এর সাহসী নারী ও পুরুষদের নিয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত; তারা আবারও নতুন ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়েছে।"

"প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বের সুবাদে, আইসিই-কে অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত ও অপসারণের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা আমেরিকানদের জীবন রক্ষা করতে পারি।"

প্রশাসন বিপজ্জনক অপরাধীদের নির্বাসনের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেছে। এদের মধ্যে রয়েছেন মেক্সিকান নাগরিক রাউল জেনেসিস ওর্তিজ মোরান, যার বিরুদ্ধে ভার্জিনিয়ায় ২ বছর বয়সী এক শিশুকন্যাকে হত্যার ঘটনায় দ্বিতীয় মাত্রার হত্যাকাণ্ড (সেকেন্ড-ডিগ্রি মার্ডার) এবং গুরুতর যৌন নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে। ডিএইচএস হন্ডুরাসের নাগরিক সইলি জিওমারা আপারিসিও-সান্তোসের ডিপোর্টেশন বা নির্বাসনের কথাও উল্লেখ করেছে, যিনি নিউইয়র্কে নিজের নবজাতক সন্তানকে হত্যার চেষ্টার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

গ্রীষ্মজুড়ে আইসিই-এর কঠোর অভিযান অব্যাহত ছিল; আগস্ট মাসে ৫০,৯২৫ জনকে এবং সেপ্টেম্বর মাসে ৪৮,০০০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তবে সিবিএস নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আইসিই কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়া অনেক অভিবাসীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো অপরাধমূলক দণ্ড বা বিচারাধীন অভিযোগ ছিল না।

সিরাকিউস ইউনিভার্সিটির একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, জুলাই ও আগস্ট মাসে নথিভুক্ত নির্বাসনের ৬৩ শতাংশই ছিল আনুষ্ঠানিক অপসারণ (ফরমাল রিমুভাল); বাকি ৩৭ শতাংশকে স্বেচ্ছায় প্রস্থান বা প্রত্যাবর্তন হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এই উচ্চ হারের পরিসংখ্যান এমন সময়ে সামনে এল, যখন ট্রাম্প নিজেই স্বীকার করছেন যে তাঁর প্রশাসনের অভিবাসন সংক্রান্ত কঠোর পদক্ষেপগুলো হয়তো মাত্রাতিরিক্ত ছিল।

সিবিএস-এর '৬০ মিনিটস' অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, "আমার মনে হয় এটি অতিরিক্ত কঠোর ছিল।" তিনি দীর্ঘদিনের অভিবাসীদের নির্বাসনের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করছিলেন, যারা এখানে কাজ করতেন এবং নিয়মিত কর দিতেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর প্রশাসনকে "সীমানা বন্ধ করার ক্ষেত্রে 'এ+' (A+)" গ্রেড দিলেও, আইন মেনে চলা কর্মীদের নির্বাসনের সিদ্ধান্তের সমালোচনাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

এক্সিট পোলে দেখা গেছে, ৫৮ শতাংশ ভোটার মনে করেন যে প্রশাসনের অভিবাসন সংক্রান্ত কঠোর পদক্ষেপগুলো সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

এই উদ্বেগ এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয় সত্ত্বেও, ধারণা করা হচ্ছে যে প্রশাসন তাদের অভিবাসন সংক্রান্ত কঠোর নীতি অব্যাহত রাখবে।

সিবিএস নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্প সম্প্রতি অভিবাসন বিষয়ে কঠোর অবস্থানের জন্য পরিচিত স্টিফেন মিলারকে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। একই সঙ্গে, আইসিই (ICE) কর্মকর্তাদের প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১৯ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ২০২৫ সালের কর ও ব্যয় সংক্রান্ত আইনে অভিবাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আরও কয়েক বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর ফলে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রস্তুতি নিলেও, নির্বাসন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে।



সীমান্ত দেয়াল নির্মাণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বড় স্বস্তি, টেক্সাসে কাজ চালানোর অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের

পরিচয় ডেস্ক: পশ্চিম টেক্সাসের বিগ বেন্ড এলাকায় সীমান্ত দেয়াল ও নিরাপত্তা অবকাঠামো নির্মাণ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। সুপ্রিম কোর্ট নিম্ন আদালতের নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে স্থগিত করলেও পরিবেশগত ক্ষতি ও সরকারি ক্ষমতার বৈধতা নিয়ে আইনি বিরোধ এখনো চলমান রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম টেক্সাসের বিগ বেন্ড এলাকায় সীমান্ত দেয়াল ও নিরাপত্তা অবকাঠামো নির্মাণ অব্যাহত রাখার সুযোগ পেয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। গত ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট নিম্ন আদালতের দেওয়া নির্মাণ বন্ধের নির্দেশ সাময়িকভাবে স্থগিত করেছেন। এর ফলে চলমান আইনি বিরোধের মধ্যেই ওই অঞ্চলে সীমান্ত নিরাপত্তা প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেওয়ার পথ খুলেছে। তবে আদালতের এই সিদ্ধান্তকে মামলার চূড়ান্ত রায় হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

আদালতের সিদ্ধান্তে আটজন বিচারপতি সরকারের আবেদনের পক্ষে অবস্থান নেন এবং একজন বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*



মধ্যবর্তী নির্বাচনে পরাজয় সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নির্বাসন (ডিপোর্টেশন) প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবেন



"আমরা কোনো সাধারণ ক্ষমা (অ্যামনেস্টি) বা এ ধরনের কিছু দিচ্ছি না। সবাইকে সঠিক নিয়ম মেনেই কাজ করতে হবে। তাদের তা করতেই হবে; অন্য মানুষদের প্রতি এটি অবিচার হবে। বলেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

সম্প্রতি মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বড় ধরনের পরাজয় সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসনবিরোধী কঠোর অবস্থানে অটল রয়েছেন। হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ হিসেবে সদ্য নিয়োগ পাওয়া স্টিফেন মিলার প্রশাসনের Mass Deportation বা গণ-নির্বাসন কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক কর্মকর্তা সিবিএস নিউজকে জানিয়েছেন যে, গত সপ্তাহের নির্বাচনের পর 'ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট' (আইসিই) বা ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কাছে গ্রেপ্তার বা নির্বাসনের হার কমানোর কোনো নির্দেশনা আসেনি।

সংস্থাটির সূত্র অনুযায়ী, আইসিই কর্মকর্তাদের প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১৯ হাজার-অর্থাৎ প্রতিদিন ২ হাজার ৭০০ জনকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আগে এই লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রতিদিন ২ হাজার জন। জানা গেছে, নির্বাচনের আগেই এই উচ্চতর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

কর্মকর্তারা মিলারের পদোন্নতিকে একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন যে, ট্রাম্প অভিবাসন নীতি কঠোরভাবে কার্যকর করার পথে অটল থাকতে চান।

রিপাবলিকানদের পরাজয়ের ফলে ট্রাম্প তার অবস্থান থেকে সরে আসবেন কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে একজন কর্মকর্তা সিবিএস (CBS)-কে বলেন, "বরং উল্টোটিই ঘটবে বলে আশা করা যায়," বিশেষ করে যখন হোয়াইট হাউসের কর্মীদের পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন মিলার।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র লরেন বিস সেই ধারণা নাকচ করে দিয়েছেন যে, ট্রাম্প তার প্রশাসনের সেই উদ্যোগগুলো থেকে সরে আসবেন, যার লক্ষ্য হলো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত অবৈধ অভিবাসীদের অপসারণ করা।

বিস সিবিএস-কে বলেন, "আমাদের সমাজে আতঙ্ক *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*



যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের দাবি কতিপয় কংগ্রেস সদস্যের

পরিচয় ডেস্ক: গত বুধবার (১১ নভেম্বর) ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে ইউ.এস. ক্যাপিটলের বাইরে ডেমোক্র্যাটিক আইনপ্রণেতারা-যাদের মধ্যে সীমান্ত এলাকার অনেক প্রতিনিধিও রয়েছেন-একত্রিত হয়ে ২০২৭ সালে অভিবাসন ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে আসা অনেক আইনপ্রণেতাসহ ডেমোক্র্যাটিক দলের আইনপ্রণেতারা ঐদিন ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে ইউ.এস. ক্যাপিটলের বাইরে সমবেত হন। তাঁরা ২০২৭ সালে অভিবাসন ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

টেক্সাস থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি ভেরোনিকা এসকোবার গত সপ্তাহের নির্বাচনে দলের জয়ের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "আমরা সীমান্ত অঞ্চলকে ডেমোক্র্যাটিক দলের নিয়ন্ত্রণে (ব্লু) নিয়ে এসেছি এবং আমেরিকান জনগণের কাছ থেকে আমাদের প্রতি সমর্থন বা ম্যান্ডেট রয়েছে।" উল্লেখ্য, এই জয়ের ফলে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি



Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620
New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com
D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529
OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.


আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
AIR TICKET
Digital Travel
Astoria
Emirates
USA
Dhaka
17
Years
Trusted Service
Cancellation ও
Reschedule
সুবিধা রয়েছে
VISA SERVICES
SAUDI
UMRAH/TOURIST VISA
INDIAN VISA
UK VISA
CANADA VISA
EUROPE VISA
আমাদের সেবা সমুহ
ওয়রার প্যাকেজ
ওয়রার ভিসা
হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
মোয়াল্লেম
BOOK NOW
718-721-2012
আমাদের অফিস: 25-78 31st Street, New York, NY-11102

বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে প্রথম বার পারমাণবিক বিদ্যুৎ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে প্রথমবারের মতো যুক্ত হলো পারমাণবিক বিদ্যুৎ। গত মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) বিকাল ৩টা ১৬ মিনিটে পাবনার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত হয়। সংযোগের ২৯ মিনিট পর বিকাল ৩টা ৪৫ মিনিটে ইউনিটটির উৎপাদন ছিল ৩৫০ মেগাওয়াট। পরে গ্রিডের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সরবরাহ ৩০০ মেগাওয়াটে স্থির রাখা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনামের উপস্থিতিতে প্রথম ইউনিটের জেনারেটর জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পরে সাংবাদিকদের তিনি জানান, পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। পরীক্ষামূলকভাবে ৩৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণ প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, ঐদিন গ্রিডের সঙ্গে জেনারেটর যুক্ত করার আগে দুই পাশের বিদ্যুতের ভোল্টেজ ও ফ্রিকোয়েন্সিসহ প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যে সামঞ্জস্য আনা হয়। এই গ্রিড সিনক্রোনাইজেশন এবং সংযোগের পর উৎপাদন বাড়িয়ে দেখা হয়, কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে কতটা স্থিতিশীলভাবে কাজ করে। প্রথমদিনের সংযোগের মধ্য দিয়ে রূপপুরের প্রথম ইউনিটে সেই পরীক্ষা শুরু হলো।

প্রথম দফায় ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন জানায়, প্রথম দফায় প্রায় ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা রয়েছে। এ সময় টারবাইন, জেনারেটর ও



গ্রিডের সঙ্গে সমন্বিত পরিচালনব্যবস্থার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে। এরপর কারিগরি পরীক্ষার জন্য প্রথম ইউনিটকে গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। প্রায় ২৮ ঘণ্টা বিরতির পর দ্বিতীয় দফায় ৪ থেকে ৬ ঘণ্টার জন্য আবার সংযোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

এই সময়সূচি প্রাথমিক দুই দফা পরীক্ষার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপগুলোতে পরীক্ষার প্রয়োজনে উৎপাদন বাড়ানো বা কমানো হবে। কোনো কোনো পরীক্ষার জন্য ইউনিটটি সাময়িকভাবে বন্ধও রাখা হবে। যতক্ষণ রূপপুরের বিদ্যুৎ গ্রিডে যাবে, ততক্ষণ তা গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে কাজে লাগবে। সরবরাহে ওঠানামার সময় জাতীয় গ্রিডের ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে পিজিবিপি।

বাণিজ্যিক সরবরাহ কবে

রূপপুর প্রকল্পের পরিচালক ড. মো. কবীর হোসেন জানান, প্রাথমিক পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলে পরবর্তী ধাপে যেতে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (বায়েরা) অনুমোদন নিতে হবে। অনুমোদন পেলে প্রথম ইউনিটকে আবার গ্রিডে যুক্ত করে পরীক্ষামূলক পরিচালনা বা 'ট্রায়াল অপারেশন' শুরু হবে। এ পর্যায়ে ধাপে ধাপে উৎপাদন বাড়িয়ে পারমাণবিক চুল্লি, টারবাইন, জেনারেটর ও স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাই করা হবে।

রাশিয়ান ঠিকাদার রোসাটমের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী, ১০ মাসের পরীক্ষামূলক পরিচালনাশেষে প্রথম ইউনিট থেকে পূর্ণ ক্ষমতায় বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা রয়েছে। এই মেয়াদ বায়েরার অনুমোদনের পর শুরু হওয়া পরীক্ষামূলক পরিচালনা পর্বের জন্য। প্রকল্প পরিচালকের তথ্য অনুযায়ী, এই ধাপ শেষে রোসাটমের কাছ থেকে প্রথম ইউনিট প্রাথমিকভাবে বুঝে নেবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। পরে সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিচালনার দায়িত্ব নেবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী জানুয়ারির মধ্যে প্রথম ইউনিটের উৎপাদন ধাপে ধাপে ১ হাজার ১০০ থেকে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াটে নেওয়ার চেষ্টা থাকবে। এটি পরীক্ষাকালীন উৎপাদনের লক্ষ্য। কোন ধাপে উৎপাদন কতটা বাড়ানো *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা ভাবছেন টিউলিপ - দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার কথা ভাবছেন যুক্তরাজ্যের সাবেক মন্ত্রী এবং ক্ষমতাচ্যুত ও পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিক। তার দাবি, ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে তার বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগ ছিল 'বিদ্বেষমূলক মামলা'।



বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। এতে বলা হয়েছে, ড. ইউনূসের ওই সরকারের আমলে টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যেসব অভিযোগ আনা হয়, সেগুলোর কারণেই গত বছর তাকে যুক্তরাজ্য সরকার থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

যুক্তরাজ্যের হ্যাম্পস্টেড ও হাইগেট আসনের এই সংসদ সদস্যের খালা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৫ বছর দায়িত্ব পালনকালে মানবতাবিরোধী অপরাধসহ বিভিন্ন অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন। আর টিউলিপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের অভিযোগ, শেখ হাসিনার সাবেক সরকারের কাছ থেকে তিনি (টিউলিপ) অবৈধ ও নিয়মবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন সুবিধা নিয়েছেন। *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

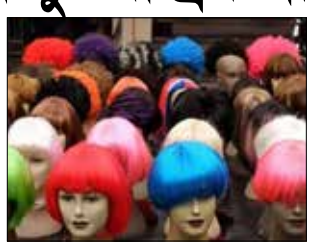


যুক্তরাষ্ট্রের ডিএফসি অর্থায়নের যোগ্য হলো বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থায়ন সংস্থা ইউএস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স করপোরেশনের (ডিএফসি) অর্থায়ন পাওয়ার যোগ্য দেশের তালিকায় আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। এর ফলে বাংলাদেশের জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও প্রযুক্তি খাতসহ বিভিন্ন উন্নয়ন *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

ঈশ্বরদী ইপিজেডে পরচুলা কারখানা স্থাপনে ৫০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ঈশ্বরদী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) পরচুলা বা (এডুকেশনাল হেয়ার ম্যানিকুইন হেড) উৎপাদনকারী শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য ৫০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে শতভাগ যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান- বিডি লেপাচু লিমিটেড।



এ লক্ষ্যে গতকাল শনিবার (১৪ নভেম্বর) ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে একটি জমি ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে কোম্পানিটি।

প্রকল্পটি পুরোদমে চালু হলে ২৯৫ জন বাংলাদেশি নাগরিকসহ মোট ৩০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি কারখানাটি থেকে প্রতি বছর প্রায় ৭০ লাখ ডলারের রপ্তানি আয় অর্জিত হবে।

চুক্তি অনুযায়ী, *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*



বাংলাদেশকে ৩০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেওয়ার কথা জানাল আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল

পরিচয় ডেস্ক: জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি সামলাতে বাংলাদেশের জন্য বড় অঙ্কের অনুদানের প্রতিশ্রুতি এসেছে। প্রস্তাবিত ৩০ মিলিয়ন ডলার উপকূলীয় এলাকার মানুষের নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার উন্নয়নে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাড়তে থাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি মোকাবিলায় বাংলাদেশের জন্য ৩০ মিলিয়ন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (সিআইএফ) থেকে এই অর্থ দেওয়ার কথা জানিয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশসহ ছয়টি দেশকে সমপরিমাণ অর্থ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) তুরস্কের আনতালিয়ায় চলমান জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ৩১-এর বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এ তথ্য জানান।

প্রতিমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী, জলবায়ু নিয়ে কাজ করা বাংলাদেশের তরুণদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এই সহায়তার প্রতিশ্রুতি আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সরকার আশা করছে, প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষ করে খুব শিগগিরই অর্থ ছাড় করা সম্ভব হবে। এই অর্থ কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়েও সরকারের পরিকল্পনার কথা *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

খুনী-সন্ত্রাসীদের পরিষ্কার জবাব দিতে হবে, এনাফ ইজ এনাফ, যথেষ্ট হয়েছে, আর না - প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান



পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, যে দেশে পালিয়ে গেছে, সেটা হলো তাদের প্রভু। সেই প্রভুদের খুশি করতে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তারা আবার অধিকার কেড়ে নিতে চায়। আবার তাদের গুম-খুনের রাজনীতি করার অধিকার দেবে না জনগণ। খুনী-সন্ত্রাসীদের পরিষ্কার জবাব দিতে হবে, এনাফ ইজ এনাফ (যথেস্ট হয়েছে, আর না)। বাংলাদেশের মানুষ আর গুম-খুনের রাজনীতিতে ফিরে যেতে চায় না।

গত বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) লালমনিরহাটের মহেন্দ্রনগর মণ্ডলেরহাটে 'মডেল খাল পুনঃখনন' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

চব্বিশের মতো সকল দল-মতের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, দেশ ও জনগনের ভাগ্যের পরিবর্তনে ফ্যাসিবাদবিরোধী সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, হত্যার রাজনীতি, তাবেদারি অপশক্তির বিরুদ্ধে জবাব দিতে হবে এনাফ ইজ এনাফ।

সরকার যখন সাধারণ জনগণের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছে, তখনই দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, যে সন্ত্রাসী মহল ষড়যন্ত্র করছে, তারা জনগণের বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে ১৬ বছর দেশে শাসন করেছে। মানুষের কথা বলার অধিকার, ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে।

দেশের মানুষ আর নিশিরাত-ডামি নির্বাচন চায় না

এ সময় প্রধানমন্ত্রী জানান, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে খুলনা থেকে পুরো রংপুর বিভাগে গ্যাস সংযোগ দেবে সরকার, যেন কলকারখানা তৈরি করে এই অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

চারটি ফ্লাইট দিয়ে শুরু হচ্ছে ঢাকার শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনালের কার্যক্রম জানালেন বিমানমন্ত্রী



পরিচয় ডেস্ক: ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল পর্যায়ক্রমিক পরিচালন পরিকল্পনার আওতায় আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে আংশিকভাবে কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে।

গত শনিবার (১৪ নভেম্বর) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি আগমনী এবং দুটি বহির্গামী ফ্লাইট পরিচালনার মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হবে। তিনি বলেন, 'সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে ১৬ ডিসেম্বর তৃতীয় টার্মিনালটি আংশিকভাবে চালু হবে। প্রাথমিকভাবে দুটি আগমনী ও দুটি বহির্গামী ফ্লাইট নিয়ে কার্যক্রম শুরু হবে।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'পরবর্তী সময়ে টার্মিনালটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর লক্ষ্য নিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম *বাকি অংশ ২১ পৃষ্ঠায়*

'সামরিক বিমানে' শেখ হাসিনার সম্ভাব্য দেশে ফেরা নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানাল ভারত



পরিচয় ডেস্ক: সামরিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্ভাব্য দেশে ফেরা নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে ভারত। পাশাপাশি বিষয়টিকে বারবার 'আইনি বিষয়' হিসেবে উল্লেখ করাটা কেবল প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সম্পর্কিত বলে স্পষ্ট করেছে দেশটি।

গত শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমি যখন আইনি বিষয়ের কথা বলেছি, তখন সেটি এর প্রত্যর্পণ অংশটুকু নিয়েই ছিল। আপনার প্রশ্নের অন্য অংশের বিষয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই।'

হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশ যেন একটি সামরিক বিমান পাঠায় এবং তার জন্য সুষ্ঠু বিচারের নিশ্চয়তা চেয়েছে ভারত- এমন প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে চাইলে জয়সওয়াল মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

এর আগে বৃহস্পতিবার বিবিসি বাংলা এক প্রতিবেদনে জানায়, নয়াদিল্লি থেকে হাসিনাকে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী নিক-ভারত এমনটি চায়। একই সঙ্গে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে তার মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ এবং নতুন করে বিচারের নিশ্চয়তাও *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*



ভারত কীভাবে শেখ হাসিনার পুনর্বিচার চায়, প্রশ্ন বাংলাদেশের চিফ প্রসিকিউটরের

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০২৪ সালে বাংলাদেশে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত গণহত্যার দায়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচার বাংলাদেশে সম্পন্ন হওয়ার পর ভারত কীভাবে পুনর্বিচারের পরামর্শ দেয়, সেই প্রশ্ন তুলেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, একই অপরাধে দ্বিতীয়বার বিচারের কোনো আইনগত সুযোগ নেই। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে পুনর্বিচারের বিধানও বর্তমানে কার্যকর নেই।

রোববার (১৫ নভেম্বর) বিকেলে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

চিফ প্রসিকিউটর বলেন, একবার বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর একই বিষয়ে আবার বিচার করার প্রক্রিয়াকে 'ডিনেবো ট্রায়াল' বা পুনর্বিচার বলা হয়। একসময় ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এ ধরনের বিচারের বিধান থাকলেও বর্তমানে তা বাতিল করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় ডিনেবো ট্রায়ালের বিধান বাতিল করা হয়েছে। একইভাবে আমাদের দেশেও এটি রহিত করা হয়েছে। পাকিস্তানেও নেই। এখন যে দেশে তারা এই চর্চা করে না, তারা আরেক দেশকে ডিনেবো ট্রায়ালের জন্য কীভাবে পরামর্শ দেয়? আমাদের এখানে ডিনেবো ট্রায়ালের কোনো পদ্ধতি নেই। তবে আপিলের বিধান আছে।'

ভারতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আমিনুল ইসলাম বলেন, ভারত সরকার শুরু থেকেই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলার বিচারপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত। তিনি ভারতের আশ্রয়ে রয়েছেন। বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর সময় ভারত কেন তাঁকে বাংলাদেশে ফিরে এসে বিচারের মুখোমুখি হতে বা *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*



Karnafully Tax Service

এর আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

FULL CARE HOME CARE

(ফুল কেয়ার হোম কেয়ার)

PCA | HHA

Licensed Home Care Services Agencies (LHCSAs)



Mohammed Hasem, EA, MBA
President & CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

WE ARE A LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

NYS Department of Health Licensed Home Care Services Agency (LHCSAs)

OUR SERVICES

PCA
(Personal Care Assistant)

HHA
(Home Health Aide)

WE SERVE

- Queens
- Nassau
- Suffolk

Queens Office
37-20 74th Street, 2nd Floor
Jackson Heights, NY 11372

Long Island Office
189 Sunrise Hwy, Suite 205
Rockville Centre, NY 11570

347-621-6640
CALL US TODAY

info@fullcare.com
www.fullcare.com

Fax:
347-338-6799



দজ্জালের ছায়া ও আমেরিকার আয়না



মহিউদ্দিন আহমদ

কোনো কোনো মানুষ ইতিহাসে জন্ম নেন না, ইতিহাস তাঁদের জন্ম দেয়। তাঁরা মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার আগেই সময়ের গভীর অন্ধকারে তাঁদের ছায়া তৈরি হতে থাকে। শত শত অপ্রকাশিত ক্ষোভ, অসংখ্য অপূর্ণ স্বপ্ন, নীরব অপমান, দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস এবং মানুষের হৃদয়ের গোপন ভয় একদিন এসে জড়ো হয় একটি নামের চারপাশে। তারপর সেই নাম আর কেবল একটি নাম থাকে না; তা হয়ে ওঠে একটি যুগের প্রতিধ্বনি। ডোনাল্ড ট্রাম্প তেমনই এক নাম। আর তাই তাঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মনে জেগে ওঠে আরেক নাম, বহু পুরোনো, বহু রহস্যময়। দজ্জাল।

দজ্জাল চরিত্রটিকে কোনো সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা সংগত নয়। কিন্তু কখনো কখনো এই ধরনের চরিত্র বাস্তবকে প্রতীকে রূপান্তরিত করে। মানুষের ভয়, বিভ্রম ও আকাঙ্ক্ষাকে রক্তমাংসের মানুষের শরীরে খুঁজে পায়। আমি সেই তুলনার সত্যতা যাচাই করব না; বরং সেই তুলনার জন্মের গল্প বলব। কারণ, প্রতিটি উপমার পেছনেও একটি ইতিহাস থাকে।

একটি দেশ আছে। তার নাম যুক্তরাষ্ট্র। তার কণ্ঠে বিজয়ের অহংকার, চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন, আর কাঁধে বিশ্বের নেতৃত্বের দায়িত্ব। মানুষ চাঁদে পৌঁছেছে তার হাত ধরে। ইন্টারনেট ছড়িয়ে পড়েছে তার মস্তিষ্ক থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি, চলচ্চিত্র, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি-সবকিছুর কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে এই দেশ।

দূর এশিয়ার কোনো গ্রামে, আফ্রিকার কোনো জনপদে কিংবা লাতিন আমেরিকার কোনো বস্তিতে বসেও মানুষ আমেরিকার দিকে তাকিয়ে ভাবে, ওখানেই বুঝি ভবিষ্যৎ বাস করে। কিন্তু মানুষের মতো দেশও কখনো কখনো একা হয়ে যায়। বাইরে যার মুখে হাসি, ভেতরে তার কান্না জমে থাকে। আমেরিকারও তেমনই হয়েছে।

ওয়াল স্ট্রিটের আকাশছোঁয়া লাভের নিচে অসংখ্য ছোট শহরের দীর্ঘশ্বাস চাপা পড়ে আছে। নিউইয়র্কের আলোয় ঝলমল করা রাতের বিপরীতে আছে মরিচাপড়া কারখানার নীরবতা। শ্রমিকেরা দেখছেন, তাঁদের সন্তানেরা আর আগের মতো নিরাপদ ভবিষ্যৎ পাচ্ছে না। মধ্যবিত্তেরা অনুভব করছেন, পৃথিবী যেন বদলে যাচ্ছে, কিন্তু সে পরিবর্তনের ভাষা তাঁদের নয়। আর সেই নীরব হতাশা, হেমন্তের ঝরা পাতার মতো, বছরের পর বছর জমতে থাকে। জমতেই থাকে। কেউ খেয়াল করে না।

প্রকৃতিতে ঝড় কখনো হঠাৎ আসে না। দিগন্তের ওপারে বহুদিন ধরে বাতাস জমে। আকাশে অদৃশ্যভাবে মেঘ তৈরি হয়। তারপর একদিন বজ্রপাতের শব্দে সবাই চমকে ওঠে। ট্রাম্প হলেন সেই বজ্রপাত। মানুষ তাঁর মধ্যে শৃঙ্খলা দেখেনি। দেখেছে উন্নাসিকতা, দেখেছে রাগ। দেখেছে এমন এক কণ্ঠস্বর, যে সভ্যতার ভদ্র মুখোশ ছিঁড়ে বলে উঠতে পারে, 'রাজা নগ্ন।'

ট্রাম্প রাজনীতিবিদের মতো কথা বলেন না। তিনি রাষ্ট্রনায়কের মতোও কথা বলেন না। মাঝেমধ্যে তিনি যেন কোনো বাণিজ্যিক সিনেমার প্রধান চরিত্র। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, সেই সিনেমাই কোটি মানুষের কাছে বাস্তবতার চেয়ে বেশি সত্য মনে হয়। কারণ, সত্য সব সময় তথ্যের মধ্যে বাস করে না। সত্য অনেক সময় মানুষের ক্ষতবিক্ষত অভিজ্ঞতার মধ্যে জন্ম নেয়।

দজ্জালের কাহিনিতে একটি বিষয় বারবার ফিরে আসে। ভ্রম। মায়া। বিভ্রান্তি। সে এমন এক শক্তির প্রতীক, যা মানুষকে বাস্তবতার অর্থ নিয়ে সন্দেহে ফেলে। ট্রাম্পের আবির্ভাবের সময়ও পৃথিবী যেন এক অদ্ভুত আয়নাঘরে প্রবেশ করেছে।

একই ঘটনা দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত সত্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি সংবাদ দেখে একদল মানুষ বলে, 'এটাই সত্য।' আরেক দল বলে, 'সবই ষড়যন্ত্র।' একই ছবি। একই ঘটনা। একই বক্তব্য। কিন্তু দুই পৃথিবী। দুই বাস্তবতা। দুই মহাবিশ্ব। যেন যুক্তরাষ্ট্র আর একটি দেশ নয়, বরং দুটি সমান্তরাল গ্রহ। এক গ্রহে ট্রাম্প নায়ক। অন্য গ্রহে তিনি বিপদ। এক গ্রহে তিনি মুক্তিদাতা। অন্য গ্রহে তিনি গণতন্ত্রের জন্য ঝড়ের সতর্কবার্তা।

গণতন্ত্রকে অনেকেই একটি দুর্গ মনে করেন। কিন্তু আসলে গণতন্ত্র দুর্গ নয়। গণতন্ত্র একটি বাগান। তাকে প্রতিদিন পরিচর্যা করতে হয়। আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। মাটি উর্বর রাখতে হয়। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*



কেন হাসিনাকে ফেরত চায় না ঢাকা



ডেভিড বার্গম্যান

শেখ হাসিনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তার দেশে ফেরার চেষ্টা এক অতি চতুর রাজনৈতিক কৌশল।

প্রথমত, এর মাধ্যমে তিনি আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন। দ্বিতীয়ত, কারাবরণ, এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি নেওয়ার মধ্য দিয়ে তাকে সাহসী ও আত্মত্যাগী হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

তৃতীয়ত, এর ফলে সমর্থকরা তার 'সাহসিকতার' সঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাহসিকতার তুলনা করার সুযোগ পাবে। কেননা, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে তারেক রহমান দেশে ফিরে কারাবরণের ঝুঁকি নেননি। চতুর্থত, এর মাধ্যমে তিনি আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের কাছে অনুগত ও সহমর্মী হিসেবেও উপস্থাপিত হবেন। কারণ, তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, তার কর্মী-সমর্থকদের অধিকার লঙ্ঘন ও দুর্ভোগের কারণেই তিনি দেশে ফিরতে চান।

পঞ্চমত, হাসিনার অনুপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) চলা বিচারপ্রক্রিয়ায় তিনি দণ্ডিত হয়েছেন। ফলে আইসিটি ও তার বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে আরও বেশি সমালোচনার সুযোগ তৈরি করতে পারেন হাসিনা ও আওয়ামী লীগ।

ষষ্ঠত এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হাসিনার দেশে ফেরা বিএনপি সরকারকে অত্যন্ত কঠিন অবস্থানে ফেলে দেবে। আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার চায়, হাসিনা দেশে ফিরে আদালতের রায় অনুযায়ী দণ্ডের মুখোমুখি হন। কিন্তু বাস্তবে তার ফিরে আসাই হতে পারে সরকারের সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়। কারণ, তখন সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে, নাকি আপিল কিংবা রাষ্ট্রপতির ক্ষমার মাধ্যমে সেটা এড়ানোর পথ খুঁজবে।

তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের জন্য জনগণের তরফে ব্যাপক দাবি উঠবে। মানুষ এ কথাও তুলে ধরবে যে, ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার জামায়াতে ইসলামীর পাঁচ নেতা ও বিএনপির এক নেতার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিল। যে ট্রাইব্যুনাল তাদের দণ্ডিত করেছিল, সেই একই ট্রাইব্যুনাল এখন হাসিনাকেও দণ্ডিত করেছে।

তবে সরকার এটাও জানে, দেশে এখনো আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্য সমর্থন রয়েছে। হাসিনার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে দেশে বিস্ফোরক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যার সম্ভব্য পরিণতি অনুমান করা কঠিন এবং সেটা দেশ ও ক্ষমতাসীন বিএনপি উভয়ের জন্যই বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক কিংবা তাকে কারাগারে রাখা হোক, প্রায় নিশ্চিতভাবেই আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ নতুন করে জোরালো হয়ে উঠবে। সরকার এসব বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করলে দমন-পীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও ঘটতে পারে।

এর সঙ্গে রয়েছে তার পরিচয়ের বিষয়টি। হাসিনা যত অপকর্মই করুক, তার যত অপরাধই থাকুক, বিএনপি সরকার কি সত্যিই দেশের স্বাধীনতার নেতা এবং ১৯৭৫ সালে সপরিবারে নিহত শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়েকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারবে? বিষয়টি কল্পনা করাও কঠিন। তাকে মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মহল থেকেও সরকার প্রবল চাপের মুখে পড়বে। ভারত থেকে তো বটেই, অন্য আরও অনেক দেশ থেকেও এই চাপ আসতে পারে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলবে, বিচার কার্যক্রমে যিনি অংশই নেননি এবং যেখানে তার আপিলের অধিকারও হয়তো আর নেই, সেই বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ন্যায়বিচারের অধিকার লঙ্ঘনের অত্যন্ত গুরুতর উদাহরণ।

তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিলেও ঝুঁকি বাড়বে। শাহবাগে 'গণজাগরণ মঞ্চ'র মতো আরেকটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে, যার পরিপ্রেক্ষিতে হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে রাজপথে নেমে আসবেন লাখো মানুষ এবং সরকার পড়বে গুরুতর অস্থিতিশীলতার মুখে।

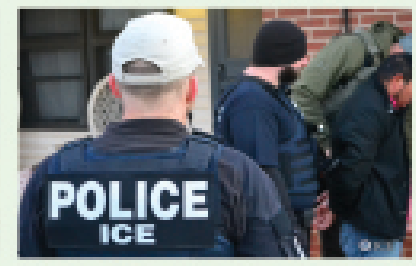
কাজেই দেশে ফেরার ঘোষণা দিয়ে হাসিনা আবারও নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন এবং সরকারকে এমন এক সমস্যায় ফেলেছেন, যার সহজ সমাধান নেই। একইসঙ্গে তিনি এমন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার আশঙ্কাও তৈরি করেছেন, যেটাকে কাজে লাগানোর *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন









বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

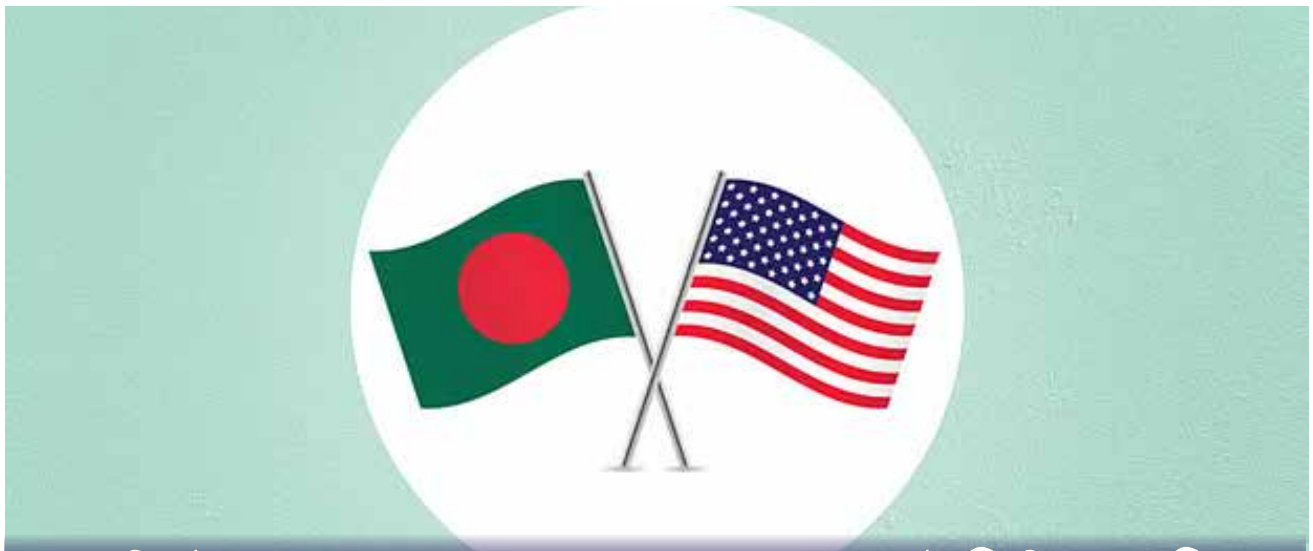


লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM



ওয়াশিংটনের নতুন ভারসাম্য, ঢাকার কূটনীতির পরীক্ষা



এম কবির হাসান

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট-দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ফলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাকি মেয়াদে তাঁর প্রশাসনকে আরও জোরালো কংগ্রেসীয় তদারকির মুখে পড়তে হবে। বাংলাদেশের জন্য এই পরিবর্তনের অর্থ কী? শুল্ক কমবে, বাণিজ্যচুক্তি বদলাবে, কিংবা ওয়াশিংটনের নীতিতে রাতারাতি বড় মোড় আসবে-এমন প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয়। বরং এই ফল বাংলাদেশের সামনে একটি কঠিন কিন্তু জরুরি প্রশ্ন এনেছে: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কি আমরা ব্যক্তি ও তাৎক্ষণিক দর-কষাকষির ওপর দাঁড় করাব, নাকি দীর্ঘমেয়াদি, প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তুলব?

মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর কংগ্রেস প্রশাসনের নীতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে শুনানি, তদন্ত এবং বাজেট আলোচনার মাধ্যমে চাপ বাড়াতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ বদলালেই প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় না। বিশেষ করে বাণিজ্য ও বৈদেশিক নীতিতে হোয়াইট হাউসের হাতে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা থাকে। তাই নতুন কংগ্রেসকে বাংলাদেশের জন্য স্বয়ংক্রিয় নীতি পরিবর্তনের নিশ্চয়তা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। নির্বাচনের ফল ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক পরিবেশ বদলেছে; সেই পরিবেশ বাংলাদেশের পক্ষে কাজে লাগবে কি না, তা নির্ভর করবে আমাদের প্রস্তুতি ও কূটনৈতিক দক্ষতার ওপর।

বাণিজ্য সম্পর্কই এর সবচেয়ে তাৎক্ষণিক পরীক্ষা। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিবাজার, বিশেষ করে তৈরি পোশাকের জন্য। এ বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি দুই দেশ পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তিতে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ১৯ শতাংশ শুল্কের কথা রয়েছে; কিছু পণ্যের জন্য শূন্য শুল্কের ব্যবস্থাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার জন্য দুই দেশের প্রযোজ্য আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে লিখিতভাবে তা জানানোর কথা। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের নথিতেও এই শর্ত রয়েছে। তাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া আর তার সব বিধান বাস্তবে কার্যকর হওয়া এক বিষয় নয়। বর্তমান অবস্থা যাচাই করে, স্বচ্ছভাবে, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসে শুল্কনীতি ও বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে প্রশাসনের ওপর নজরদারি বাড়তে পারে। এতে বাংলাদেশের জন্য আলোচনার কিছু সুযোগ তৈরি হতে পারে-বিশেষত অনিশ্চয়তা কমানো, বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং পোশাকশিল্পের প্রতিযোগিতার শর্ত নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রধান দলই নিজেদের শ্রমিক ও শিল্পের স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়। ফলে শুধু রাজনৈতিক দল বদলেছে বলে বাংলাদেশ বিশেষ ছাড় পাবে, এমন ধারণা দুর্বল। আমাদের আলোচনায় তথ্য, বাজারের বাস্তবতা, কর্মসংস্থান এবং পারস্পরিক সুবিধার যুক্তি থাকতে হবে। রপ্তানিবাজারে প্রবেশাধিকার চাইলে শ্রম অধিকার, কারখানার নিরাপত্তা ও পরিবেশগত মানের অগ্রগতিও দেখাতে হবে।

এখানে বাংলাদেশের স্বার্থকে কেবল মার্কিন প্রত্যাশার সঙ্গে মেলানোর প্রশ্ন নেই। শ্রমিকের অধিকার, ন্যায়সংগত মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং আইনের শাসন-এসব আমাদের অর্থনীতির সক্ষমতা ও নাগরিকের মর্যাদার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। একইভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেশের স্থিতিশীলতার ভিত। এসব ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য অগ্রগতি থাকলে তা বিদেশি অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনায়ও বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে; তাই কূটনৈতিক যোগাযোগের পাশাপাশি দেশীয় বাস্তবতারও উন্নতি জরুরি।

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক শুধু বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গার মানবিক সহায়তা, মিয়ানমারের সংকট, বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীলতা-সবই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কংগ্রেসের বাজেট ও তদারকি এসব বিষয়ে প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু নির্বাচনের ফলেই সহায়তা বাড়বে-এমন নিশ্চয়তা নেই। রোহিঙ্গা সংকটকে বাংলাদেশের একার বোঝা হিসেবে নয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*



এআই সাম্রাজ্য: এক নতুন বিশ্বব্যবস্থার উত্থান ও পতন

নিয়াল ফার্গুসন, লিসা ক্লাসেন এবং এরিক শ্মিট

মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেকেই এমন এক জিনিস তৈরি করে ফেলেছে, যাকে ভবিষ্যৎ ইতিহাসবিদরা নতুন ধরনের সাম্রাজ্য বলে মনে করতে পারেন। তাদের এই আধিপত্য কেবল কোনো ভূখণ্ড, বাণিজ্যপথ বা আকাশসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন জ্ঞানের ওপর বিস্তার লাভ করেছে।

লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম), চিপ, ভৌত অবকাঠামো এবং মূলধন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বেইজিং ও ওয়াশিংটন কেবল অর্থনৈতিক পারদর্শিতা এবং শক্তি প্রদর্শনের নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে না, বরং তারা ভবিষ্যতের সব বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির শর্তও নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

সাম্রাজ্যের ইতিহাস আমাদের এক সতর্কবার্তা দেয়। অন্য কোনো শক্তির অনুপস্থিতিতে সাম্রাজ্যগুলো কেবল বাইরের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বা সীমান্তের শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হয় না। বেশির ভাগ সময় তারা ব্যর্থ হয়, কারণ তাদের এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করতে গিয়ে বস্তুগত সম্পদ, জনগণের সম্মতি কিংবা অভিজাত শ্রেণির আনুগত্য-সবই নিঃশেষ হয়ে যায়।

কেন্দ্রের পক্ষে তখন আর প্রান্তিক অঞ্চলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয় না। এই ব্যর্থতা হতে পারে আর্থিক, যেমনটি হয়েছিল ১৯৪৫ সালের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে; আবার এই ব্যর্থতা হতে পারে প্রাতিষ্ঠানিক, যেমনটি হয়েছিল উনিশ শতকের শেষভাগে কিং রাজবংশের ক্ষেত্রে।

অথবা এই পতন হতে পারে প্রযুক্তির কারণে। ১৯০৬ সালে রয়্যাল নেভির 'ড্রেডনট' নামক যুদ্ধজাহাজ যুক্তরাজ্যকে বিশাল কামানবিশিষ্ট প্রথম সর্বাধুনিক নৌবহর এনে দিয়েছিল, তবে এটি একই সঙ্গে তাদের আগের সব নৌবহরকে রাতারাতি অপ্রচলিত বানিয়ে দেয়।

হঠাৎ করে এই একটি বড় প্রযুক্তিগত আবিষ্কার জার্মানির মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর জন্য পথ খুলে দেয় এবং ব্রিটেনের শত বছরের অর্জিত সুবিধাকে নিমেষেই ধূলিসাৎ করে দেয়।

এআই মূলত দুইভাবে 'সাম্রাজ্যসম'। একদিকে এআই প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগেই চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সাম্রাজ্যের মতো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত বেইজিং তাদের শিল্প ও সরবরাহ শৃঙ্খলের আধিপত্যের পাশাপাশি বিশ্বের বৃহত্তম নৌবাহিনী পরিচালনা করছে এবং আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর ভৌত ও ডিজিটাল অবকাঠামোর ওপর দিন দিন তাদের নিয়ন্ত্রণ শক্ত করছে।

এই দুই দেশের জন্যই এআই হলো তাদের বিদ্যমান ক্ষমতাকে আরও সম্প্রসারিত করার একটি বড় মাধ্যম।

তবে এআই স্বভাবগতভাবেই একটি সাম্রাজ্যবাদী উপাদান। যারা এই ফ্রন্টিয়ার মডেল বা সর্বাধুনিক এআই প্রযুক্তি তৈরি ও নিয়ন্ত্রণ করবে, তারা বৈশ্বিক উদ্ভাবন, উৎপাদন, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং সার্বিকভাবে মানুষের চিন্তা জগতের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যাবে।

যেভাবে রৌপ্য একসময় হাবসবার্গ স্পেনকে সমৃদ্ধ করেছিল এবং খনিজ তেল 'আমেরিকান শতাব্দী'র রূপরেখা তৈরি করেছিল, ঠিক তেমনই এই নতুন প্রযুক্তি কেবল এর আধিপত্যকারীদের সমৃদ্ধই করবে না, বরং এমন এক মৌলিক 'অপারেটিং সিস্টেম' প্রদান করবে, যার ওপর পুরো বিশ্বকে বাধ্য হয়ে নির্ভর করতে হবে।

যেকোনো আগের সাম্রাজ্যের চেয়ে এই এআই সাম্রাজ্যকে যা আলাদা করে তা হলো এর লক্ষ্য নয়, বরং এর দ্রুতগতি। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, সাম্রাজ্যের গতিপথ পুরো এক শতাব্দী বা সহস্রাব্দজুড়ে ঘটত। কিন্তু আজ সেই প্রক্রিয়াটি ঘটছে মেশিনের গতিতে।

ঘাটতি নিশ্চিত করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন

একটি সাম্রাজ্য কেবল একটি পরাশক্তি হওয়ার চেয়েও অনেক বড় কিছু। এটি এমন এক শাসনব্যবস্থা যার কর্তৃপক্ষ ও প্রভাব কোনো জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সম্মতি ছাড়াই বিশাল ভূখণ্ড এবং জনগণের ওপর বিস্তৃতি লাভ করে। ইতিহাসে দেখা যায়, সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ শাসন কাঠামো, সম্পদ নিয়ন্ত্রণের ধরন কিংবা কর্তৃত্ব বজায় রাখার উপায়ে অনেক পার্থক্য ছিল। তা সত্ত্বেও ক্ষমতার মূল রূপরেখা কখনো বদলায় না-কেন্দ্র আদেশ দেয়, আর প্রান্তিক অঞ্চল তা মেনে চলে।

অবশ্য যেকোনো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে টিকে থাকতে হলে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক সিটিতে মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

মওলানা ভাসানী এখন আর রাজনীতিক নন, তিনি একটি আদর্শে পরিণত হয়েছেন বললেন জহির উদ্দিন স্বপন এমপি

পরিচয় ডেস্ক: 'মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র উদ্যোগে আলোচনা সভা আরদোয়া মাহফিলের মধ্যদিয়ে নিউইয়র্ক সিটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিক, আফ্রো-এশিয়ার গণমানুষের অধিকার আদায়ের অবিসম্বাদিত মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ৫০তমমৃত্যুবাষিকী পারিত হয়েছে। মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটিরজ্যাকসন হাইটসের সানাই রেষ্টুরেন্ট পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও সাবেক তথ্য মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন এমপি।

সভায় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে মওলানার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনছাড়াও জাতীয়ভাবে ভাসানী পুরষ্কার প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয়েছে।

সভায় প্রধান আলোচক জহির উদ্দিন স্বপন এমপি বলেন, মওলানা ভাসানী এখন আর রাজনীতিক নন, তিনি একটি আদর্শে পরিণত হয়েছেন। তার আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অতীতের মতো বর্তমান বিএনপি সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, উত্তরসূরী হিসেবে মওলানার ধানের শীর্ষ বহন করে চলেছে বিএনপি। জহির উদ্দিন স্বপন আরো বলেন, মওলানা ভাসানী এমন একজন নেতা যার আদর্শ সকল দল ও নেতার আদর্শ হতে পারে। ভাসানী ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের নেতা, অভিভাবক। তিনি বলেন, মওলানা ভাসানীযে আদর্শের রাজনীতি করতেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়াসেই রাজনীতির অনুসারী ছিলেন। তাঁদের উত্তরসূরী হিসেবে বিএনপি'র চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সেইআদর্শই সমুন্নত রেখে চলেছেন। মওলানার ধানের শীষ, বিএনপি'র ধানের শীষ। তিনি ভাসানী ফাউন্ডেশনেরকর্মকান্ডকে স্বাগত জানিয়ে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে আরো গবেষণা করতে হবে তার বুদ্ধিবিত্তিক রাজনৈতিকচিন্তা-চেতনা আর দর্শন নিয়ে গবেষণা করতে হবে, মওলানাকে জানতে হবে এবং জানাতে হবে। এর আগে তিনি ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটও উদ্বোধনকরেন।

সভার সভাপতি আলী ইমাম শিকদার জহির উদ্দিন স্বপন এমপি-কে ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করার পর তিনি আলী ইমামকে তার নেতা হিসেবে উল্লেখ করে প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করেন। এসময় তিনি বলেন, আমরা যখন ছাত্র তখন আমাদের নেতা ছিলেন আলী ইমাম ভাই সহ আরো অনেকেই।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় পার্টি(কাজী জাফর)-এর কেন্দ্রীয় মহাসচিব কাজী মোহাম্মদ নাহিদ। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবংশেষে মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়্যুম। সভায় রাষ্ট্রীয়ভাবে জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন ছাড়াও জাতীয়ভাবে "ভাসানী পুরষ্কার" প্রবর্তনের দাবী সহ ৮ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পাঠ করে প্রধানমন্ত্রী তারেকরহমানের কাছে দাবীগুলো তুলে ধরার জন্য তার কপি জহির উদ্দিন স্বপনের কাছে হস্তান্তর এবং ওয়েবসাইট-এর বিস্তারিত তুলে ধরেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর।





















সভায় মওলানা ভাসানীর উপর রচিত মরহুম আতিকুর রহমান ইউসুফজাইয়ের (সালু) লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এম এ সাদেক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব এস এম ফেরদৌস।

সভায় মওলানা ভাসানীর উপর স্মৃতিচারণ করে আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক মনজুর আহমদ, ফাউন্ডেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের, সিনিয়র সাংবাদিক তাসের মাহমুদ, সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক, মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের এপিএস আজিজুর রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সহ সভাপতি মোস্তফা করিম ফরিদ। নতুন প্রজন্মের সাইফান নিহান মওলানা ভাসানীর উপর ইংরেজিতে নিজের লেখা নিবন্ধ পাঠ করেন যা উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সভায় অপর বক্তারা বলেন, মওলানা ভাসানী কখনো ক্ষমতার রাজনীত করেননি। তিনি ক্ষমতায় না থেকেও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান আর জিয়াউর রহমান থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের সকল নেতাই তাকে সম্মানও সমীহ করতেন। তার তুলনা তিনি নিজেই। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের চলমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকপ্রেক্ষাপটে তাঁর মতো নেতার বড় প্রয়োজন। বক্তারা মওলানা ভাসানীকে বাঁচিয়ে রাখতে তার স্মৃতি চিহ্ন সংরক্ষণ সহতাঁর নবুবিয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবী জানান।

ফাউন্ডেশনের স্মারকলিপির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে উত্থাপিত দাবীগুলোর মধ্যে রয়েছে: মওলানাভাসানীর মৃত্যুদিন ১৭ নভেম্বরকে জাতীয় দিবস ঘোষণা, স্বাধীনতার অন্যতম স্বপ্নদ্রস্টা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তাঁর নামে নামকরণ, মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক গবেষণা ও স্মৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, জাতীয়পাঠ্যক্রমে তাঁর জীবন ও দর্শন অন্তর্ভূক্তি, রাষ্ট্রীয়ভাবে জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও প্রচার এবংমওলানা ভাসানী পদক প্রবর্তন।

সভায় সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, এটিএন বাংলা ইউএসএ'র পরিচালক ফখরুল আলম, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া, ফাউন্ডেশনের অন্যতম উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, শেখসিরাজুল ইসলাম, সহ সভাপতি কাজী আযম, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, সাপ্তাহিক প্রথম আলো'র নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুরুল হক সহ বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিক এবং দলমত নির্বিশেষে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।




গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইংক্ এর আয়োজনে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দাবা প্রতিযোগিতা ২০২৬

পরিচয় ডেস্ক: গত ৮ই নভেম্বর রবিবার নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইংক্ এর আয়োজনে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দাবা প্রতিযোগিতা ২০২৬। কানাডাসহ আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট ও শহর থেকে ২৪জন প্রতিযোগী এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই প্রতিযোগী ছিল বাংলাদেশের সাবেক জাতীয় দাবা খেলোয়াড়। এছাড়াও স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরাও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সকাল ঠিক ১১.৩০ মিনিটে সংগঠনের সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন সোসাইটির কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এই প্রতিযোগিতা দুই গ্রুপে পাঁচ রাউন্ডে সম্পন্ন হয়। সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেয়ে কানাডা থেকে আগত প্রতিযোগী ও বাংলাদেশের সাবেক জাতীয় দাবা খেলোয়াড় ও খুলনার কৃতিসন্তান খন্দকার কয়েস হাসান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার










গৌরব অর্জন করে। পুরস্কার হিসেবে পান নগদ ৫০০ ইউএস ডলার, ক্রেস্ট, সংগঠনের টাই ও সার্টিফিকেট। ১ম রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন খুলনার আরেক কৃতি সন্তান এবং এই সংগঠনেরই ক্রীড়া সম্পাদক ও বাংলাদেশের জাতীয় দাবার ফিদেমাষ্টার মোঃ শাহীনুর হোসেন। পুরস্কার হিসেবে পান নগদ ৩০০ ইউএস ডলার, ক্রেস্ট, টাই ও সার্টিফিকেট। ২য় রানার্সআপ হন হাডসন শহর থেকে আগত বাংলাদেশের সাবেক জাতীয় দাবাড়ু মাহবুব আলী। তিনি পুরস্কার হিসেবে পান নগদ ২০০ ইউএস ডলার, ক্রেস্ট, টাই ও সার্টিফিকেট।

নগদ অর্থ পুরস্কার স্পন্সর করেছেন প্রথম পুরস্কার ৫০০ ইউএস ডলার ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন সভাপতি জনাব দুলাল বেহেদু। দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০০ ইউএস ডলার স্পন্সর করেছেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ-র সভাপতি জনাব মঈনুল ইসলাম।

তৃতীয় পুরস্কার ২০০ ইউএস ডলার স্পনসর করেছেন বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর ট্রেজারার জনাব মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি। প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সাবেক সাধারন সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক দাবা বিচারক জনাব শাহীনুল ইসলাম মুকুল। সহকারী বিচারক হিসেবে ছিলেন সাবেক আন্তর্জাতিক দাবা বিচারক জনাব মোঃ আলমাসুর রহমান এবং জনাব আজাদ। উপস্থিত সকল খেলোয়াড় ও অতিথিবৃন্দকে সকালের, নাস্তা, দুপুরের খাবার ও বৈকালিক নাস্তা এবং চা পরিবেশন করা হয়।

পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দাবা টুর্নামেন্টের কো-অর্ডিনেটর জনাব শেখ ফারুকুল ইসলাম এবং তাকে সহযোগিতা করেন অপর কো-অর্ডিনেটরবৃন্দ যথাক্রমে শেখ সবুর, মোঃ আনারুল হক ও ইসমত জাহান পপি। এছাড়াও আয়োজনটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন টুর্নামেন্টের চিফ কো-অর্ডিনেটর সৈয়দ এনায়েত আলী এবং তাকে সহায়তা করেন সোসাইটির ক্রীড়া সম্পাদক ও গেম কো-অর্ডিনেটর মোঃ শাহীনুর হোসেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা জনাব ডাঃ খন্দকার মাসুদুর রহমান এমডি।

গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী জনাব দুলাল বেহেদু। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সন্মানিত সভাপতি জনাব কাজী তোফায়েল ইসলাম, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রেজারার জনাব মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, কুমিল্লা কিংস ক্রিকেট টিমের কর্ণধার সাইদুল ইসলাম রিয়াদ এবং আসিয়া আক্তার। পুরস্কার বিতরন শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আগামী দিনে এ ধরনের আরও প্রতিযোগিতার আয়োজনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সংগঠনটির সভাপতি জনাব ওয়াহিদ কাজী এলিন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে



বারী চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ওমরাহ পালন, পবিত্র মক্কার পথে বাংলাদেশের পাঁচ স্বপ্নযাত্রী

পরিচয় ডেস্ক: বারী চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবের মক্কা নগরীর পথে যাত্রা শুরু করেছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত পাঁচজন সৌভাগ্যবান ওমরাহযাত্রী। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী থেকে এই পাঁচজনকে নির্বাচন করা হয়েছে। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তাঁদের কারও পক্ষেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পবিত্র ওমরাহ পালনের স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জীবনে কখনো ঢাকায় আসেননি, এমনকি বিমানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও তাঁদের ছিল না। দীর্ঘদিনের সেই স্বপ্ন এবার বাস্তবে রূপ নিয়েছে বারী চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের মানবিক উদ্যোগে। জীবনের প্রথমবারের মতো বিমানযাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁরা এখন পবিত্র মক্কার পথে।

ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ ওমরাহ সফরের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হচ্ছে। পাসপোর্ট ও ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা থেকে শুরু করে বিমান টিকিট, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা, খাবার এবং পুরো সফরে সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য অভিজ্ঞ গাইডের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সব দায়িত্ব পালন করছে বারী চ্যারিটি ফাউন্ডেশন। ঢাকায় একত্রিত হওয়ার পর তাঁরা হোটেল থেকে পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

এ প্রসঙ্গে বারী চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আসেফ বারী তাঁদের এই পবিত্র সফরের জন্য দেশবাসীর কাছে বিশেষ দোয়া কামনা করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মহান আল্লাহ যেন তাঁদের সফর নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করেন, যথাযথভাবে ওমরাহ পালনের তাওফিক দান করেন, তাঁদের ইবাদত কবুল করেন এবং সুস্থতার সঙ্গে দেশে ফিরিয়ে আনেন। পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের এই মানবিক উদ্যোগটুকুও যেন মহান আল্লাহ কবুল করেন।

বারী চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় ওমরাহ পালনের জন্য নির্বাচিত পাঁচজন হলেন: মো. আইনুদ্দিন, জলঢাকা, নীলফামারী। কেরামত আলী ফকির, মোল্লাহাট, বাগেরহাট। আল আমিন গাজী, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর। মনোয়ার হোসাইন মুকুল, গঙ্গাচড়া, রংপুর। আব্দুল জব্বার, কুড়িগ্রাম। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে।

চারটি ফ্লাইট দিয়ে শুরু হচ্ছে ঢাকার শাহজালালের তৃতীয়

১৫ পৃষ্ঠার পর

অব্যাহত থাকবে।' বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)-এর সম্মেলন কক্ষে টার্মিনালের উদ্বোধন ও কার্যক্রম শুরু বিষয়ক এক প্রস্তুতি সভায় বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন বলে মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। সভায় প্রয়োজনীয় ইমিগ্রেশন বুথ চালু, ব্যাগেজ বেল্ট ও প্রয়োজনীয় স্ক্যানার স্থাপন, ট্রায়াল অপারেশন (পরীক্ষামূলক পরিচালনা) চালানো এবং বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অংশীজনেরা প্রস্তুতির বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের মতামত বিনিময় এবং টার্মিনালটি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো চিহ্নিত করেন।

মিল্লাত বলেন, তৃতীয় টার্মিনালটি কার্যকরী করা বর্তমান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিজ নিজ দায়িত্ব শেষ করার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'নির্ধারিত সময়ে তৃতীয় টার্মিনালের কার্যক্রম শুরু নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।'

মন্ত্রী বলেন এ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সকলের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় টার্মিনালটি আজ কার্যক্রম শুরুর পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

তিনি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, অংশীজনদের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার মাধ্যমে আগামী ১৬ ডিসেম্বর উদ্বোধনের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

ইনভেস্ট বাংলাদেশ অথরিটির চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন, ঢাকা-১৮ আসনের সংসদ সদস্য এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী গিয়াস উদ্দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন সচিব ড. নুরুন্নাহার চৌধুরী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান আহসান হাবিব এবং মন্ত্রণালয়, বেবিচক ও জাপানি কনসোর্টিয়ামের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।





নিউ ইয়র্ক সিটিতে মরহুম আব্দুল খালিক লালু ও মরহুম আলতাফ হোসেন এর স্মরণে শোক সভা ও দোয়া মাহফিল

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উপদেষ্টা মরহুম আব্দুল খালিক লালু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মরহুম আলতাফ হোসেন এর স্মরণে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জনাব আবু সাইয়িদ এর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল এর সঞ্চালনায় শোক সভার কার্যক্রম শুরু হয়। শোক সভায় বিপুল সংখ্যক জাতীয় পার্টির নেতা কর্মী সমর্থক সহ বিভিন্ন পর্যায়ের মরহুম



আব্দুল খালিক লালু ও মরহুম আলতাফ হোসেন এর গুনগ্রাহিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল, উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, সহ-সভাপতি এস এম ইকবাল, সহ-সভাপতি নুর ইসলাম বর্ষন, সাংগঠনিক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নুর, কোষাধ্যক্ষ আবুল কাশেম চৌধুরী, জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি আব্দুল কাদির লিপু, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এন এস এন রুবেল সহ অনেকেই।

বক্তারা মরহুম লালু ও মরহুম আলতাফ হোসেনের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। বক্তারা আরো বলেন তাদের মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি তথ্য বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির এক বিরাট ক্ষতি হয়েছে। বক্তব্য বলেন, এই দুই নেতা নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কাজ করে গেছেন এবং তাঁদের ধ্যান ধারণায় সব সময় দেশের ও জাতীয় পার্টির উন্নয়নের কথা চিন্তা করেছেন। সভা শেষে উপদেষ্টা মরহুম আবুল খালিক লালু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিডে প্রথম বার পারমাণবিক বিদ্যুৎ

১৪ পৃষ্ঠার পর

যাবে, তা নির্ভর করবে পরীক্ষার ফল ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদনের ওপর।

দুই ইউনিটের নিট ক্ষমতা ২ হাজার ১৬০ মেগাওয়াট

রাশিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। দুটি ইউনিট নির্মাণ করছে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু সংস্থা রোসাটমের সহযোগী প্রতিষ্ঠান অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্ট। প্রতিটি ইউনিটের মোট উৎপাদনক্ষমতা ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। দুই ইউনিট মিলিয়ে মোট ক্ষমতা ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান (চলতি দায়িত্ব) ড. এম মইনুল ইসলাম, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (বিএইআরএ) চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের (এনপিসিবিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জাহেদুল হাসান, প্রকল্প পরিচালক ড. মো. কবীর হোসেন। সংবাদসুত্র দৈনিক ইত্তেফাক

ভারত কীভাবে শেখ হাসিনার পুনর্বিচার চায়, প্রশ্ন

১৫ পৃষ্ঠার পর

যথাসময়ে আপিল করতে পরামর্শ দেয়নি, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, 'তখন তাদের এই অতিথিকে কেন পরামর্শ করলেন না যে আপনি বাংলাদেশে যান, গিয়ে বিচার মোকাবিলা করেন। কিংবা কেন বললেন না যে আপনি সময়মতো গিয়ে আপিল করেন। তা না করে আপিলের সময় পার করলেন, বিচারের সময় পার করলেন। এখন এসে আবার আমাদের পরামর্শ করছেন যে আপনি ডিনেবো ট্রায়াল করেন, অর্থাৎ পুনর্বিচার করেন।' ভারতের এ ধরনের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, একই অপরাধে দ্বিতীয়বার বিচার করার আইনগত কোনো সুযোগ নেই। শেখ হাসিনার আপিলের সুযোগ সরকার বা চিফ প্রসিকিউটর কেউ দিতে পারবেন না। এটি সম্পূর্ণ আইনের বিষয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন-১৯৭৩-এর প্রসঙ্গ তুলে আমিনুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারই এ আইন প্রণয়ন করেছিল। ২০১০ সালে তাদের সরকার এ আইনের অধীনে বিচারপ্রক্রিয়া পরিচালনার বিধিমালা তৈরি করে। ২০২৪ সালের আগ পর্যন্ত এই আইন ও বিধিমালা অনুসারেই ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।



খান'স টিউটোরিয়ালের শিক্ষার্থীরা ২০২৬ সালের নিউ ইয়র্ক স্টেট পরীক্ষায় ৪৭৫টি 'লেভেল ৪' স্কোর অর্জন করেছে

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির টেস্ট প্রস্তুতি ও টিউটরিং প্রতিষ্ঠান 'খান'স টিউটোরিয়াল'-যা ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিবারগুলোকে সেবা দিয়ে আসছে-আজ ঘোষণা করেছে যে, তাদের শিক্ষার্থীরা ২০২৬ সালের নিউ ইয়র্ক স্টেট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর্টস (ELA) এবং গণিত পরীক্ষায় (তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি) মোট ৪৭৫টি 'লেভেল ৪' স্কোর অর্জন করেছে। 'লেভেল ৪' হলো স্টেট পরীক্ষার সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স স্তর, যা সেইসব শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় যারা তাদের শ্রেণি-স্তরের মানদণ্ডকে ছাড়িয়ে যায়। যেসব শিক্ষার্থীর পরিবার তাদের স্কোর জানিয়েছে, তাদের মধ্যে ৮৯% শিক্ষার্থী ELA-তে এবং ৯০% শিক্ষার্থী গণিতে দক্ষতা (প্রফিসিয়েন্সি) প্রদর্শন করেছে।

নিউ ইয়র্কের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং বছরে এই ফলাফল অর্জিত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের আগস্ট মাসে প্রকাশিত প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, পুরো অঙ্গরাজ্য জুড়ে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রায় ৫৫% শিক্ষার্থী ELA-তে এবং ৬৪% শিক্ষার্থী গণিতে দক্ষতা অর্জন করেছে। খান'স টিউটোরিয়ালের শিক্ষার্থীরা এই রাজ্যব্যাপী হারের তুলনায় অনেক ভালো ফলাফল করেছে।

খান'স টিউটোরিয়ালের সিইও ড. ইভান খান বলেন, "স্টেট পরীক্ষায় যারা 'লেভেল ৪' স্কোর অর্জন করেছে, তাদের প্রত্যেকেই কঠোর পরিশ্রমী তরুণ। তারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং তাদের





পরিবার আমাদের ওপর আস্থা রেখেছে। আমরা আমাদের শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক এবং পুরো শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা আমাদের শাখাগুলোর টিম নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত।"

খান'স টিউটোরিয়ালের চেয়ারপারসন মিসেস নাইমা খান বলেন, "৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের লক্ষ্য হলো নিউ ইয়র্ক সিটির শিশুদের নিজেদের সক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রাখতে সাহায্য করা। আমরা সেই প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করেই খান'স টিউটোরিয়াল গড়ে তুলেছি এবং এই ফলাফল প্রমাণ করে যে, আমাদের সেই অঙ্গীকার আজও অটুট ও শক্তিশালী। আমরা প্রতিটি পরিবারের কাছে কৃতজ্ঞ, যারা তাদের সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত করেছেন।" "খানস টিউটোরিয়ালে (Khan's Tutorial) আমার ছেলে যে একাডেমিক উন্নতি করেছে, তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। স্কুলের নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি সে অসাধারণ উন্নতি দেখিয়েছে, মাশাআল্লাহ। বিশেষ করে তার ইএলএ (ELA - English Language Arts) ফলাফল নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, সে দারুণ উন্নতি করেছে। তার আত্মবিশ্বাস এবং পড়াশোনার সক্ষমতায় আমি স্পষ্ট ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। খানস টিউটোরিয়াল যে কারণে অন্যদের চেয়ে আলাদা, তা কেবল তাদের শিক্ষার মানই নয়, বরং শিক্ষকদের অসাধারণ নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা। তারা সবসময়ই সহায়তার জন্য প্রস্তুত থাকেন, তাদের সাথে যোগাযোগ করা সহজ এবং তারা অত্যন্ত দ্রুত সাড়া দেন। কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে যোগাযোগ করলেই তারা তাৎক্ষণিক উত্তর দেন এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করেন। যে সব অভিভাবক তাদের সন্তানের জন্য মানসম্মত একাডেমিক সহায়তা খুঁজছেন, তাদের কাছে আমি খানস টিউটোরিয়ালকে বিশেষভাবে সুপারিশ করব।" - এমনটাই জানিয়েছেন ইব্রাহিম ইহসামের অভিভাবক, যিনি খানস টিউটোরিয়ালের জ্যামাইকা (Jamaica) শাখার সাথে যুক্ত।

খানস টিউটোরিয়ালের 'স্টেট এক্সাম প্রেপ' (State Exam Prep) প্রোগ্রামটি তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিউ ইয়র্ক স্টেট পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় রিডিং, রাইটিং এবং গণিত বিষয়ক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন শাখায়-যেমন ব্রঙ্কস (Bronx), হিলসাইড-পার্সনস (Hillside-Parsons) এবং জ্যাকসন হাইটস (Jackson Heights)—এই ক্লাসগুলো পরিচালিত হয়। এখানে শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট গ্রুপে পাঠ গ্রহণের সুযোগ পায়, নিয়মিত অনুশীলনমূলক পরীক্ষা (practice tests) দেয় এবং সারা বছর ধরে তাদের অগ্রগতির আপডেট পরিবারগুলোকে জানানো হয়।

এই ফলাফলগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে খানস টিউটোরিয়ালের শিক্ষার্থীদের পরিবারগুলোর কাছ থেকে, যারা ২০২৬ সালের আনুষ্ঠানিক স্কোর রিপোর্ট প্রকাশের পর তাদের প্রাপ্ত ফলাফল আমাদের জানিয়েছেন।

যেসব পরিবার ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি হতে আগ্রহী, তারা khanstutorial.com ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেন অথবা ফোন করতে পারেন।

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SHSAT Summer Add-Ons

Boost SHSAT Acceptance Chances

Year Round · 2 Days/Week

Workshop
Friday or Sunday

- Diag/CAT exam retakes (E-H)
- Advanced ELA & Math
- Top test taking strategies
- Highest admissions rate

May to October 2026

Pay-Per Class Price: $2,900
Sale Price: $1,450
ONE-TIME PRICE: $1,250 ★

2026 Summer · 4 Days/Week

Bootcamp
Tuesday to Thursday

- Diag exam retakes (A-D)
- Intensive summer weekdays
- Best for Class B students to boost Diag scores

Tues June 30 to Thurs August 20, 2026

Pay-Per Class Price: $2,880
Sale Price: $1,516
ONE-TIME PRICE: $1,400 ★

Enroll in Both (5 Days/Week) and Get 20% OFF!

5,005+

Students placed in Specialized High Schools.

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

উত্তর আমেরিকায় বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশে পথিকৃৎ ড. পূরবী বসু আর নেই



পরিচয় ডেস্ক: উত্তর আমেরিকায় বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশে পথিকৃৎ, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধিক ও বিজ্ঞানী এবং বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক পূরবী বসু আর নেই। শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) দুপুর ১টায় যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যের পোর্ট সেন্ট লুসি শহরে নিজ বাসভবনে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি পরলোকগমন করেন। ক্ষণজন্মা এই নারীর চির বিদায়ে বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্যানুরাগীদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার স্বামী বাংলা ছোটগল্পের বরপুত্র ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। মৃত্যুকালে ড. পূরবী বসু'র বয়সহয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, এক পুত্র ও এক কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

ফ্লোরিডা থেকে প্রাপ্ত পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ১৩ নভেম্বর শুক্রবার বেলা ১২টায় ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্স ড. পূরবী বসু'র বাড়িতেএসেছিলেন টেস্টের জন্য ব্লাড নিতে। তিনি ব্লাড নিয়ে চলে যাওয়ার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এর ঘন্টাখানেক পরেপরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন যে পূরবী বসু আর নেই। ঘুমের মধ্যেই তিনি শেষ নি: শ্বাস ত্যাগ করেন। বিকেলতিনটার দিকে তাঁর মরদেহ ফিউনেরাল হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। ড. পূরবী বসু'র ইচ্ছা অনুযায়ী তার দেহ মেডিকেলসাইন্সের গবেষণার জন্য ইউনিভার্সিটি অব মায়ামীতে দান করা হবে। তিনি দীর্ঘদিন নিউইয়র্কেও বসবাস করেন।

এদিকে ড. পূরবী বসুর ছেলে দীপেন দত্ত মায়ের প্রয়াণের খবর জানিয়ে ফেসবুক পোস্টে এক আবেগঘন বার্তায় তার দীর্ঘও সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, দীর্ঘদিন পারকিনসন্স রোগে ভুগছিলেন পূরবী। আগে স্ট্রোকেওআক্রান্ত হয়েছিলেন। একটি সড়ক দুর্ঘটনার পর থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু হয়। দীপেন দত্ত জানান, গত দুই বছর আগে বড় ধরনের স্ট্রোক করেন পূরবী বসু। পাঁচ বছর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতরআহত হন তিনি। এর ১২ বছর আগে ক্যানসার জয় করেছিলেন তিনি। প্রায় ২০ বছর আগে পারকিনসন্স রোগ ধরাপড়ার পরও অদম্য মনোবল নিয়ে বেঁচে ছিলেন পূরবী বসু। মায়ের স্মৃতিচারণ করে দীপেন দত্ত বলেন, 'আমার মা আমার দেখা সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। প্রকৃতির একসত্যিকারের অপ্রতিরোধ্য শক্তি, যিনি তার সংস্পর্শে আসা প্রতিটি মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে গেছেন এবংঅসংখ্য মানুষের জীবনকে উন্নত করেছেন।'

জীবনভর বিজ্ঞান ও মানবকল্যাণে ব্রতী থাকা এই মানুষটির আজীবনের ইচ্ছা অনুযায়ী, তার মরদেহ চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ইউনিভার্সিটি অব মায়ামিতে দান করার প্রক্রিয়া চলছে।

বাংলা সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং নারী আন্দোলনের অঙ্গনে ড. পূরবী বসু এক দীপ্তময় ও বরেণ্য নাম। বহুমুখী প্রতিভারঅধিকারী এই মহীয়সী নারী একাধারে একজন কৃতি বিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার, কবি এবং ঔপন্যাসিক। তারলেখনিতে ফুটে উঠেছে বিজ্ঞানের শাণিত যুক্তি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বাংলার সমাজজীবনের গভীরে প্রোথিত অবহেলিতমানুষের বেদনাবোধ, নারীর আত্মোপলব্ধি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য বার্তা। ড. পূরবী বসু ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণকরেন। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াকালীন তার লেখা একটি গোয়েন্দা গল্প স্থানীয় দেয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবংমুন্সিগঞ্জের একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার ছোটদের পাতা- যেমন 'কচিকাঁচার আসর', 'সাত ভাই চম্পা' এবং'খেলাঘর'-এ নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেন।

১৯৫৯ সালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আহসান হাবীব সম্পাদিত তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান (অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা) পত্রিকার সাহিত্য পাতায় তার একটি গল্প প্রকাশিত হয়, যা তার সাহিত্যিক জীবনে একটি বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজকরেছিল। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি শিক্ষাজীবনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী।

ড. পূরবী বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মেসি বিষয়ে স্নাতক (অনার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন। ফার্মেসিতে পড়াশোনা শেষকরার পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা মেডিক্যাল কলেজ অবপেনসিলভেনিয়া থেকে প্রাণ-রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরে ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরি থেকেপুষ্টিবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন এবং তার গবেষণাকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্নগবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। তার বহু গবেষণা-প্রবন্ধ বিশ্বের নানা খ্যাতনামা বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ক জার্নালেপ্রকাশিত হয়েছে। ড. পূরবী বসুর পেশাগত জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা ছিল তার পেশাগত জীবনের মূলভিত্তি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বিশ্ববিখ্যাত মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং ক্যানসার সেন্টারে গবেষণা কর্মকর্তাহিসেবে অত্যন্ত সুনামের সাথে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত কর্নেল ইউনিভার্সিটিতেঅধ্যাপনার সঙ্গ যুক্ত হন।

দীর্ঘকাল প্রবাসে বিজ্ঞান সাধনা ও অধ্যাপনা শেষে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। বাংলাদেশে ফিরে তিনি দেশের অন্যতমশীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসে উচ্চ পদে যোগদান করেন। এছাড়া তিনিবাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক হিসেবেও অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনকরেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ১৯৬৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর একুশে পদক বিজয়ী প্রখ্যাত সাহিত্যিক জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের সঙ্গেবিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদেরে এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছেন।

ছোটবেলায় লেখালেখি শুরু করলেও পেশাগত জীবনের ব্যস্ততা পেরিয়ে ১৯৮৯ সালে সমবায় প্রকাশনী থেকে তারপ্রথম মৌলিক গল্পের বই 'পূরবী বসুর গল্প' প্রকাশিত হয়। তার গল্পে, উপন্যাসে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে সমাজেরঅবহেলিত, নিপীড়িত, প্রান্তিক মানুষ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও দরিদ্র জনগণের জীবনসংগ্রামের বাস্তব চিত্র। তার রচনায় নারীর অধিকার, নারীবাদী ধ্যান-ধারণা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী অত্যন্ত জোরালোভাবে উঠেএসেছে। তার প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে ২০১৩ সালে প্রকাশিত 'প্রাচ্য পুরাণ ও প্রাচ্যে পুরাতন নারী' অত্যন্ত প্রশংসিত হয়। এইবইটিতে ১৩টি প্রবন্ধে ১৮টি পুরাণ ও উপপুরাণসহ প্রাচ্যের রূপকথা ও উপকথার নারী চরিত্র এবং তাদের ঘটনাবলিরসুগভীর মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বেঙ্গল পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত তার 'আমার এ দেহখানি' গ্রন্থে পুরুষ ও পুরুষতন্ত্র, মাতৃত্ব এবংনারী-পুরুষের সৃষ্টির আদি রহস্য নিয়ে গভীর দার্শনিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

২০১৪ সালে অন্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত তার প্রথম উপন্যাস 'অবিনাশী যাত্রা' প্রবাসজীবনে একজন নারীর একাবেঁচে থাকার দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মিক উপলব্ধির এক মর্মস্পর্শী দলিল।

বাংলা কথাসাহিত্যে ও মননশীল লেখায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. পূরবী বসু দেশের বেশ কয়েকটিমর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার (২০০৫) এবং বাংলাএকাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০১৫)। খবর ইউএনএ'র।





নিউ জার্সিতে আটলান্টিক সিটি বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: মানবসেবা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি স্টেটে গত ১৭ নভেম্বর, মংগলবার রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে আটলান্টিক সিটি বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠান। আনুষ্ঠানিকতা, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা গভর্নর লায়ন জেফরি ইয়াপিকো।

প্রথম ভাইস ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর কাজী ইসলামসহ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।









অনুষ্ঠানে নতুন নেতৃত্বকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, লায়ন্স ক্লাবের মূল লক্ষ্য মানবসেবা। আর্তমানবতার পাশে দাঁড়ানো, অসহায় মানুষের সহযোগিতা এবং সমাজের উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করার মধ্য দিয়েই সংগঠনটির কার্যক্রম আরও এগিয়ে যাবে।

বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব আটলান্টিক সিটি ও আশপাশের এলাকায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সামাজিক সহযোগিতার বন্ধন আরও সুদৃঢ় করবে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল শপথ অনুষ্ঠান, শুভেচ্ছা বক্তব্য, পরিচিতি পর্ব এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আনন্দঘন সময় কাটানোর আয়োজন। সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি লায়ন এম এম রহমান ও সম্পাদক লায়ন ইশরাত জাহান অভিষেক অনুষ্ঠান সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত



ডেঙ্গু প্রতিরোধে মানবিক উদ্যোগ: খুলনার কাশিমনগরে প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৪১ পরিবারে মশারি বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক: মানবিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশন। ডেঙ্গু মশার বিস্তার ও মশাবাহিত রোগের ঝুঁকি থেকে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে খুলনার পাইকগাছা উপজেলার কাশিমনগরে ১৪১টি অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে মশারি বিতরণ করেছে সংগঠনটি। গত ১১ নভেম্বর ২০২৬, বুধবার বিকেল ৩টায় কাশিমনগর দাশপাড়া সার্বজনীন পূজা মন্দির প্রাঙ্গণে এ মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের সদস্যদের হাতে মশারি তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পালক পুরোহিত ও বডগড় ধর্মমণ্ডলীর রেভারেন্ড ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড। বিশেষ অতিথি হিসেবে





উপস্থিত ছিলেন পাইকগাছা থানার কপিলমুনি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (নিঃ) মো. হাসানুজ্জামান। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ও সিনিয়র সাংবাদিক তপন পাল।

বাংলাদেশ থেকে পরিচালিত প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও চেয়ারম্যান রূপ কুমার সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিপুল দাশ ও নিখিল দাশ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রেভারেন্ড ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড বলেন, মানুষের বিপদে ও প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেই প্রকৃত মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ডেঙ্গুর মতো মশাবাহিত রোগ থেকে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে মশারি বিতরণের এ উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। তিনি এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি মো. হাসানুজ্জামান বলেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতার পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশারি ব্যবহার, আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা এবং কোথাও যেন পানি জমে মশার বংশবিস্তার না ঘটে, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে। তিনি প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অন্যান্য সংগঠন ও বিত্তবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ও সিনিয়র সাংবাদিক তপন পাল বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো শুধু সংগঠনের দায়িত্ব নয়, এটি প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। একটি মশারি হয়তো একটি পরিবারের জন্য সামান্য উপহার, কিন্তু ডেঙ্গুর ঝুঁকি থেকে পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের এমন উদ্যোগকে মানবিক ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে রূপ কুমার সরকার বলেন, প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে সংগঠনটি বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ১৪১টি পরিবারের হাতে মশারি তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। সমাজের মানুষের সহযোগিতা ও ভালোবাসা পেলে ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে মশারি গ্রহণকারী পরিবারের সদস্যরাও প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, অনেক দরিদ্র পরিবারের পক্ষে নিজেদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে বিনামূল্যে মশারি পাওয়া তাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মশার কামড় থেকে সুরক্ষায় এটি সহায়ক হবে। তারা প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

উল্লেখ্য, আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশন দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। দেশের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে দাঁড়ানোই সংগঠনটির অন্যতম লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং মশারি গ্রহণকারী পরিবারের সদস্যরা এ মহতী উদ্যোগের জন্য প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী উত্তম কুমার সাহা, মুনমুন সাহা এবং সংগঠনের উপদেষ্টা চিত্রা রোজারিওর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

তারা আশা প্রকাশ করেন, প্রবাসীদের সহযোগিতা ও ভালোবাসায় পরিচালিত প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশনের এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মানুষের জন্য মানুষ-এই চেতনাকে ধারণ করে ১৪১টি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশন আবারও প্রমাণ করল, মানবিক উদ্যোগের পরিধি ছোট-বড় নয়, মানুষের উপকারে আসাই তার প্রকৃত সার্থকতা। - প্রজ্ঞা নিউজ



আটলান্টিক সিটিতে নবনির্বাচিত ডেমোক্র্যাট জনপ্রতিনিধিদের বিজয় উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: নিউ জার্সি স্টেটের আটলান্টিক সিটিতে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির উদ্যোগে নবনির্বাচিত ডেমোক্রেটিক পার্টির জনপ্রতিনিধিদের সম্মানে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজয় উদযাপন অনুষ্ঠান। ১৩ নভেম্বর, শুক্রবার রাতে স্থানীয় একটি ভেন্যুতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। সাবেক কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়ার সঞ্চালণায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এলিজাবেথ লিসা বেনডার, সীন





রিগিন, অ্যান্থনি কালান্ড্রিলো, রিচার্ড হিলি, জোনাথান মার্সিলাজ, কায়েল গরনিক, মাইক সোলায়মান, ড. ওয়ালিদ আবদ্রাবুহ, সোহেল আহমেদ, জহিরুল ইসলাম বাবুল, শাহরু রাজা চৌধুরী, রিয়াজ রাজপুত, আমের কাশ্মীরি, কলিমউল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ডের সদস্য সুব্রত চৌধুরীসহ দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও কমিউনিটির উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্যদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী



জ্যামাইকায় নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুলে মাতৃভাষা শিখছে নতুন প্রজন্ম

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখায় আনন্দের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শিখছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নতুন প্রজন্ম। জ্যামাইকার এলহাম একাডেমির হলরুমে সপ্তাহে দুই দিন অনুষ্ঠিত এই শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে অংশ নিচ্ছে ত্রিশের বেশি শিক্ষার্থী। শিক্ষা কার্যক্রমে বাংলা বলা ও লেখার পাশাপাশি কবিতা আবৃত্তি এবং বাঙালি সংস্কৃতির চর্চায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে





জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা শিশুদের মাতৃভাষা ও শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখার এই উদ্যোগে অভিভাবকদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষক রোমানা জানান, আমেরিকায় জন্ম নেওয়া বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বাংলা শিখছে এবং ক্লাসগুলো উপভোগ করছে। সন্তানদের বাংলা শেখার আগ্রহ ও অগ্রগতি দেখে অভিভাবকেরাও গর্ব অনুভব করছেন।

অভিভাবক শাইলক তাঁর মেয়ের অগ্রগতির কথা জানিয়ে বলেন, "আমার মেয়ে এক মাসের মধ্যেই এখন কিছুটা বাংলা বলতে পারছে এবং বাংলা অক্ষরগুলোও একটু একটু চিনতে শিখছে। আমি খুবই খুশি।"

আরেক অভিভাবক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম বলেন, "আমাদের কমিউনিটিতে বাংলা শেখার এমন আয়োজন করায় আমি খুবই খুশি। এ জন্য বাংলাদেশ সোসাইটি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

বাংলাদেশের বাইরে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় গড়ে তুলতে এই কার্যক্রম একটি সুন্দর সুযোগ তৈরি করেছে।

বাংলাদেশকে ৩০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেওয়ার কথা

১৪ পৃষ্ঠার পর

তুলে ধরেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি জানান, উপকূলীয় এলাকার মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দেওয়া এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই হবে অর্থ ব্যবহারের প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন ও লবণাক্ততার প্রভাব দীর্ঘদিনের সমস্যা। অনেক এলাকায় এসব কারণে বসতবাড়ি, কৃষিজমি ও সুপেয় পানির উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি জীবিকা হারিয়ে অনেক পরিবারকে নতুন করে বেঁচে থাকার পথ খুঁজতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব এলাকার মানুষের নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করাও কঠিন হয়ে উঠছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেন, অনুদানের অর্থ দিয়ে উপকূলীয় মানুষের দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর উন্নয়নে কাজ করা হবে। প্রয়োজনে পরিবেশ রক্ষায় গাছ লাগানো ও সবুজায়নের উদ্যোগেও অর্থ ব্যবহার করা যাবে। তবে সরকারের অগ্রাধিকার থাকবে জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক সহায়তা বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছে। কারণ দেশের নিজস্ব উদ্যোগের পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোর উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন। নতুন এই অনুদানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।



বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ও সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটির যৌথ সভা গত ১৫ নভেম্বর ২০২৬, রবিবার সন্ধ্যায় এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মঈনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনী আসাদের সঞ্চালনায় সভায় আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজন এবং ৩ জানুয়ারি ২০২৭ এ সংগঠনের সাধারণ সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।





সভাপতি মঈনুল ইসলাম তাঁর সূচনা বক্তব্যে উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিতে সবার আন্তরিক সহযোগিতা ও সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করেন।

সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনী আসাদ সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করলে আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সহসভাপতি শাহ মিজানুর রহমান, মনির উদ্দিন ও মোহাম্মদ এ খায়ের, সহসম্পাদক হেলিম উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ ময়নুজামান চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জয়নাল উদ্দিন লায়েক ক্রীড়া সম্পাদক রহিম কাদির, আইন সম্পাদক অধ্যক্ষ শিহাব উদ্দিন আহমেদ দপ্তর সম্পাদক লায়েছ আহমেদ মিনু এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট শাহীন কামালী ও বদরুল উদ্দিনসহ অন্যরা। সভায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ওহিদুর রহমান মুক্তা, ইঞ্জিনিয়ার ফজলুর রহমান এবং অধ্যাপক ম. আমিনুল হক চুন্নু। তাঁরা সংগঠনকে আরও গতিশীল ও গণমুখী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সার্বিক সহযোগিতার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ইরান যুদ্ধ বন্ধে চীন-রাশিয়ার সহায়তা প্রয়োজন নেই সাফ

৫ পৃষ্ঠার পর

নৌপথের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। একই সঙ্গে চীন ও রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভালো আচরণ করছে এবং সেখানে কোনো জাহাজ পাঠায়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য সমঝোতা প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, তেহরান চুক্তিতে পৌঁছাতে চাইলেও যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি চুক্তি চায়, যা দীর্ঘস্থায়ী হবে। যেকোনো উপায়ে শিগগিরই যুদ্ধের অবসান ঘটানো হবে বলেও জানান তিনি। সি চিন পিং ও পুতিনের সঙ্গে একই সময়ে বৈঠকের সুবিধা সম্পর্কে জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, দুই নেতার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এবং তারা একসঙ্গে কাজ করেন। তবে চীন ও রাশিয়ার এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে দায়ী করেন তিনি।

এদিকে, ওয়াশিংটনে ইরানের সম্ভাব্য 'ডার্টি বোমা' হামলার পরিকল্পনা নিয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প দাবি করেন, ইরান রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের বিষয়টিও বিবেচনা করছে। এমন কিছু ঘটলে যুক্তরাষ্ট্র কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সূচনা হয়। এর জবাবে ইরান ইসরায়েল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থাকা কয়েকটি দেশে পাল্টা হামলা চালায়। সংঘাতের প্রভাবে প্রাণহানির পাশাপাশি বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের দামও বেড়েছে। সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি



যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ শহর ডিয়ারবর্নে ধর্মীয় বিরোধ, বাড়ছে রাজনৈতিক বিতর্ক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেটের ডিয়ারবর্ন শহরে ধর্মীয় বিরোধ ও রাজনৈতিক বিতর্ক নতুন করে আলোচনায় এসেছে। সিটির অধিকাংশ বাসিন্দা আরব-আমেরিকান বা মধ্যপ্রাচ্য বংশোদ্ভূত। স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বড় অংশও এই জনগোষ্ঠীর। এ কারণে শহরটি মুসলিমবিরোধী প্রচারক ও বিভিন্ন উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে সিটিটিতে একের পর এক বিক্ষোভ ও সংঘাতের ঘটনা ধর্মীয় সহাবস্থান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবোধের সঙ্গে স্থানীয় সমাজের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছে। খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিটির অবস্থান নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

তবে সিটির সব বাসিন্দার দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। ডিয়ারবর্নের সলিড রক চার্চের খ্রিষ্টান যাজক নাথান হেইস মনে করেন, সিটির সামগ্রিক চরিত্র ইতিবাচক। আগস্টে এক উত্তপ্ত সিটি কাউন্সিল সভায় তিনি বলেন, প্রতিটি শহর, পাড়া ও ধর্মেই ভালো-মন্দ মানুষ রয়েছে। ডিয়ারবর্নও যুক্তরাষ্ট্রের অংশ এবং দেশটির মূল্যবোধেরই প্রতিফলন।

তবে দীর্ঘদিনের কিছু বাসিন্দা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের একজন অ্যান্থনি ডিগান। নিজেকে ২৫ বছর ধরে ডিয়ারবর্নের বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, এই সিটিতে অনেক শান্তিপ্রিয় ও ভালো মুসলিম থাকলেও একটি ছোট উগ্রপন্থী গোষ্ঠীও রয়েছে, যাদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

ওই কাউন্সিল সভার আগে সিটিতে ইসলামবিরোধী প্রচারক জেক ল্যাংয়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। গত ২ আগস্ট একটি মুসলিম ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের উসকানি দেওয়ার পর ল্যাং ও তাঁর ভিডিও ধারণকারী সহকর্মী জনতার আক্রমণের মুখে পড়েন। পরে ওয়েন কাউন্টির একজন কৌসুলি হামলায় জড়িত একজনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রসূত অপরাধ ও গুরুতর হামলার অভিযোগ আনার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন বলে জানিয়েছে দ্য সেন্টার স্কয়ার।

ডিয়ারবর্নের প্রথম মুসলিম মেয়র আবদুল্লাহ হামুদ কাউন্সিল সভায় ধর্মীয় বিরোধের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে সিটির বাসিন্দা ও শিশুদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাবের কথা তুলে ধরে তিনি সবাইকে দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান। সভায় তিনি বলেন, অন্য সবার মতোই এই শহরে বসবাসের অধিকার তাঁদের রয়েছে।

তবে মেয়রের অতীতের কিছু বক্তব্য তাঁর সাম্প্রতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে সমালোচনা উঠেছে। গত বছর স্থানীয় এক খ্রিষ্টান যাজকের সঙ্গে সিটি কাউন্সিলের সভায় বিরোধের সময় হামুদ তাঁকে বলেছিলেন, তিনি ডিয়ারবর্নে স্বাগত নন। স্থানীয় এক আরব-আমেরিকান সাংবাদিকের নামে একটি সড়কের মোড়ের নামকরণ পরিকল্পনা নিয়ে ওই বিরোধের সূত্রপাত হয়। মেয়র আরও বলেছিলেন, ওই যাজক সিটি ছেড়ে গেলে তিনি আনন্দ মিছিলের আয়োজন করবেন।

২০২৪ সালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে হামুদ লিখেছিলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ডিয়ারবর্নে এলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার কথা উল্লেখ করে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানিও নেতানিয়াহুর সম্ভাব্য নিউইয়র্ক সফর ঘিরে একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছিলেন। তবে ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়ে দেয়, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের সদস্য নয় এবং নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে না।

এ বছরের সেপ্টেম্বরে হামুদ সংগীতশিল্পী ম্যাকলমোরকে ডিয়ারবর্নে পরিবেশনার আমন্ত্রণ জানান। নিউ জার্সিতে একটি অনুষ্ঠানে 'ফিলিস্তিন মুক্ত করো' স্লোগান দেওয়ার পর তাঁকে একটি জাতীয় স্টেডিয়াম কনসার্ট সফর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ম্যাকলমোরকে আমন্ত্রণ জানানোর ঘটনাও ইসরায়েল বিষয়ে সমালোচনার প্রতি সংবেদনশীল আমেরিকান নাগরিকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এ বিষয়ে মন্তব্য চেয়ে যোগাযোগ করা হলেও হামুদ সাড়া দেননি।

'লিটল অ্যারাবিয়া' হয়ে ওঠার ইতিহাস

ডিয়ারবর্নে আরব-আমেরিকান জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি কয়েক প্রজন্মের। সিটিতে এই জনগোষ্ঠীর বসতি বিস্তারে ভূমিকা ছিল গাড়ি নির্মাতা হেনরি ফোর্ডের। ইহুদিবিদ্বেষী অবস্থানের জন্য পরিচিত ফোর্ড তাঁর সংবাদপত্র 'দ্য ডিয়ারবর্ন ইন্ডিপেনডেন্ট'-এ ১৯২০-এর দশকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেন।

তবে তিনি আরব অভিবাসীদের নিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। সময়ের সঙ্গে ডিয়ারবর্নে তাঁদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। ২০২০ সালে উক্ত সিটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ শহরে পরিণত হয়।

বর্তমানে সিটির প্রশাসনে আরব-আমেরিকানদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। সেখানে 'লিটল অ্যারাবিয়া' নামে পরিচিত একটি ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকাও রয়েছে। ওই এলাকার অনেক প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে আরবি ভাষার ব্যবহার চোখে পড়ে। সিটির পুলিশ বিভাগের স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থায় ইংরেজি ও স্প্যানিশের পাশাপাশি আরবি ভাষায় সেবা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতেও মুসলিম প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে।

মিশিগান থেকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আবদুল এল-সায়েদ প্রথম মুসলিম হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে নির্বাচিত হয়েছেন। এদিকে কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস বা কেয়ার জানিয়েছে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে রেকর্ডসংখ্যক মুসলিম প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। সংগঠনটির হিসাবে, নির্বাচনে শতাধিক মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন।

কেয়ারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এসব বিজয় মুসলিম প্রার্থী ও তাঁদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চালানো ইসলামবিদ্বেষী প্রচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জবাব।

উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম মসজিদও ডিয়ারবর্নে অবস্থিত।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় মুসলিম সমাবেশগুলোর কয়েকটি শহরটিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ কারণে খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক ও ইসলামবিরোধী প্রচারকদেরও আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে শহরটি।

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে একাধিক মামলা

ডিয়ারবর্নে ধর্মীয় বিরোধের ইতিহাস বেশ পুরোনো। শহরটির আরব আন্তর্জাতিক উৎসব প্রতিবছর কয়েক লাখ মানুষকে আকর্ষণ করত। তবে একাধিক সংঘাত ও নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে দায়ের করা মামলার নিষ্পত্তিতে শহর ও কাউন্টিকে প্রায় ৬ লাখ ডলার দিতে হওয়ার পর ২০১৩ সালে উৎসবটি বন্ধ হয়ে যায়।

২০০৯ সালে এক ক্যালিফোর্নিয়ার যাজক উৎসবে খ্রিষ্টধর্মের প্রচারপত্র বিতরণে পুলিশের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা করেন। কয়েক বছর ধরে উৎসবে অংশ নেওয়া ওই যাজককে প্রচারপত্র বিতরণে বাধা দেওয়া হয়েছিল। ফেডারেল আপিল আদালত নিষেধাজ্ঞাটিকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার লঙ্ঘন বলে রায় দেন। পরে মামলা নিষ্পত্তিতে শহর কর্তৃপক্ষ ১ লাখ ডলার দেয়।

২০১০ সালে চারজন খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক মুসলিমদের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করার সময় 'শান্তি বিঘ্নিত করার' অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। পরে তাঁরা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান এবং নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে শহরের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এর নিষ্পত্তিতে ৩ লাখ ডলার দিতে হয়।

২০১২ সালে উৎসবে একদল খ্রিষ্টান ইসলামবিরোধী স্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ড ও পোশাক পরে মুসলিমদের উসকানি দেন। মেগাফোন ব্যবহার করে প্রচার চালানোর সময় ক্ষুব্ধ উৎসব অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের লক্ষ্য করে পাথর ও অন্যান্য বস্তু ছুড়তে থাকেন। পরে পুলিশ গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়ে ওই দলকে স্থান ত্যাগের নির্দেশ দেয়। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ফেডারেল আপিল আদালত গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন। আদালত বলেন, কোনো ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ বক্তব্যে অন্যরা সহিংস প্রতিক্রিয়া দেখালেই পুলিশ তাঁকে কথা বলা থেকে বিরত রাখতে পারে না। বরং ওই ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পুলিশের দায়িত্ব। মামলাটির নিষ্পত্তিতে ওয়েন কাউন্টিকে প্রায় ২ লাখ ডলার দিতে হয়।

সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বরে সিটির বিরুদ্ধে আরেকটি ফেডারেল মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়, ডিয়ারবর্ন কর্তৃপক্ষ সরকারি অর্থ ব্যবহার করে ইসলামি প্রতীক ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে, অথচ খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মীয় উৎসব স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ উপেক্ষা করেছে।

মামলায় মেয়র হামুদের সেই বক্তব্যও উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে তিনি এক খ্রিষ্টান যাজককে ডিয়ারবর্নে স্বাগত নন বলে মন্তব্য করেছিলেন। মামলার বাদী মারগট ক্লিভল্যান্ডের অভিযোগ, খ্রিষ্টানদের প্রতি বৈষম্যের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে শহরটির। অতীতের মামলাগুলোতে খ্রিষ্টান পক্ষ জয়ী হলেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তবে সিটি কর্তৃপক্ষ এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। মামলাটির নিষ্পত্তি কবে হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

বাংলাদেশি পরিবারের মেয়ে নাবিলা, একসময় ভাড়ার টাকাও ছিল না, আজ জর্জিয়ার সিনেটে ইতিহাস গড়েছেন



পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশি পরিবারের মেয়ে নাবিলা, একসময় ভাড়ার টাকাও ছিল না, আজ জর্জিয়ার সিনেটে ইতিহাস গড়েছেন বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারের সন্তান নাবিলা ইসলাম পার্কেস একসময় নিজের নির্বাচনী প্রচারণায় আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন। সেই সংগ্রাম পেরিয়ে তিনি জর্জিয়া স্টেট সিনেটে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম নারী ও সবচেয়ে কম বয়সী নারী সদস্য হিসেবে ইতিহাস গড়েন।

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া স্টেটের রাজনীতিতে ইতিহাস গড়েছেন বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারের সন্তান নাবিলা ইসলাম পার্কেস। একসময় আর্থিক সংকট, স্বাস্থ্যবিমার অভাব এবং শিক্ষাঋণের চাপের মধ্যে থেকেও নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। পরে জর্জিয়া স্টেট সিনেটে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম নারী এবং সবচেয়ে কম বয়সী নারী সদস্য হিসেবে পরিচিতি পান। নাবিলার বাবা-মা বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। শ্রমজীবী পরিবারে বেড়ে ওঠা নাবিলা ছোটবেলা থেকেই দেখেছেন, তাঁর বাবা-মাকে সংসার চালাতে দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয়েছে। তাঁর বাবা যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস বা অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগে কাগজপত্র সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে পরিবারকে সহযোগিতা করেছেন। মায়ের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা এবং পরিবারের আর্থিক সংগ্রাম নাবিলার চিন্তাভাবনায় বড় প্রভাব ফেলে। নাবিলার নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর মা একটি গুদামে কাজ করার সময় পিঠের গুরুতর সমস্যায় পড়েন। এরপর চিকিৎসার খরচ ও স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পাওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। পরিবারের এই অভিজ্ঞতা তাঁকে সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসাসেবা সহজলভ্য করার পক্ষে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

নাবিলা জর্জিয়ার গুইনেট কাউন্টির সেন্ট্রাল গুইনেট হাই স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করেন। পরে জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে মার্কেটিং বা বিপণন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। রাজনীতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ার আগে তিনি বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারণা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। ডেমোক্রেটিক পার্টির স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমেও কাজ করেছেন। ২০১৬ সালে হিলারি ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণায় এবং ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটিতেও তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ২০২০ সালে তিনি জর্জিয়ার সপ্তম কংগ্রেসনাল আসনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তবে ওই নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি। সেই সময় নিজের আর্থিক সংকট ও স্বাস্থ্যবিমা না থাকার অভিজ্ঞতা তাঁকে সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে আরও বেশি কাজ করতে উৎসাহিত করে।

এরপর ২০২২ সালে তিনি জর্জিয়া স্টেট সিনেটের ৭ নম্বর আসনে নির্বাচনে অংশ নেন। ডেমোক্রেটিক দলের প্রাথমিক নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর সাধারণ নির্বাচনেও রিপাবলিকান দলের প্রার্থীকে হারিয়ে সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন। ২০২৩ সালের ৯ জানুয়ারি তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর এই জয় জর্জিয়ার রাজনীতিতে নতুন ইতিহাস তৈরি করে। তিনি হন স্টেট সিনেটে নির্বাচিত প্রথম মুসলিম নারী এবং সবচেয়ে কম বয়সী নারী সদস্য। সিনেট সদস্য থাকাকালে নাবিলা ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিশু ও পরিবার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সাবেক সেনাসদস্য ও নিরাপত্তাবিষয়ক কমিটিতে কাজ করেন। পাশাপাশি জর্জিয়ার নারী আইনপ্রণেতাদের সংগঠনের সহসভাপতি এবং গুইনেট কাউন্টির সিনেট প্রতিনিধিদলের উপসভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে ছিল সিনেট বিল ১৪৪। বিলটি জর্জিয়া স্টেটের ন্যাশনাল গার্ডের কর্মকর্তাদের তালিকা প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট কিছু প্রশাসনিক নিয়ম সহজ করার বিষয়ে ছিল। ২০২৪ সালের এপ্রিলে গভর্নর ব্রায়ান কেম্প বিলটিতে স্বাক্ষর করেন। এটি ছিল নাবিলার প্রথম বিল, যা তাঁর উদ্যোগে আইনে পরিণত হয়। তাঁর মতে, এই পরিবর্তনের ফলে প্রশাসনিক কাজ কমবে, সরকারি অর্থ সাশ্রয় হবে এবং কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা বাড়বে।

২০২৬ সালে নাবিলা জর্জিয়ার লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ জন্য তিনি ১৩ মার্চ স্টেট সিনেট থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯ মে অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক দলের প্রাথমিক নির্বাচনে তিনি দ্বিতীয় হন এবং দ্বিতীয় দফার ভোটে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। তবে ১৬ জুনের দ্বিতীয় দফার ভোটে জোশ ম্যাকলরিনের কাছে পরাজিত হন। ফলে ওই পদে দলের প্রার্থী হতে পারেননি তিনি। নির্বাচনে পরাজিত হলেও জর্জিয়ার রাজনীতিতে নাবিলার কয়েক বছরের কাজ ও অর্জন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। বাংলাদেশি অভিবাসী পরিবারের সন্তান হিসেবে তাঁর পথচলা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং জর্জিয়া স্টেট সিনেটে প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা অনেকের কাছে অনুপ্রেরণার গল্প।



হ্যামট্রামিকের প্রথম বাংলাদেশি মেয়র হিসেবে শপথ নিলেন মুহিত মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: মিশিগান স্টেটের বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি অধ্যুষিত হ্যামট্রামিক সিটির ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মেয়র হিসেবে শপথ নিয়েছেন মুহিত মাহমুদ। প্রায় এক বছর ধরে চলা নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে আইনি লড়াই, আদালতের একাধিক শুনানি ও নানা নাটকীয়তার পর অবশেষে নগরীর মেয়র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি। গত রোববার (৮ নভেম্বর) হ্যামট্রামিক কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান মিশিগানের ৩১তম ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের প্রধান বিচারক অ্যালেক্সিস জি. ক্রেট।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন কমিউনিটিরনেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশি প্রবাসীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশারমানুষ উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতপরিবেশন, অতিথিদের বক্তব্য ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে শুরু হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথের পর নির্বাচনীনথিতে স্বাক্ষর করেন মুহিত মাহমুদ।

পরে নবনির্বাচিতমেয়র হিসেবে বক্তব্য দেন তিনি। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি সাংস্কৃতিক পরিবেশনারও আয়োজন করা হয়। তবে হ্যামট্রামিক মেয়র পদে মুহিত মাহমুদের এইঅভিষেকের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়েরইতিহাস।

২০২৫ সালের ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মেয়র নির্বাচনে প্রথমেমাত্র ১১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত ঘোষণা করা হয়তাঁকে। প্রাথমিক ফলাফলে ইয়েমেনি বংশোদ্ভূত অ্যাডামআলহারবি পান ২ হাজার ৭১ ভোট এবং মুহিত মাহমুদপান ২ হাজার ৬০ ভোট। নির্বাচনের পর ৩৭টি ডাকযোগেদেওয়া ব্যালট গণনায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বিষয়টি সামনেএলে ফলাফল নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়।

দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর আদালতের নির্দেশে চলতিবছরের ১৬ অক্টোবর ওই ৩৭টি ব্যালট গণনা করা হয়। এতে পাল্টে যায় নির্বাচনের ফলাফল। নতুন গণনায় মুহিতমাহমুদ পান ২ হাজার ৮৯ ভোট এবং অ্যাডাম আলহারবিপান ২ হাজার ৭৭ ভোট। অর্থাৎ ১২ ভোটের ব্যবধানেএগিয়ে যান মুহিত মাহমুদ। তবে ভোট গণনায় এগিয়েগেলেও মেয়র পদে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তাকাটেনি। মুহিত মাহমুদের হ্যামট্রামিক শহরে বসবাসেরযোগ্যতা নিয়েও আদালতে আইনি বিরোধ চলছিল।

গত ৩০ অক্টোবর ওয়েইন কাউন্টি সার্কিট কোর্টের বিচারক ক্যাথলিন ম্যাকার্থি রায় দেন, মুহিত মাহমুদহ হ্যামট্রামিকের বৈধ বাসিন্দা এবং মেয়র পদে দায়িত্ব পালনের যোগ্য। একই সঙ্গে সংশোধিত নির্বাচনী ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যয়নের পথ খুলে যায়। এরপর ৪ নভেম্বর ওয়েইন কাউন্টি বোর্ড অব ক্যানভাসার্স মুহিত মাহমুদের নির্বাচনী বিজয় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যয়ন করে। এর মধ্য দিয়ে তাঁর মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আইনি পথ সুগম হয়।

এর আগে প্রাথমিক নির্বাচনী ফলাফলের ভিত্তিতে চলতি বছরের জানুয়ারিতে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন আডাম আলহারবি। সংশোধিত ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যয়নের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন মুহিত মাহমুদ। তবে আলহারবির পক্ষ থেকে নির্বাচনেরফলাফল নিয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মুহিত মাহমুদ এর আগে হ্যামট্রামিক সিটি কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্থানীয় রাজনীতি ও কমিউনিটির বিভিন্নকর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার পর এবার সিটির সর্বোচ্চ নির্বাচিত নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত হলেন তিনি। ডেট্রয়েট নগরীর পাশেই অবস্থিত হ্যামট্রামিক যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বহুজাতিক নগরী। এখানে বাংলাদেশি, ইয়েমেনি, পোলিশসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস করে। বিশেষ করে বাংলাদেশি অভিবাসীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতির কারণে নগরটি বাংলাদেশিদের কাছে পরিচিত একটি জনপদ।

এই নগরের প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মেয়র হিসেবে মুহিত মাহমুদের দায়িত্ব গ্রহণ স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র ১১ ভোটে পরাজয়ের প্রাথমিক ঘোষণা থেকেআদালতের নির্দেশে নতুন গণনায় ১২ ভোটে বিজয় এবং শেষ পর্যন্ত মেয়র হিসেবে শপথ গ্রহণ-হ্যামট্রামিকের এইনির্বাচন আবারও সামনে এনেছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ভোটের গুরুত্ব।

এক টেবিলে তিন শক্তিশালী নেতা, নেই "শক্তিশালী"

৫ পৃষ্ঠার পর

সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি জানিয়েছে, বিশ্বকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার বার্তা দিয়েছেন শি। অন্যদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিন দেশের যৌথ বিজয়ের প্রসঙ্গ তুলে পুতিন বলেন, 'আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তিন দেশের যৌথ দায়িত্ব রয়েছে।' উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের শেষ চুক্তি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে শেষ হয়েছে। পরমাণু অস্ত্র নিয়ে ভিন্নমত, তিন নেতার কথায় গুরুত্ব নেই: চীনের শেনঝেনে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শির সঙ্গে ৮১ মিনিটের বৈঠক শেষ করেছেন ট্রাম্প। ঐ বৈঠক শেষে ট্রাম্প চীন ত্যাগ করেছেন। এই শীর্ষ সম্মেলনের পর যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং রাশিয়া 'শান্তি বিষয়ক একটি যৌথ ঘোষণা' প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, 'পারমাণবিক যুদ্ধে কখনো জয়ী হওয়া যায় না এবং এটি কখনোই লড়া উচিত নয়।' তিন দেশের শীর্ষ নেতাদের এই বৈঠকের স্থান ত্যাগ করার সময় ক্রেমলিনের প্রকাশিত একটি ভিডিও ফুটেজে শিকে উদ্দেশ্য করে পুতিনকে বলতে শোনা যায়, 'আমার মনে হয় না কেউ এমনকি এটাও আশা করেছিল যে সবকিছু এতটা ভালোভাবে সম্পন্ন হবে।' পুতিন এবং ট্রাম্পের সঙ্গে শি তার এই বৈঠককে 'ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং অত্যন্ত ফলপ্রসূ' হিসেবে উল্লেখ করেন। এদিকে, শি পারমাণবিক অস্ত্রের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এগুলো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং পুরোপুরি ধ্বংস করা উচিত। পারমাণবিক যুদ্ধে কখনো জয়ী হওয়া যায় না এবং কখনোই লড়া উচিত নয়। তবে ট্রাম্প বুঝিয়ে দিয়েছেন, তা সম্ভব নয়। ট্রাম্প বলেই দিয়েছেন, পরমাণু অস্ত্র এক বার যদি তোমার হাতে চলে আসে, সেটা আর সঙ্গে না রাখা কঠিন। এভাবেই জীবন চলে। বৈঠকে হরমুজ প্রণালির গুরুত্ব তুলে ধরেন ট্রাম্প। পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ একাধিকবার বন্ধ করায় বিশ্বে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। অন্যদিকে, শি জানিয়েছেন, ট্রাম্পের কার্যকালে আমেরিকা ও চীনের সম্পর্ক স্থিতিশীল হয়েছে। পুতিনের সঙ্গেও আলাদাভাবে বৈঠক করেন ট্রাম্প। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে চলে সেই আলোচনা। গত বছর আলাস্কায় দুই নেতার বৈঠকের পর এই প্রথম মুখোমুখি আলোচনায় বসলেন তারা। পুতিনকে 'বন্ধু' উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, আমাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক রয়েছে। এই বৈঠক থেকে ভালো কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। আবার ভালো কিছু বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াও শুরু হতে পারে।'



দল-মত নির্বিশেষে মক্কেলকে আইনি সেবা দেওয়া একজন আইনজীবীর কর্তব্য

মিশিগানে সংবর্ধনা সভায় অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক ও আমেরিকান অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীকে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেটে সংবর্ধনা প্রদান করেছে বাংলাদেশি লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগান। গত বুধবার (১৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মিশিগানের ওয়ারেন শহরের বিসমিল্লাহ পার্টি হলে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আইনজীবী, আইন পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং কমিউনিটির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

সংবর্ধনার জবাবে অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, "দল-মত নির্বিশেষে মক্কেলকে আইনি সেবা প্রদান করা একজন আইনজীবীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।"

তিনি আরো বলেন, আইনজীবীদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দলীয় পরিচয় বা রাজনৈতিক মতপার্থক্যের



ঊর্ধ্বে থেকে মানুষের আইনগত অধিকার রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আইন পেশার মূল ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়বিচার, পেশাগত সততা, দায়িত্ববোধ এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী আরও গুরুত্বারোপ করেন যে, প্রত্যেক মানুষের আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আইনজীবীদের দায়িত্ব হচ্ছে মক্কেলের আইনগত স্বার্থ রক্ষায় প্রচলিত আইন ও পেশাগত নীতিমালার মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করা।

বাংলাদেশি লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব মিশিগানের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অ্যাডভোকেট মহাব্বত খান এবং অ্যাডভোকেট কল্যাণী দেব চৌধুরী।

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন অ্যাডভোকেট কায়সার হাসান শিমন এবং অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শফিউল আযম (মাছুম)।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ লালা, অ্যাডভোকেট সামিনা, অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম মঈনুল, অ্যাডভোকেট মঈনুদ্দিন আহমেদ, অ্যাডভোকেট মাহমুদুর রহমান, অ্যাডভোকেট মহসিন চৌধুরী ও অ্যাডভোকেট রুকসানাসহ অন্যান্য আইনজীবী এবং কমিউনিটির প্রতিনিধিরা।

সংবর্ধিত অতিথি অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে আইন পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক হওয়ার পাশাপাশি ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গেও নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকায় সম্পৃক্ত রয়েছেন। অভিবাসীদের অধিকার রক্ষা, আইনগত সহায়তা প্রদান এবং প্রবাসী কমিউনিটির মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধিতে তিনি কাজ করে আসছেন।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আইনজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, পেশাগত সম্পর্ক জোরদার এবং প্রবাসীদের আইনগত অধিকার সুরক্ষায় সম্মিলিতভাবে কাজ করার গুরুত্বও এ সংবর্ধনা আয়োজনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

মিশিগানে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান প্রবাসী বাংলাদেশি আইনজীবীদের মধ্যে সৌহার্দ্য, পেশাগত ঐক্য এবং পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির একটি উল্লেখযোগ্য উপলক্ষ হয়ে ওঠে।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

IRS e-file

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS



AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

MBA I CMA I CFM



Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

York Holding Realty

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business



Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM



MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- IMMIGRATION
- NOTARY PUBLIC
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490 OPEN 7 DAYS A WEEK

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

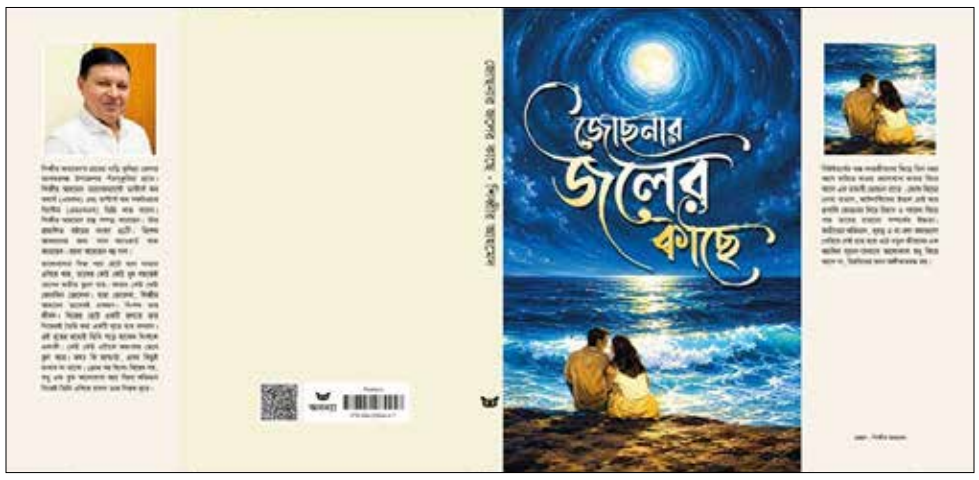
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center



(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com



অমর একুশে বইমেলা ২০২৭: ভালোবাসার গল্প নিয়ে শিব্বীর আহমেদের গল্পগ্রন্থ ‘জোছনার জলের কাছে’

পরিচয় ডেস্ক: ভালোবাসা, বিরহ, অপেক্ষা, স্মৃতি ও মানবিক সম্পর্কের নানা অনুভূতি নিয়ে ২০২৭ সালের অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে লেখক, সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক শিব্বীর আহমেদের নতুন গল্পগ্রন্থ ‘জোছনার জলের কাছে’। একগুচ্ছ প্রেমের গল্প নিয়ে রচিত বইটি প্রকাশ করছে দেশের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অনন্যা।

প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি, সম্পর্কের গভীরতা, না-পাওয়ার বেদনা, হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি এবং ভালোবাসার নতুন উপলব্ধি-এমন নানা বিষয় উঠে এসেছে গল্পগ্রন্থটিতে। মানুষের জীবনের নানা বাঁকে প্রেম যেভাবে কখনো আনন্দ, কখনো বিষাদ, কখনো অপেক্ষা আবার কখনো নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা হয়ে দেখা দেয়, লেখক তাঁর গল্পগুলোতে সেই অনুভূতিগুলোকে সাহিত্যের ভাষায় তুলে ধরেছেন।

বইটির নাম ‘জোছনার জলের কাছে’ নিজেই তৈরি করেছে এক কাব্যিক ও রোমান্টিক আবহ। প্রচ্ছদ করেছেন লেখক নিজেই। প্রচ্ছদে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় নীল সমুদ্র, জলের ওপর রূপালি আলোর প্রতিফলন এবং সমুদ্রতীরে পাশাপাশি বসে থাকা এক জুটির দৃশ্য বইটির প্রেমময় বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক অনন্য নান্দনিকতা যোগ করেছে। প্রচ্ছদচিত্রে ভালোবাসা, নিঃসঙ্গতা ও স্মৃতিকাতরতার এক আবেগঘন পরিবেশ ফুটে উঠেছে।



লেখক শিব্বীর আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও সৃজনশীল লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। গল্প, উপন্যাস, ছড়া, শিশুতোষ সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পঞ্চাশের বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্বয় প্রকাশ, অনন্যা, নালন্দা, বাংলাপ্রকাশ ও সময় প্রকাশন থেকে তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে।

শিশুসাহিত্যেও শিব্বীর আহমেদের রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি। সম্প্রতি তাঁর সচিত্র ইংরেজি শিশুতোষ গল্পের বই ‘The Elephant’s New Shoes’ প্রকাশিত হয়েছে। অন্বয় প্রকাশ থেকে প্রকাশিত সম্পূর্ণ রঙিন ও দৃষ্টিনন্দন অলংকরণের এই বইটির প্রচ্ছদ ও ভেতরের সব চিত্রাঙ্কন করেছেন লেখক নিজেই। বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০২৭ নির্ধারিত থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বইমেলায় প্রদর্শনের জন্য এটি আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুদের কল্পনাশক্তি, কৌতূহল, দয়া ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে লেখা বইটি প্রবাসী পাঠক ও শিশুদের মধ্যে ইতোমধ্যে সাড়া ফেলেছে। শিশুদের জন্য লেখকের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ছড়া ও ছবির বই ‘ধামিয়াম’ এবং গল্পের ছবির বই ‘ভয়ানক ধামি’ ও ‘ধামি করবে বিয়ে’। শিশুসাহিত্যের পাশাপাশি এবার প্রেমের গল্প নিয়ে পাঠকদের সামনে আসছেন শিব্বীর আহমেদ। ‘জোছনার জলের কাছে’ গল্পগ্রন্থের মাধ্যমে ভালোবাসার বহুমাত্রিক অনুভূতি এবং মানুষের সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চান তিনি। ২০২৭ সালের অমর একুশে বইমেলায় বইটি প্রকাশিত হলে প্রেমের গল্পপ্রেমী পাঠকদের মধ্যে এটি আগ্রহ তৈরি করবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। - বাপা নিউজ, ঢাকা

‘সামরিক বিমানে’ শেখ হাসিনার সম্ভাব্য দেশে ফেরা নিয়ে

১৫ পৃষ্ঠার পর

চেয়েছে দেশটি। ভারতের সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ভারতে হাসিনার উপস্থিতি ভারত সরকারের জন্য ক্রমশ অস্বস্তিকর হয়ে ওঠায় তার ফেরার ব্যবস্থা করতে নয়াদিল্লি দুটি বড় শর্ত দিয়েছে। প্রথম শর্তটি হলো তাকে হস্তান্তর সংক্রান্ত। ভারত চায়, হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী নিক এবং সম্ভব হলে তা বাংলাদেশের একটি সামরিক বিমানে করেই হোক। দ্বিতীয় শর্তটি বিচারিক প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত। নয়াদিল্লি চায়, হাসিনাকে তার মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ দেওয়া হবে এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে তার নতুন করে বিচার হবে-এমন নিশ্চয়তা। তবে বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করছে-এমন কোনো ধারণা ভারত তৈরি করতে চায় না বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘আমরা জেনেশুনে তাকে কখনোই ফাঁসির মঞ্চে ঠেলে দিতে পারি না। বরং আমরা চাই, তিনি যেন একটি নতুন, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বিচারের সুযোগ পান।’ ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, ভারত চাইবে পুরো বিচারিক প্রক্রিয়াটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও বিশ্ব গণমাধ্যমের নজরদারির মধ্যে অনুষ্ঠিত হোক।

হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার দুটি বিকল্প

বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত চায় হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়টি বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী সামলাক। সেটি আকাশপথে অথবা স্থলসীমান্ত দিয়ে হতে পারে। প্রথম বিকল্পের অধীনে, বাংলাদেশ তাকে দেশে ফিরিয়ে নিতে নয়াদিল্লিতে একটি সামরিক বিমান পাঠাতে পারে। অথবা, দুই দেশের সম্মতিতে নির্ধারিত কোনো সীমান্তে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তাকে গ্রহণ করতে পারেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উভয় ব্যবস্থার যেকোনোটির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন ও লজিস্টিক সহায়তা দিতে ভারত প্রস্তুত রয়েছে।

ভারতের কর্মকর্তারা হাসিনাকে বন্দী হিসেবে বাংলাদেশের বিমানে তুলে দিতে চান না বলে জানা গেছে। ভারতের দীর্ঘদিনের বন্ধু ও মিত্র হওয়ায় এমন পরিস্থিতিতে তাকে হস্তান্তর করা হলে তা নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক মিত্রদের কাছে নেতিবাচক বার্তা দিতে পারে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দেশে ফেরার পর হাসিনার নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকবে-এমন নিশ্চয়তাও চেয়েছে ভারত; যেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

ভারতের এক সামরিক কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে জানান, বাংলাদেশে ফেরার পর হাসিনার জীবন ও নিরাপত্তা যেন ঝুঁকির মুখে না পড়ে, নয়াদিল্লি সেটি নিশ্চিত করতে চায়।

শুরুতে তৃতীয় দেশের বিকল্প ভেবেছিল ভারত

প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত শুরুতে হাসিনাকে কোনো তৃতীয় দেশে পাঠানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছিল এবং এ বিষয়ে কয়েকটি দেশের সঙ্গে যোগাযোগও করেছিল। তবে নানা কারণে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ভারতের নীতিনির্ধারকেরা এখন তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া এবং দেশের বিচারিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়াকেই কূটনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ হিসেবে বিবেচনা করছেন বলে জানা গেছে। ভারতে তার অব্যাহত অবস্থান নয়াদিল্লির জন্য ক্রমশ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; যা বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে প্রভাব ফেলছে এবং গণঅভ্যুত্থানে আন্দোলনকারীদের ওপর প্রাণঘাতী দমন-পীড়নের ঘটনায় দণ্ডিত একজন সাবেক নেতাকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে ভারতকে আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে ফেলছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত আরও মনে করে যে হাসিনার প্রত্যাবর্তন ছাড়া নয়াদিল্লির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক মিত্র আওয়ামী লীগের পক্ষে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অবস্থান পুনরুদ্ধার করা কঠিন হবে।

বাংলাদেশে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকলেও সক্রিয় রাজনীতিতে তাদের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনকে ভারতীয় নীতিনির্ধারকেরা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। বিবিসি বাংলা জানিয়েছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত ব্রিফ করে থাকে এবং এ ধরনের ব্রিফিংয়ে হাসিনাকেও নয়াদিল্লির অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর পর হাসিনা ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার অভিপ্রায় ঘোষণা করেন।

এর আগে রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হাসিনা বলেছিলেন, তিনি ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরতে চান। তিনি সেই অবস্থানেই অটল রয়েছেন, তবে এখনো কোনো নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করেননি।

ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে সামরিক যোগাযোগ

হাসিনার প্রত্যাবর্তন সহজ করার ক্ষেত্রে দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সম্ভাব্য ভূমিকার বিষয়টিও বিবিসির প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

এতে গত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ভারতে বাংলাদেশের তৎকালীন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর নয়াদিল্লি সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সফরে তিনি কেবল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেই নয়, ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন বলে জানা গেছে।

ভারতের এক জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে বলেন, বিশেষ কোনো পরিস্থিতির প্রয়োজন না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় বাংলাদেশে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত হাইকমিশনারের সঙ্গে ভারতের সেনাপ্রধানের আলাদা বৈঠক করার তেমন কোনো কারণ থাকে না। ওই সফরে হাসিনার প্রত্যাবর্তন সহজতর করতে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর সম্ভাব্য সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকতে পারে বলে প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গত দুই থেকে আড়াই বছরে ঢাকা ও নয়াদিল্লির কূটনৈতিক সম্পর্কে উত্থান-পতন সত্ত্বেও দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ভারতের সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে ও তার পূর্বসূরি এর আগে জানিয়েছিলেন যে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আগে থেকেই বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে তারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। জানা গেছে, তাদের মধ্যে প্রতি সপ্তাহেই কথাবার্তা হতো।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত এখন হাসিনার প্রত্যাবর্তন সহজ করতে বিদ্যমান সেই সামরিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো কাজে লাগাতে চায়।

ঢাকার সদিচ্ছা নিয়ে ভারতের সংশয়

হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বারবার আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো হলেও ঢাকার বর্তমান সরকার সত্যিই তার প্রত্যাবর্তন চায় কি না, সে বিষয়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে সংশয় রয়েছে বলে জানা গেছে।

ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে বিবিসি বাংলা জানায়, নয়াদিল্লি মনে করে হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়ে বাংলাদেশের প্রকাশ্য দাবি সরকারের প্রকৃত রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের পূর্ণ প্রতিফলন না-ও হতে পারে। ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের ধারণা, বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই জ্বালানি সংকট এবং পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভসহ বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি রয়েছে। তাদের আশঙ্কা, হাসিনার প্রত্যাবর্তন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে আরও তীব্র করতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, তার ফেরার ব্যবস্থা করার আগে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে, ফলে দ্রুত কোনো সমাধানের সম্ভাবনা কম। তাই ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি ফিরতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে ভারতীয় পর্যবেক্ষকেরা অনিশ্চিত। ভারত যেসব শর্ত চাইছে, সেগুলোর অধীনে তার প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা যে সহজ হবে না, তা-ও দেশটি উপলব্ধি করে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ডিসেম্বরে দেশে ফেরার বিষয়ে হাসিনার প্রকাশ্য ঘোষণায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সম্মতি দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরতে ব্যর্থ হলেও এই ঘোষণার মধ্যে সম্ভাব্য কূটনৈতিক সুবিধা দেখছে নয়াদিল্লি। সাউথ ব্লকের এক কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘অন্তত তখন আমরা বলতে পারব যে শেখ হাসিনা নিজেই দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশ নানা অজুহাত দেখিয়ে তাকে তা করতে দেয়নি।’

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে হাসিনার এই ঘোষণা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে নতুন করে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। এতে আরও বলা হয়, ভারত চায় আওয়ামী লীগ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে পুনরায় জায়গা করে নিক এবং দেশে ফেরার বিষয়ে হাসিনার ঘোষিত অভিপ্রায়কে সম্ভাব্য ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখছে।

বিবিসি বাংলা জানায়, ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর হাসিনা কোথায় থাকবেন, তা এখনো অনিশ্চিত। তিনি যদি ভারতেই থেকে যান, তবে নয়াদিল্লি সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়ার মেয়াদ বাড়ানোর আরেকটি যুক্তি হিসেবে তার এই অবস্থানকে ব্যবহার করতে পারে।

বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ অনুরোধ

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে একটি কূটনৈতিক পত্রের মাধ্যমে হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানায় বাংলাদেশ। কূটনৈতিক পরিভাষায় এ ধরনের চিঠিকে ‘নোট ভার্বাল’ বলা হয়।

পরবর্তী সময়ে ঢাকা আরও কয়েকটি ফলো-আপ অনুরোধ পাঠিয়েছে। তবে বিবিসি বাংলার তথ্যমতে, ভারত এখন পর্যন্ত প্রত্যর্পণের ওই অনুরোধ গ্রহণও করেনি, আবার প্রত্যাখ্যানও করেনি।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বারবার বলেছে, এটি আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং আইন অনুযায়ীই এর সমাধান হবে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার প্রত্যর্পণ চুক্তির বিধান ঢাকার অনুরোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করার সুযোগ নয়াদিল্লিকে দিতে পারে।

এদিকে দ্বিপক্ষীয় সম্পৃক্ততা নিয়ে করা প্রশ্নের জবাবে জয়সওয়াল বলেন, ভারত-বাংলাদেশ কনস্যুলার সংলাপের পরবর্তী পর্ব উভয় পক্ষের জন্য সুবিধাজনক একটি তারিখে অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে সংশোধিত ভ্রমণ ব্যবস্থার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

‘ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে একটি ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক চায়’-এ কথা পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, কারিগরি পর্যায়সহ বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় কাঠামোগুলোর মাধ্যমে ঢাকার সঙ্গে সব বিষয়ে আলোচনা করতে নয়াদিল্লি প্রস্তুত রয়েছে।

জয়সওয়াল আরও বলেন, বাণিজ্য, রেলপথ, পানিসম্পদ ও পানি ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত কাঠামোগুলোর আওতায় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS
212-808-0790	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002

BRONX	JAMAICA	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-822-1081	347-644-5150	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061





নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

শাহ নেওয়াজের নেতৃত্বে সেবার মান ও পরিধি আরও বাড়ানোর প্রত্যয়

পরিচয় ডেস্ক: প্রবাসে জীবনযাত্রার ব্যস্ততা, পরিবর্তিত পারিবারিক কাঠামো এবং ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর বাস্তবতায় হোমকেয়ার সেবা এখন নিউইয়র্কের অভিবাসী কমিউনিটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক নির্ভরতার জায়গা। বিশেষ করে প্রবীণ, অসুস্থ ও দৈনন্দিন জীবনযাপনে অন্যের সহায়তার প্রয়োজন হয়, এমন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করা গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার (Golden Age Home Care) সফলভাবে পার করেছে এক দশক। এক দশকের এই সেবাযাত্রা, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উদযাপনে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বর্ণাঢ্য আয়োজন।

















































ঐতিহাসিক ৮ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের ইস্ট এলমহার্স্টে অবস্থিত লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে নিউ ইয়র্ক এর বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্যবসায়ী, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, শুভানুধ্যায়ী এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের এক দশকের কার্যক্রম, সাফল্য, সেবার পরিধি এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শাহ নেওয়াজ এক দশকের পথচলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেবাকর্মী, পরিচর্যাকারী, সেবাগ্রহীতা, তাঁদের পরিবার এবং দীর্ঘদিনের শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জনাব শাহ নেওয়াজ বলেন, দদশ বছর একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য শুধু সময়ের হিসাব নয়, এটি মানুষের আস্থা অর্জনের একটি দীর্ঘ যাত্রা। আমরা যখন গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের কার্যক্রম শুরু করি, তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষ যেন নিজেদের ঘরে থেকে প্রয়োজনীয় সেবা, সম্মান ও যত্ন পান। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা এগিয়ে চলেছি।'

তিনি আরও বলেন, দএকটি পরিবারের প্রবীণ সদস্য যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন শুধু ওই ব্যক্তি নন, পুরো পরিবারই উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। আমরা সেই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চাই। একজন মানুষ যেন নিজের পরিচিত পরিবেশে, নিজের ভাষায় কথা বলে এবং নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে যত্ন পান, সেটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

ঈশ্বরদী ইপিজেডে পরচুলা কারখানা

১৪ পৃষ্ঠার পর

কোম্পানিটি বছরে ১ লাখ পিস 'এডুকেশনাল হেয়ার ম্যানিকুইন হেড' (অরিজিনাল সিরিজ, ক্যাপ সিরিজ, প্রিমিয়াম সিরিজ এবং স্লিপ-অন সিরিজ) উৎপাদন করবে।

বেপজার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক কসমেটোলজি একাডেমি এবং বিউটি সেলুনগুলোর প্রশিক্ষণের উপযোগী করে তৈরি এসব পণ্য বিশ্বখ্যাত কসমেটিকস ও বিউটি ব্র্যান্ড- ল'রিয়াল, ওয়েলা, কাও এবং হ্যাঙ্কেলের কাছে সরবরাহ করা হবে।

নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন এবং বিডি লেপাচু লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক (জেনারেল ম্যানেজার) হে ঝি লং। বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন ও বেপজার অন্যান্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নতুন এই বিদেশি বিনিয়োগকারীকে স্বাগত জানিয়ে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নেওয়া এবং বেপজার ওপর আস্থা রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বৈচিত্র্যময় খাতে আরও বেশি মার্কিন ও অন্যান্য বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বেপজার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। সেই সাথে কারখানা স্থাপন এবং নির্বিঘ্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটিকে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বেপজার নির্বাহী পরিচালক (নিরাপত্তা) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মহসিন হাসান, নির্বাহী পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস) মশিউদ্দিন বিন মেসবাহ, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ এস এম আনোয়ার পারভেজসহ বেপজার অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিডি লেপাচু লিমিটেডের প্রতিনিধিরা।

উল্লেখ্য, 'এডুকেশনাল হেয়ার ম্যানিকুইন হেড হলো চুল লাগানো এক ধরনের কৃত্রিম মাথা, যা মূলত চুল কাটা, রং করা, স্টাইলিং এবং বিভিন্ন হেয়ারস্টাইল তৈরির প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হয়। বিউটি পার্লার, সেলুন এবং কসমেটোলজি ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা মানুষের আসল চুলে কাজ করার আগে এসব ম্যানিকুইন হেডের ওপর নিয়মিত অনুশীলন করে থাকেন।

২০২৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঈশ্বরদী ইপিজেডে বর্তমানে ২৭টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আরও আটটি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এই ইপিজেড থেকে এপর্যন্ত পুঞ্জীভূত রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩৭ কোটি ডলার এবং প্রকৃত বিনিয়োগ এসেছে ২৮.৭ কোটি ডলার; যেখানে ২০,৯২৮ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

ইতোমধ্যেই ঈশ্বরদী ইপিজেডে বিদ্যমান চারটি প্রতিষ্ঠান টুপি (ক্যাপ), পরচুলা (উইগ) এবং প্রসাধনী সামগ্রী তৈরি করছে। বেপজা জানিয়েছে, তৈরি পোশাক খাতের বাইরে দেশের রপ্তানি ঝুড়িকে বহুমুখী করার যে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলছে, এই নতুন মার্কিন বিনিয়োগ তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিএফসি অর্থায়নের যোগ্য

১৪ পৃষ্ঠার পর

প্রকল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে যুক্তরাষ্ট্রের এই সংস্থাটির সরাসরি অর্থায়ন এবং ঝুঁকি প্রশমন-সংক্রান্ত (রিস্ক-মিটিগেশন) বিশেষ সুবিধা পাওয়ার পথ সুগম হলো।

গত সোমবার (১৬ নভেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ডিএফসির প্রকাশিত এক আনুষ্ঠানিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে ডিএফসি উল্লেখ করেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের বিনিয়োগ মূলত জ্বালানি, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এবং প্রযুক্তি খাতের প্রকল্পগুলোতে সহায়তার মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা এবং অঞ্চলটির সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের এই নতুন যোগ্যতা অর্জন দেশটির বিশাল অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাহিদা পূরণে বেসরকারি খাতের পুঁজি প্রবাহ বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে।

সংস্থাটির মতে, ডিএফসির অর্থায়ন ও ঝুঁকি প্রশমন সুবিধা সম্প্রসারিত হওয়ায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণ সহজ হবে। বিশেষ করে বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় কিন্তু অর্থায়ন সংকট বা বিনিয়োগ ঝুঁকির আশঙ্কায় আটকে থাকা উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে গতি আসবে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবার বিস্তার এবং স্থানীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

এ বিষয়ে ডিএফসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বেন ব্ল্যাক বলেন, 'ডিএফসির অর্থায়ন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব আরও গভীর করা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো শক্তিশালী করে এমন প্রকল্পগুলোতে সহায়তার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উন্মুক্ত করার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থও এগিয়ে নিতে পারব।'

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে উন্মুক্ত অর্থনীতি ও পারস্পরিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশকে সহায়তার বিষয়ে দুই দেশের মধ্যকার পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি (অ্যাগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রোকাল ট্রেড) আমাদের প্রকাশ্য অঙ্গীকারের প্রতিফলন। ডিএফসির অর্থায়ন সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, যা উভয় দেশের সমৃদ্ধি বাড়াবে।'

ডিএফসির বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষের বসবাস ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে এবং বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল বেশ কয়েকটি অর্থনীতি এই অঞ্চলেই অবস্থিত। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত বিনিয়োগের জন্য এটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে মার্কিন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম সম্প্রসারণ, বেসরকারি পুঁজি সংগ্রহ, মুক্তবাজার নীতির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব সুদৃঢ় করতে কাজ করছে সংস্থাটি।

উল্লেখ্য, ডিএফসি হলো যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগবিষয়ক প্রধান সংস্থা এবং মার্কিন অর্থনৈতিক কূটনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। বেসরকারি পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রকল্পে অর্থায়ন, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনৈতিক স্বার্থ এগিয়ে নেওয়া, মার্কিন করদাতাদের জন্য শক্তিশালী মুনাফা নিশ্চিত করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবিলায় মিত্র ও অংশীদার দেশগুলোর সরবরাহব্যবস্থা (সাপ্লাই চেইন) সুরক্ষিত রাখতে কাজ করে সংস্থাটি।

২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে

৫ পৃষ্ঠার পর

তবে নতুন একটি প্রতিবেদনে আভাস দেওয়া হয়েছে যে আগামী এক দশকের মধ্যেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে পারে। ২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে মুসলমানের সংখ্যা হবে ২৫৭ কোটি এবং খ্রিস্টানদের সংখ্যা হবে ২৫২ কোটি। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, আগামী দশকগুলোতে বিশ্বের ধর্মীয় বিন্যাসে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে চলেছে। এই ধরনের পরিবর্তন বিশ্বজুড়ে রাজনীতি, শিক্ষা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে; বিশেষ করে সরকারগুলো কীভাবে বিভিন্ন পরিষেবা পরিকল্পনা করে, স্কুলগুলো কীভাবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জায়গা দেয় এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলো কীভাবে তাদের সম্পদ বরাদ্দ করে-এসব ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়তে পারে। এই প্রবণতা ২০৭০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে; তখন বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩৫.৮ শতাংশ ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যেখানে খ্রিস্টধর্ম অনুসরণকারীর হার হবে ২৯.১ শতাংশ।

কোনো ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নন এমন ব্যক্তিদের অনুপাতও ২০২০ সালের ২৪.২ শতাংশ থেকে কমে ২০৭০ সালে ১৭ শতাংশে নেমে আসবে। হিন্দুদের অনুপাত ১৪.৯ শতাংশ থেকে কমে ১৩.৬ শতাংশ হবে এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অনুপাত ৪.১ শতাংশ থেকে কমে ২.৫ শতাংশে নেমে আসবে।

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ইহুদিদের অংশ কিছুটা হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে-২০২০ সালের ০.১৯ শতাংশ থেকে কমে ২০৭০ সালে তা ০.১৭ শতাংশে দাঁড়াবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল শ্যাটজ নিউজউইককে বলেছেন যে, এই প্রাক্কলনটি "মূলত একটি জনতাত্ত্বিক বিষয়, ব্যাপক হারে ধর্ম পরিবর্তনের কোনো পূর্বাভাস নয়।"

তিনি বলেন, "মুসলিম জনগোষ্ঠীর গড় বয়স কম এবং তাদের প্রজনন হার বেশি, যার ফলে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক দ্রুত। বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান জনসংখ্যাও সংখ্যাগতভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে-বিশেষ করে সাব-Saharan আফ্রিকায়-তবে সেই বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে ধীর হবে।"

যুক্তরাষ্ট্রে নথিপত্রহীন ব্যক্তিদের

৫ পৃষ্ঠার পর

গভর্নর কেভিন স্টিটের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছিলেন।

গভর্নর স্টিট 'পলিটিকো'-র কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ দুই বছরে অভিবাসন সংস্কারের পক্ষে কথা বলেন এবং রিপাবলিকানদের মধ্যবর্তী নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতিকে দায়ী করেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্সের এই মন্তব্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সেই বক্তব্যের বিপরীত বলে মনে হচ্ছে, যা তিনি মধ্যবর্তী নির্বাচনের কয়েক দিন পরেই দিয়েছিলেন। ৮ নভেম্বর প্রচারিত '৬০ মিনিটস' (60 Minutes) অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেছিলেন, "যারা এখানে আছেন-যাদের কেউ কেউ ১০ বা ১৫ বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন-তাদের জন্য একটি সমঝোতায় পৌঁছানো যেতে পারে। আমার মনে হয়, এটি আসলে করা সম্ভব।" তবে তিনি সেখানে 'অ্যামনেস্টি' (amnesty) বা সাধারণ ক্ষমা-যা অভিবাসন সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের জন্য সামগ্রিক ক্ষমা প্রদর্শনের ইঙ্গিত দেয়-এই শব্দটি ব্যবহার করেননি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও বলেছিলেন যে, তিনি ডেমোক্র্যাটদের সাথে মিলে অভিবাসন বিষয়ে কিছু করতে আগ্রহী। তিনি মনে করেন, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকারী সবাইকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো (deportation) ছিল "অত্যন্ত কঠোর" একটি পদক্ষেপ, যা মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের ক্ষতির কারণ হয়েছে।

এর পরের দিন, স্টিফেন মিলারকে-যিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সকল কঠোর অভিবাসন নীতির মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন-হোয়াইট হাউসের নতুন চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পরপরই ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানান যে, তার প্রশাসন 'অ্যামনেস্টি না দেওয়ার' নীতিতেই অটল থাকবে। তবে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, যারা অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করা ছাড়া অন্য কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হননি এবং যারা সমাজে 'উৎপাদনশীল' ভূমিকা রাখছেন, এমন নথিপত্রহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তিনি হয়তো বহিষ্কারের (deportation) বিষয়টি কিছুটা শিথিল করতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, "তারা অবৈধভাবে এসেছিল; তাদের অনেকেই এখন ভালো চাকরি করছে, তারা উৎপাদনশীল ভূমিকা রাখছে, এমনকি কেউ কেউ করও দিচ্ছে-এখন দেখা যাক কী হয়। কোনো সাধারণ ক্ষমা (অ্যামনেস্টি) দেওয়া হবে না... তারা যখন এসেছিল, তখন তারা আইন সম্পর্কে জানত। আমরা বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করছি, তবে আমার নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি; আমরা মূলত অপরাধীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে জঘন্য, তাদেরই লক্ষ্যবস্তু করছি।"

বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) হোয়াইট হাউস ট্রাম্প ও ভ্যান্সের বক্তব্যের মধ্যে কোনো অসঙ্গতির কথা অস্বীকার করেছে বলে মনে হচ্ছে। তারা ট্রাম্পের মিত্র আর্থার শোয়ার্টজের একটি টুইট রিটুইট করেছে, যেখানে ট্রাম্পের এই সপ্তাহে বলা একটি ক্লিপ রয়েছে যে, "কোনো সাধারণ ক্ষমা" দেওয়া হবে না।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরের দিন সকালে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স এক টুইট বার্তায় রিপাবলিকানদের বড় ধরনের পরাজয়ের জন্য ইরান যুদ্ধের দিকে আঙুল তোলেন। এরপর থেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্সের মধ্যকার সম্পর্কের দিকে সবার নজর পড়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুরুতে বলেছিলেন যে, তিনি একমত যে এই যুদ্ধ দলের নির্বাচনী ফলাফলের জন্য সহায়ক ছিল না। তবে পরবর্তীতে তিনি মন্তব্য করেন, ভ্যান্সের টুইটে এটিও উল্লেখ করা উচিত ছিল যে-রাজনৈতিক পরিণাম যা-ই হোক না কেন, ইরান আক্রমণের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। যদিও এই সপ্তাহে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স দাবি করেছেন যে, তার ও ট্রাম্পের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই, তবুও 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর বুধবারের (১৮ নভেম্বর) প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ট্রাম্প ভ্যান্সের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাতে পত্রিকাটি জানিয়েছে, নির্বাচনের পর থেকে ট্রাম্প ভ্যান্সের সমালোচনা করছেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও-র প্রশংসা করছেন-যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এর ফলে এমন জল্পনা তৈরি হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হয়তো তার উত্তরসূরি হিসেবে পররাষ্ট্র সচিব রুবিও-কে সমর্থন করতে পারেন।

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা

১৪ পৃষ্ঠার পর

গত বছরের ডিসেম্বরে দুর্নীতির অভিযোগে টিউলিপকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন বাংলাদেশের একটি আদালত। তার অনুপস্থিতিতেই আরও ১৬ জনের সঙ্গে তার বিচার হয়। অভিযোগে বলা হয়, ঢাকার কাছেই পরিবারের জন্য জমির প্লট বরাদ্দ পেতে তিনি তার খালা শেখ হাসিনার ওপর প্রভাব খাটিয়েছিলেন। লন্ডনে বসবাসকারী টিউলিপ এসব অভিযোগ জোরালোভাবে অস্বীকার করেছেন। বাংলাদেশের বাইরে থাকায় টিউলিপের পক্ষে ওই সাজা ভোগ করার সম্ভাবনা খুবই কম।

সাক্ষাৎকারে টিউলিপ তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোকে 'সম্পূর্ণ অযৌক্তিক' বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি বলেন, খালা শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দীর্ঘদিনের বিরোধের বলি হয়েছেন তিনি।

গুটো হ্যারি ও ডেভিড ডেভিসের উপস্থাপনায় নতুন পডকাস্ট পলিটিকস আনলিশড-এ কথা বলতে গিয়ে টিউলিপ দাবি করেন, তিনি 'বিদ্বেষমূলক মামলার' শিকার হয়েছেন। তিনি আরও জানান, একজন আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। ওই আইনজীবী তাকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ২০২৪ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করা নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে 'মামলা করার মতো ভিত্তি' তার রয়েছে।

টিউলিপ দাবি করেছেন, 'মূলত এটি ছিল বিদ্বেষমূলকভাবে করা একটি মামলা।' তিনি জানান, আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে আইনি পদক্ষেপের বিভিন্ন সুযোগ খতিয়ে দেখছেন এবং এ বিষয়ে 'বিবেচনা করছেন'।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে ড. ইউনূসের দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগীর মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি।

টিউলিপ দাবি করেন, তার বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ আনা হয়েছে, তা জানার জন্য তিনি 'বারবার চেষ্টা' করেছেন। কিন্তু তার আইনজীবীদের পাঠানো চিঠির কোনো জবাব দেয়নি বাংলাদেশের সরকার।

তিনি জানান, লন্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে অবস্থানকালে ড. ইউনূসকে হাতে লেখা একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি। টিউলিপ বলেন, 'তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি। সামনাসামনি কথা বলার জন্য আমি বারবার চেষ্টা করেছি।'

বিক্ষোভকারীদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত

৫২ পৃষ্ঠার পর

নামে বেসামরিক নেতৃত্বাধীন একটি নতুন দল গঠন করছেন। এই দলের সদস্যরা নিরস্ত্র থাকবেন এবং কাউকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা থাকবে না তাদের।

তিনি আরও জানান, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে (এনওয়াইপিডি) বিলুপ্ত হওয়া এসআরজি ইউনিটের আংশিক স্থলাভিষিক্ত হবে 'প্যাট্রোল সাপোর্ট ডিভিশন' নামে একটি নতুন ইউনিট। এই ইউনিটটি ভিন্নভাবে বিক্ষোভ পরিস্থিতি সামাল দেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এক বিবৃতিতে মেয়র বলেন, 'নিউইয়র্কবাসীর সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী বিক্ষোভ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী হুমকি মোকাবিলার মতো একই ধরনের পুলিশি আচরণের মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়।'

একটি 'কুখ্যাত' ইউনিট

২০২০ সালের গ্রীষ্মে পুলিশি সহিংসতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালে আন্দোলনকারী, সাংবাদিক ও আইনি পর্যবেক্ষকদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগে মামলা করেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস ও নিউইয়র্ক সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নসহ (এনওয়াইসিএলইউ) কয়েকটি পক্ষ। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩ সালের এক আইনি সমঝোতায় এসআরজি ইউনিটটিকে তিরস্কার করা হয়।

এনওয়াইসিএলইউ ও অন্যান্য নাগরিক অধিকার সংগঠন মামদানির এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে তাদের আশঙ্কা, নতুন 'প্যাট্রোল সাপোর্ট ডিভিশন' শেষ পর্যন্ত এসআরজি বিলুপ্তির বদলে কেবল নতুন নামে সেটিরই পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

আইনি সহায়তা সংস্থা 'দ্য লিগ্যাল এইড সোসাইটি' সোমবারই (১৬ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে 'এনওয়াইপিডির অন্যতম কুখ্যাত এ ইউনিট' বিলুপ্ত করার প্রশংসা করেছে। তবে সংস্থাটি বলেছে, 'এসআরজির কৌশলগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে নতুন ইউনিটটির ওপর কঠোর নজরদারি রাখতে হবে।'

মূল্যস্ফীতি কমলেও বাংলাদেশে

৯ পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার বাড়তি ব্যয় সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) গত সোমবার (০৯ নভেম্বর) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি কমে ৮ দশমিক ২৭ শতাংশ হয়েছে। সেপ্টেম্বরে এ হার ছিল ৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ। তবে গত বছরের অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ। অক্টোবরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমে ৬ দশমিক ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, সেপ্টেম্বরে যা ছিল ৭ দশমিক ২২ শতাংশ। গত ৫৪ মাসের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন। এর আগে ২০২২ সালের এপ্রিলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৬ দশমিক ২৩ শতাংশ। তবে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ হয়েছে, সেপ্টেম্বরে যা ছিল ৯ দশমিক ৩০ শতাংশ। গত ৪১ মাসের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ এবং ২০২৩ সালের মে মাসের ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশের কাছাকাছি।

বিবিএস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, খাদ্যপণ্যের দাম কমলেও খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সার্বিক মূল্যস্ফীতির উঠতির দিকেই রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান ও অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের দাম বৃদ্ধিই এখন মূল্যস্ফীতির প্রধান চালিকাশক্তি। তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরে জ্বালানির দাম সমন্বয়ের প্রভাব পণ্যের দামের ওপর আরও এক-দুই মাস থাকবে। কারণ, এর পুরো প্রভাব ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছাতে সময় লাগে। বিদ্যুতের দাম পরিবর্তন, সরবরাহ ঘাটতি ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির চাপ আরও বাড়াবে।

তিনি আরও বলেন, 'সেপ্টেম্বরে জ্বালানির দাম সমন্বয়ের প্রভাব অবশ্যই পড়েছে। আগামী এক-দুই মাসও তা অব্যাহত থাকবে। কারণ, এর পুরো প্রভাব একসঙ্গে পড়ে না।' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, অনুকূল আবহাওয়া এবং মৌসুমি সবজি, আলু ও পেঁয়াজের সরবরাহ বাড়ায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমেছে।

তবে পরিবহন, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিচ্ছে। সাম্প্রতিক জ্বালানির দাম বৃদ্ধির কারণে পরিবহন ব্যয় বেড়েছে। পরিবহনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বাড়তি ব্যয়ের এই চাপ ভাড়া বৃদ্ধির মাধ্যমে যাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'পরিবহন অপারেটররা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাড়া বাড়িয়েছেন। এতে ভোক্তাদের ওপর তুলনামূলক বেশি চাপ পড়েছে।'

মজুরি বৃদ্ধির হার কমেছে, চাপে পরিবারগুলো

অক্টোবরে মজুরি বৃদ্ধির হারও কমেছে। সেপ্টেম্বরে এ হার ছিল ৭ দশমিক ৯ শতাংশ, অক্টোবরে তা কমে ৭ দশমিক ৬৩ শতাংশ হয়েছে। বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, এর আগে কয়েক মাস ধরে মজুরি বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের ওপরে ছিল। জাহিদ হোসেন বলেন, মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও মজুরি বৃদ্ধির গতি কমে যাওয়ার অর্থ হলো, শ্রমজীবী মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে।

তিনি বলেন, 'মূল্যস্ফীতি কমলেও প্রকৃত মজুরি বাড়েনি। বরং তা কমার হার আরও বেড়েছে।'

মজুরি সূচকে দৈনিক শ্রমনির্ভর কাজসহ ৬৩টি স্বল্পদক্ষ পেশার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাহিদ বলেন, এই পরিসংখ্যান দেশের বড় একটি জনগোষ্ঠীর আর্থিক সংকটের চিত্র তুলে ধরে। তিনি বলেন, 'আমাদের ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে অন্তত ৮ থেকে ১০ কোটি মানুষ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, জনসংখ্যার অন্তত অর্ধেক এই প্রভাবের মুখোমুখি হচ্ছেন।' তিনি আরও বলেন, 'মজুরির ওপর নির্ভরশীলদের টিকে থাকা আরও কঠিন হয়ে উঠছে। এতে আমাদের ঝুঁকি আরও বাড়ছে।'

লুৎফর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে নিম্ন আয়ের পরিবার ও দৈনিক মজুরির ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা বিভিন্ন খাতে ব্যয় কমাতে বাধ্য হচ্ছেন, এমনকি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যেও।

তিনি বলেন, 'মানুষ শুধু অপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনা কমাচ্ছে না, মৌলিক প্রয়োজনেও ব্যয় কমাচ্ছে। খাবার, সন্তানের শিক্ষা ও চিকিৎসার খরচ মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে অনেকের পক্ষে। এসব ব্যয় মেটাতে কেউ কেউ নিজেদের সঞ্চয়ও ভাঙছেন।'

তিনি আরও বলেন, পরিবারের ব্যয়ের ওপর চাপের এই প্রভাব ব্যবসা-বাণিজ্যেও পড়ছে। ভোক্তারা পোশাক, কেনাকাটা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পণ্যে খরচ কম করায় এসব খাতের ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সরকারের ৭ দশমিক ৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব কি না, প্রশ্ন তোলেন জাহিদ। তার মতে, এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও তা বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিচারে সক্ষমতা নিশ্চিতের জন্য যথেষ্ট নয়।

তিনি বলেন, 'লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও আমি খুব স্বস্তি পাব না। ৭ দশমিক ৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব না।' তিনি স্বীকার করেন, এক বছরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা বাস্তবসম্মত না-ও হতে পারে। তবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অন্তত অগ্রগতির ইঙ্গিত দেবে। কিন্তু সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, ওই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোও কঠিন হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিসুদ কমানোর পরও ঋণ প্রবৃদ্ধি দুর্বল থাকায় ভোক্তা চাহিদা বৃদ্ধিকে মূল্যস্ফীতির প্রধান কারণ হিসেবে মানছেন না জাহিদ। তার মতে, ভোক্তা চাহিদা বৃদ্ধির পরিবর্তে উৎপাদন ও পরিচালন ব্যয় বেড়ে যাওয়াই মূল্যস্ফীতির বড় কারণ।

বাজার তদারকির দুর্বলতার কারণেও বিভিন্ন অতিরিক্ত ব্যয় তৈরি হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর সঙ্গে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর চাঁদাবাজিও রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যালান্স শিট দ্রুত সম্প্রসারণ এবং হাই-পাওয়ার্ড মানি বৃদ্ধি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তিনি সতর্ক করেন, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে অতিরিক্ত অর্থপ্রবাহ মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়াতে পারে।

ঢাকাভিত্তিক গবেষণা সংস্থা র‍্যাপিডের গবেষণা পরিচালক মো. দীন ইসলাম বলেন, বিনিয়োগের চাহিদা দুর্বল থাকা ও মজুরি বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় সামগ্রিক চাহিদা কম রয়েছে। ফলে জ্বালানির দাম বাড়লেও মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ সীমিত আছে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, জ্বালানির বাড়তি ব্যয়ের পুরো প্রভাব এখনো ভোক্তা পর্যায়ের দামে প্রতিফলিত না-ও হয়ে থাকতে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক হলে এ চাপ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমার পেছনে অনুকূল আবহাওয়া, ভালো ফলন ও কৃষকদের জন্য সরকারের প্রণোদনাকেও কৃতিত্ব দেন দীন ইসলাম।

তিনি আরও বলেন, তুলনামূলক স্থিতিশীল বিনিময় হার এবং বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম স্থিতিশীল থাকায় আমদানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে ছিল।

দীন ইসলাম বলেন, 'বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি অনেকাংশেই বিশ্ববাজারের পণ্যের দামের ওঠানামার ওপর নির্ভরশীল। এ সময়ে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার ১২২ থেকে ১২৩ টাকার মধ্যে তুলনামূলক স্থিতিশীল ছিল। একই সময়ে বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ছিল বা কমেছে। ফলে আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির চাপ সীমিত ছিল।'

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় বড়

১২ পৃষ্ঠার পর

জানুয়ারি মাস থেকে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ (হাউস) ও উচ্চকক্ষ (সিনেট)-উভয়ের নিয়ন্ত্রণই ডেমোক্র্যাটিক দলের হাতে থাকবে।

এল পাসোর এসকোবার, ফ্লোরিডার রিপাবলিকান দলীয় যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য মারিয়া এলভিরা সালাজারের সাথে যৌথভাবে 'ডিগনিটি অ্যাক্ট' (Dignity Act) নামে একটি বিল প্রণয়ন করেছিলেন, যা ২০২৫ সালে পাস হতে ব্যর্থ হয়। এই বিলটিতে 'ড্রিমার' (Dreamers) বা যারা শৈশবে পরিবারের সাথে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন-তাদের জন্য নাগরিকত্ব পাওয়ার একটি পথ প্রস্তাব করা হয়েছিল। এছাড়া, যেসব ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে বৈধ নথিপত্র ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, তারাও এই সুযোগ পাওয়ার যোগ্য হতেন, তবে শর্ত ছিল যে তাদের কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড থাকা চলবে না এবং তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। 'ড্রিমার' শব্দটি সাধারণত সেই ব্যক্তিদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যাদের শৈশবে তাদের পরিবার অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসেছিল।

"আমাদের রিপাবলিকানদের সমর্থন প্রয়োজন। তাই অভিবাসন ব্যবস্থার যেকোনো সামগ্রিক সংস্কার হতে হবে উভয় দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে," এসকোবার বললেন। "আমরা আপনাদের মতামতকে স্বাগত জানাই। আমরা আপনাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমরা চাই আপনারা আলোচনার টেবিলে থাকুন।"

এসকোবার জানান, ২০ জন রিপাবলিকান এই বিলটিকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি আশা করছেন, বিলটিকে আরও উন্নত করার বিষয়ে নিজের দল এবং রিপাবলিকান সহকর্মীদের কাছ থেকে মতামত পাবেন, যাতে নতুন বছরে এটি পাস করানো সম্ভব হয়।

এসকোবার বলেন, "আমরা এই সমর্থকের সংখ্যা বাড়াতে চাই এবং বিলটিকে হাউস থেকে পাস করিয়ে সিনেটে পাঠাতে চাই। সিনেটে ইতিমধ্যে দুজন সদস্য-যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দলের-'ডিগনিটি অ্যাক্ট' (Dignity Act)-এর প্রতি গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন। আমাদের লক্ষ্য হলো, বিলটিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রেসিডেন্টের ডেস্কে পৌঁছে দেওয়া।"

টেক্সাসের ডেমোক্র্যাটিক দলীয় মার্কিন প্রতিনিধি জোয়াকিন কাস্ত্রো বলেন, "গণ-নির্বাসনের এই অভিযান আমাদের দেশে-বিশেষ করে দক্ষিণ টেক্সাসে-মানুষের জীবন ধ্বংস করছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিসাধন করছে। আমার বিশ্বাস, পরিবর্তন আসছে। আর আমার মনে হয়, গত সপ্তাহে আমেরিকা ঠিক এই পরিবর্তনের জন্যই ভোট দিয়েছে।"

রিও গ্রান্ড ভ্যালি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী টেক্সাসের ১৫তম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে নির্বাচিত নতুন কংগ্রেস সদস্য ববি পুলিডো-যিনি রিপাবলিকান দলের বর্তমান প্রতিনিধি মনিকা দে লা ক্রুজকে পরাজিত করেছেন-তিনিও তার অভিজ্ঞ আইনপ্রণেতা সহকর্মীদের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন যে, অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

রিও গ্রান্ড ভ্যালিতে এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যাদের সদস্যদের অভিবাসন মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন-অর্থাৎ পরিবারের কেউ হয়তো নাগরিক, আবার কেউ হয়তো অনিবন্ধিত অভিবাসী। পুলিডো বলেন, "এরা খুব ভালো মানুষ; আমরা এদের ভালোবাসি, এদের চিনি এবং দীর্ঘকাল ধরেই এদের সাথে আমাদের পরিচয়।" এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন রিও গ্রান্ড ভ্যালির 'ক্যাথলিক চ্যারিটিস'-এর নির্বাহী পরিচালক সিস্টার নরমা পিমেন্টেল। পুলিডো আরও বলেন, "বর্তমানে তারা মুদি দোকানে যেতেও ভয় পাচ্ছেন। আমরা যা দেখছি তা হলো-নিষ্ঠুরতার সাথে দুর্নীতির এক মেলবন্ধন। ৩রা নভেম্বরের গত নির্বাচনে আমরা যদি কোনো বার্তা দিয়ে থাকি, তবে তা হলো-আমরা এই নিষ্ঠুরতা ও দুর্নীতিতে ক্লান্ত।"

উপস্থিত দর্শকদের করতালির মধ্যে পুলিডো বলেন, "২০২৮ সালে যারা আমাদের সমর্থন পেতে চায়, তাদের অবশ্যই অভিবাসন সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে-এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। এই অভিবাসন নীতিগুলো কেবল অভিবাসীবিরোধীই নয়, বরং এগুলো আমেরিকান-বিরোধী।"

পুলিডো জানান যে তাঁর স্ত্রী মেক্সিকান এবং তাঁর ছেলে এমন একটি পরিবারের সদস্য, যেখানে পরিবারের সদস্যদের অভিবাসন মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন।

"আমাদের এর সমাধান করতে হবে," পুলিডো বলেন।

টেক্সাসের ডেমোক্র্যাটিক দলীয় কংগ্রেস সদস্য হেনরি কুয়েলার-যাঁর নির্বাচনী এলাকা লারেডো থেকে রিও গ্রান্ডে ভ্যালি পর্যন্ত বিস্তৃত-জানান যে, তিনি 'হাউস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস সাবকমিটি'-র পরবর্তী চেয়ারম্যান হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন। এই উপ-কমিটিটি 'ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি' বা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল নিয়ন্ত্রণ করে।

তিনি বলেছেন যে তিনি সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণ এবং ইউ.এস. ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE)-এর কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ছাড় ও বিধিনিষেধ আরোপ করতে চান।

"নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে আমার একটি পরিকল্পনা রয়েছে। আমার কাছে রেলপথে নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন এবং ডিটেনশন সেন্টার বা আটক কেন্দ্রগুলো নিয়ে কিছু প্রস্তাব রয়েছে যা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে," কুয়েলার বলেন।

জেনসেন হুয়াংকে এনভিডিয়া প্রধানের

৬ পৃষ্ঠার পর

ওয়েবসাইটের খোলা চিঠিতে বলা হয়, 'আমরা জেনসেন হুয়াংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোর্ডের কাছে স্পষ্ট দাবি জানাচ্ছি: স্বাধীন তদন্তে তথ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় জেনসেনকে ফিরিয়ে আনা হোক।'

তবে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স বিশেষজ্ঞ ও কয়েকজন বিনিয়োগকারী সতর্ক করে বলছেন, তদন্ত শেষ হওয়ার আগে হুয়াংকে ফেরালে প্রতিষ্ঠানটি নতুন ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) তাইওয়ানের সর্বোচ্চ ভবন তাইপে ১০১-এ 'তাইওয়ান লাভস জেনসেন'-সহ বিভিন্ন বার্তা প্রদর্শন করা হয়। অ্যাট্রাইডিস ম্যানেজমেন্টের গ্যাভিন বেকার ও অল্টিমিটার ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের প্রধান নির্বাহী ব্র্যাড গার্স্টনারসহ কয়েকজন বড় শেয়ারহোল্ডার এনভিডিয়াকে আহ্বান জানিয়েছেন, সব তথ্য জানার আগে যেন নতুন সিইও নিয়োগে তাড়াহুড়া না করা হয়।

এদিকে, হুয়াংয়ের পদত্যাগ যুক্তরাষ্ট্রকে এআই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রযুক্তি খাতের একাধিক নেতা। সোমবার (১৭ নভেম্বর) এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম ৪ শতাংশের বেশি কমেছে। এছাড়া, হুয়াংয়ের সম্পর্কের খবর প্রকাশের পর থেকে এনভিডিয়ার বাজারমূল্য ৮০০ বিলিয়ন ডলার কমেছে।

উল্লেখ্য, টানা ৩৩ বছর এনভিডিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার পর গত বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেন হুয়াং জেনসেন। - রয়টার্স ও দ্য নিউইয়র্ক টাইমস

'মানুষমাত্রই ভুল হয়, ফিরিয়ে

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, সেখান থেকে বৃহস্পতিবার হঠাৎ করেই তাঁর পদত্যাগের ঘটনা কর্মীদের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। অনেকে যুক্তি দিয়েছেন, এনভিডিয়ার প্রতি তাঁর অবদানকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, অভিযোগের বিষয়ে বোর্ডের তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই কেন তিনি পদত্যাগ করলেন।

হুয়াঙের পদত্যাগের আগেই এনভিডিয়ার দীর্ঘদিনের এক কর্মী এই অভ্যন্তরীণ পোস্টটি করেছিলেন। সংস্থার পরামর্শ বাক্সে (সাজেশন বক্স) দেওয়া ওই পোস্টে বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছিল যেন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কর্মীদের মতামত বিবেচনায় নেওয়া হয়। এর পর থেকে এতে ১,৬০০টিরও বেশি মন্তব্য জমা পড়েছে, যার অনেকগুলিতেই বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে যেন হুয়াংকে পুনরায় দায়িত্বে ফিরিয়ে আনার কোনও উপায় খুঁজে বার করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মী লিখেছেন, ''যদি আপনারা সংস্থার লক্ষ্য বা মিশনের উপর বিশ্বাস রাখেন, তবে 'বস্'কে ফিরিয়ে আনুন।" অন্য এক জন আবার সদ্যপ্রাক্তন সিইও-র জন্য আর একটি সুযোগ চেয়ে বলেছেন, "আমরা সবাই মানুষ, ভুল হতেই পারে। জেনসেন অনেক ভাল কাজ করেছেন সংস্থার জন্য। তাই তাঁর আর একটি সুযোগ পাওয়া উচিত।" এনভিডিয়া-র এক কর্মী আরও এক ধাপ এগিয়ে সংস্থার উদ্দেশে একটি ইমেল পাঠিয়েছেন। সেখানে তিনি হুয়াঙের বিদায়ের বিষয়ে আরও স্বচ্ছতা দাবি করেছেন এবং প্রাক্তন সিইও-র প্রতি নিজের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। ওই কর্মী লিখেছেন, "আমি জেনসেনের পাশে আছি। এর মানে এই নয় যে আমি মনে করি মানুষ ভুলত্রুটির উর্ধ্বে। বরং আমি এটা মানতে রাজি নই যে ন্যায়বিচারের পক্ষে দাঁড়ানোর অর্থই হল এমন একজন ব্যক্তির থেকে দূরত্ব বজায় রাখা। জেনসেনের নেতৃত্ব আমাদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।" ইমেলটিতে প্রযুক্তি শিল্পে জেনসেনের অবদানের কথাও জোরালো ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ওই কর্মী লিখেছেন, "আমেরিকা যদি সেই মানুষটির প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়, যিনি দেশটির ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করেছেন, তবে এই পৃথিবী জেনসেন হুয়াঙের যোগ্য নয়।"

জেনসেনের প্রতি প্রকাশ্যেও সমর্থন উঠে এসেছে। পদত্যাগের পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এনভিডিয়ার প্রায় দু'ডজন কর্মী পেশাদারদের সমাজমাধ্যম লিঙ্কডইন-এ পোস্ট করে প্রাক্তন সিইওর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এনভিডিয়াতে বেশ কয়েক বছর ধরে কর্মরত এক কর্মী, যিনি প্রকাশ্যে কথা বলার জন্য অনুমোদিত নন, তিনি জানিয়েছেন, হুয়াংকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার পক্ষে কর্মীদের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। ওই কর্মী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, প্রতিষ্ঠাতা জেনসেন নিজে নেতৃত্ব না দিলে সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তিনি 'ওয়্যারড'কে বলেন, "জেনসেন আছেন বলেই এনভিডিয়া আজ এনভিডিয়া।"

উল্লেখ্য, চাপের মুখে এনভিডিয়ার 'চিফ এগ্‌জি□কিউটিভ অফিসার' বা সিইও পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন একাধিক পরকীয়া কাণ্ডে জর্জরিত জেনসেন। এনভিডিয়ার সদ্যপ্রাক্তন সিইও-র দু'টি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের বিষয় প্রকাশ্যে আসার পর বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেন তিনি। তার কয়েক ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই তাঁর বিরুদ্ধে এনভিডিয়ার আরও এক কর্মীর সঙ্গে সম্পর্কে থাকার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার হুয়াঙের পদত্যাগের খবর জানিয়ে বিবৃতি দেয় এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ। জানায়, চিপ নির্মাণকারী সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট, সিইও এবং পর্ষদ সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জেনসেন। যদিও সংস্থার বোর্ড মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার তদন্ত বা গুপ্তচরবৃত্তির কেলেঙ্কারির বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেনি। জেনসেনের পদত্যাগের কোনও আনুষ্ঠানিক কারণও জানানো হয়নি। সূত্রের খবর, অনেক কর্মীই আশা করেছিলেন যে কোনও বড় ধরনের পরিবর্তনের আগে বোর্ড তাদের তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করবে। পরামর্শ বাক্সে জমা দেওয়া মূল পোস্টে বিশেষ ভাবে অনুরোধও করা হয়েছিল, যেন বোর্ড তাদের তদন্তের ফলাফল কর্মীদের সঙ্গে ভাগ করে নেয় এবং জেনসেন সিইও হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন কি না সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কর্মীদের মতামত জানতে চায়। কিন্তু তার বদলে, তদন্ত শুরু হওয়ার ঠিক পর পরই হুয়াং পদত্যাগ করেন। এর ফলে কর্মীরা এখন জানতে চাইছেন, ঠিক কী কারণে তিনি সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। বিতর্কের মুখে থাকা এনভিডিয়ার প্রাক্তন সিইও-র সমর্থনে এবং তাঁকে ফিরিয়ে আনার দাবিতেও সরব কর্মীদের একাংশ।


অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের
সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে
শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যেকোন অনুষ্ঠানের
বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anganhallny@gmail.com



ফ্রেন্ডশিপ সেন্টারের ভবনটি ওপর দিক থেকে দেখলে মহাস্থানগড়ের প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ছবি ফুটে ওঠে অনেকটা। ফাইল ছবি



ভবনের ওপর ও চারপাশে রয়েছে ফুল-ফলসহ নানা প্রজাতির গাছ। প্রকৃতির মধ্যে মিশে যেন অদৃশ্য হয়ে আছে কমপ্লেক্সটি - ফাইল ছবি



ভবন শীতল রাখতে আছে জলাধার - ফাইল ছবি



ভবনের চারদিকে অনেক জলাধার আছে। বেশি পানি জমলে স্বয়ংক্রিয় সেচের মাধ্যমে পুকুরে গিয়ে পড়ে - ফাইল ছবি

গাইবান্ধার প্রত্যন্ত গ্রামের

৫২ পৃষ্ঠার পর

আগামী ১২ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের মোমায় এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। পুরস্কারের মোট দুই লাখ ডলারের মধ্যে কাশেফ চৌধুরী ও তাঁর প্রতিষ্ঠান পাবেন এক লাখ ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ২৪ লাখ টাকা। বাকি এক লাখ ডলার (প্রায় ১ কোটি ২৪ লাখ টাকা) ব্যয় হবে আর্জেন্টিনার গ্রান চাকো অঞ্চলে বন পুনরুদ্ধার ও বনায়নের কাজে। ফ্রেন্ডশিপ সেন্টারের উদ্যোক্তা বেসরকারি সংস্থা ফ্রেন্ডশিপের সম্মানে এই বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ফুন্দাসিওন গ্রান চাকো। মোমার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত ৩০ বছরে বিশ্বের যেকোনো স্থানে নির্মিত এমন স্থাপত্যকর্মকে এই পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়, যা স্থাপত্যের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অর্থমূল্যের দিক থেকে একক স্থাপত্য প্রকল্পের জন্য এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হিসেবে উল্লেখ করেছে মোমা।

প্রথমবারের এই পুরস্কারের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১৪০টি স্থাপত্য প্রকল্প বিবেচনায় নেওয়া হয়। মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩০ জন বিশেষজ্ঞ। শেষ পর্যন্ত গাইবান্ধার ফ্রেন্ডশিপ সেন্টারকে সেরা হিসেবে নির্বাচন করেন বিচারকেরা।

পুরস্কারের জন্য প্রায় এক বছর ধরে কাশেফ চৌধুরীর বিভিন্ন প্রকল্প পর্যালোচনা করেন আয়োজকেরা। গত অক্টোবরে একজন বিচারক ঢাকা, কেরানীগঞ্জ, গাইবান্ধা, সিলেট ও বরিশালে তাঁর বিভিন্ন স্থাপত্য প্রকল্প ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি নকশা ও নির্মাণসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। তবে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়টি জানতেন না কাশেফ চৌধুরী।মোমার আম্বাস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ইভানজেলোস কোটসিওরিস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, আঞ্চলিক নির্মাণরীতি, পানি, উদ্ভিদ ও স্থানীয়ভাবে পরিচিত নির্মাণসামগ্রী ইটের সমন্বয়ে ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার দেখিয়েছে, সীমিত উপকরণ ব্যবহার করেও স্থাপত্যে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা তৈরি করা সম্ভব। তাঁর মতে, পরিবেশ ও প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত এই স্থাপত্যকর্ম।

যে কারণে অনন্য ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার

গাইবান্ধা জেলা শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের মদনেরপাড়া গ্রামে ফ্রেন্ডশিপ সেন্টারের অবস্থান। ২০০৮ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে সেন্টারটির নকশা ও নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে বেসরকারি সংস্থা ফ্রেন্ডশিপের কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণের জন্য এটি নির্মিত হয়েছে। প্রায় ৯ হাজার ২১০ বর্গমিটার জমিতে গড়ে ওঠা এই স্থাপত্য কমপ্লেক্স ভবনের আয়তন প্রায় ৩১ হাজার বর্গফুট। এর নকশায় প্রাচীন মহাস্থানগড়ের স্থাপত্য থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় মানুষের হাতে তৈরি ইট দিয়ে নির্মিত কমপ্লেক্সটিতে রয়েছে খোলা উঠান, খিলান, বাগান ও জলাধার।

দুটি চতুর্ভুজ আকৃতির ব্লকে বিভক্ত ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার। একটি ব্লকে রয়েছে কার্যালয়, শ্রেণিকক্ষ, পাঠাগার ও ধ্যানের জায়গা। অন্যটিতে রয়েছে আবাসন ও খাবারের ব্যবস্থা। ভবনের ছাদে ঘাস লাগানো হয়েছে। ফলে দূর থেকে ভবনটি আশপাশের সবুজ মাঠের সঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হয়।

ফ্রেন্ডশিপ সেন্টারের নকশার বিশেষত্ব হলো, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্মাণ ব্যয় ও জ্বালানির ব্যবহার কমানো। বন্যাপ্রবণ ও দুর্বল মাটির এলাকায় ভবনটি নির্মাণে ব্যয়বহুল উঁচু ভিত্তি তৈরির পরিবর্তে চারপাশে মাটি সংকুচিত করে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এর ভেতরে নিচু জমিতেই গড়ে তোলা হয়েছে ভবন।

সবুজ ছাদ, খোলা উঠান ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জলাধার ভবনটিকে শীতল রাখতে সহায়তা করে। প্রাকৃতিক আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ফলে ব্যয়বহুল শীতাতপনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা ছাড়াই ভবনের ভেতরে আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার এর আগেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১২ সালে স্থাপত্যবিষয়ক সাময়িকী ‘দ্য আর্কিটেকচারাল রিভিউ’-এর উদীয়মান স্থাপত্য পুরস্কার অর্জন করে প্রকল্পটি। ২০১৬ সালে পায় বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক ‘আগা খান স্থাপত্য পুরস্কার’।

নতুন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার অনুভূতি জানতে চাইলে স্থপতি কাশেফ চৌধুরী শনিবার বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ পুরস্কার খুব সম্মানের। আর বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো প্রকল্প যখন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়, তখন আনন্দটা আরও বেশি হয়।’

কাশেফ চৌধুরী বলেন, ‘আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের নামটি উঠে এসেছে। দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটাই আমাদের বড় পাওয়া।’

- সংবাদসূত্র ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো

শ্রমিক অসন্তোষ: বাংলাদেশে ২০৪

৯ পৃষ্ঠার পর

মজুরি পাবেন না শ্রমিকরা। ছুটি ঘোষণা করা ২০৪ কারখানার মধ্যে সর্বাধিক ১৩৭টিই সাভার ও আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলের। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে রোববার থেকে ১৩(১) ধারায় পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অনেক মালিক। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শনিবার পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) ডেকেছে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সেখান থেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আসতে পারে। এদিকে শ্রমিক অসন্তোষে জড়িত নয়- এমন শিল্প গ্রুপের জব্দ করা ব্যাংক হিসাব খুলে দিতে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে বিজিএমইএ। বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গতকাল সমকালকে বলেন, দুই সপ্তাহ ধরে কারখানা বন্ধ থাকায় মালিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তারা ১৩(১) ধারায় কারখানা বন্ধ করতে চান। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে হয়তো সেদিকেই যেতে হবে। গত দুদিনে বেশ কিছু কারখানা এই ধারায় নিজেদের উদ্যোগে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। বিজিএমইএর সভাপতি বলেন, পোশাকশিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সন্দেহে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) অনেক ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে। তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি, সেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব খুলে দিতে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে অনুরোধ করেছেন তারা। এরই মধ্যে কয়েকটি কারখানার ব্যাংক হিসাব খুলে দেওয়া হয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক আন্দোলনে ইন্ধন ও অর্থায়নের অভিযোগে এনবিআর দুই শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ এবং লেনদেনের তথ্য তলবের উদ্যোগ নেয়। এর মধ্যে ১০০ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যেসব কারখানায় শ্রমিকরা কাজ করছেন না, সেগুলো ১৩(১) ধারায় বন্ধ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মালিকরা। তাদের মতে, দুই সপ্তাহ ধরে শ্রমিকরা কারখানায় হাজিরা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় উৎপাদন কার্যক্রম কার্যত বন্ধ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইন

৬ পৃষ্ঠার পর

সামরিক সহায়তা দিতে মার্কিন করদাতাদের অর্থ ব্যবহার করা উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে মার্কিন সরকারকে নিজেদের কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে হবে।''

৪২ বছর বয়সী চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আব্দুলের মতে, মার্কিন নীতি ইজ□রায়েল, পাকিস্তান মিশর, ও জর্ডনের ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনকে অন্য দেশগুলির সামনে দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে। সম্প্রতি ইজ□রায়েলকে ৪০০ কোটি টাকার সামরিক সহায়তা স্থগিত রাখার যে সিদ্ধান্ত ট্রাম্প সরকার নিয়েছে তাকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, ''মার্কিন করদাতাদের অর্থ অন্য দেশের সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যয় না করে আমেরিকার নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে খরচ করা উচিত।'' পাকিস্তান, মিশর, জর্ডন এবং ইজ□রায়েলের বিরুদ্ধে মার্কিন সাহায্যের অপব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগও তুলেছেন তিনি।

ফের ইরান যুদ্ধ শুরু

৭ পৃষ্ঠার পর

অব্যাহত তৎপরতায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন আরব ও মুসলিম দেশগুলোর নেতারা।

সোমবার (১৬, নভেম্বর) প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও জানিয়েছেন, উপসাগরীয় অঞ্চলের মিত্ররা ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক অভিযান চায় না।

কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আল থানির সঙ্গে আলোচনার পর নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, 'কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কুয়েতসহ অন্য দেশগুলো বর্তমান পরিস্থিতি বজায় রাখতেই বেশি আগ্রহী।'

এদিকে গত মাসে ইসরায়েলের নির্বাচনে কোনো দলই সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নেতানিয়াহু। তিনি ইরানের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলা আবার শুরুর আহ্বান জানিয়েছেন।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, প্রায় নয় মাস ধরে চলা যুদ্ধের অবসানে 'ইতিবাচক অগ্রগতি' হচ্ছে। ইরানে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার সম্ভাবনা এখন 'খুবই কম' বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

ফোনালাপে উত্তেজনা

ওয়াইনেট প্রতিবেদনে জানায়, ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর এক ফোনালাপে উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে একপর্যায়ে তা 'তুমুল চিৎকার-চেঁচামেচিতে' রূপ নেয়। তবে নেতানিয়াহুর দপ্তর ফোনালাপে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরির খবর অস্বীকার করেছে। তারা ফোনালাপের বিষয়টি নিশ্চিত করলেও জানিয়েছে, আলোচনা মোটেও কঠিন বা বিবাদপূর্ণ ছিল না।

এদিকে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক বক্তব্যে হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র বলেন, হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ এবং ইরানের অর্থনীতির পতনের কারণে যুক্তরাষ্ট্র এখন অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

তিনি বলেন, ইতিহাসের বৃহত্তম নৌ অবরোধ, 'অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট' এবং নতুন অভিযান 'অপারেশন আয়রন গেট' পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে যা সবচেয়ে ভালো হবে, ট্রাম্প সেটিই করবেন।

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট।

এর আগেও দুই মিত্র নেতার মধ্যে উত্তপ্ত ফোনালাপের খবর প্রকাশিত হয়েছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে লেবাননে ইসরায়েলের অব্যাহত হামলা নিয়ে এক ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে 'ফাকিং ক্রেজি' বলে সম্বোধন করেছিলেন ট্রাম্প বলে খবর প্রকাশিত হয়।

জুনে পডকাস্ট উপস্থাপক ও রক্ষণশীল ভাষ্যকার মিরান্ডা ডিভাইনের এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয়।

ডিভাইন তাকে বলেন, 'আপনি কি তাকে [নেতানিয়াহু] বলেছিলেন, "আর ইউ ফাকিং ক্রেজি? হোয়াট আর ইউ ফাকিং ডুইং? আমি তোমাকে জেল থেকে বাঁচতে সাহায্য করেছি।"'

জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'হ্যাঁ, বলেছিলাম। তবে আমি বলব না যে আমি রেগে গিয়েছিলাম। লেবাননে তার (নেতানিয়াহু) বারবার লড়াই চালিয়ে যাওয়ায় আমি কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলাম। একপর্যায়ে আমি বলেছিলাম, বিবি (নেতানিয়াহু), তোমাকে এসব বন্ধ করতে হবে। তোমাকে থামতে হবে।'

তবে ওই সময় ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেছিলেন, তাদের দুজনের সম্পর্ক এখনো সৌহার্দ্যপূর্ণ।

এদিকে ফেব্রুয়ারিতে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে ইসরায়েল তাকে প্রভাবিত করেছিল-এমন অভিযোগও বারবার অস্বীকার করেছেন ট্রাম্প।

এদিকে সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের এক শীর্ষ কর্মকর্তা।

বৈরুতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল মায়াদিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব মোহসেন রেজায়ি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র যদি ভুল করে আমাদের ওপর হামলা চালায়, তাহলে আমরা শুধু আশপাশের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে হামলা সীমাবদ্ধ রাখব না।'

তিনি আরও বলেন, 'ইউরোপের বিভিন্ন দেশে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের কিছু সামরিক ঘাঁটিও আমাদের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে।' সংবাদ সূত্র দ□্য ইনডিপেনডেন্ট ও আনাদোলু নিউজ এজেন্সি

নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের

৭ পৃষ্ঠার পর

এবং স্টিফেন মিলারের মতো কর্মকর্তারাও সামরিক বা সুরক্ষিত সরকারি আবাসন ব্যবহার করছেন বলে জানা গেছে। এই পদক্ষেপগুলোর ফলে প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় কিছু বেসামরিক কর্মকর্তাকে এমন আবাসনে রাখা হচ্ছে যা ঐতিহ্যগতভাবে সামরিক নেতৃত্বের জন্য সংরক্ষিত থাকে, যদিও ব্লাঞ্চের স্থানান্তরের পেছনের কারণ এখনও অস্পষ্ট।

সৌদি আরব, কাতারসহ

৭ পৃষ্ঠার পর

অবকাঠামো শেষ করে দিতে পারি। এক দিনেই তাদের সেতুগুলো ধ্বংস করতে পারি। আর এক দিনেই তাদের উৎপাদন সক্ষমতা শেষ করে দিতে পারি। আমার মাত্র তিন দিন লাগবে।'

এদিকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রলের দাম বেড়ে যাওয়ার বিষয়টিও স্বীকার করেছেন ট্রাম্প। তাঁর মতে, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির পরাজয়ে প্রভাব ফেলেছে।

তবে নির্বাচনে এর প্রভাবের কথা স্বীকার করলেও ইরানে সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্তের পক্ষে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

আর্লিংটন সমাধিসৌধে যে

৭ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায়, সমাধিস্থলে অবস্থিত দেশের অন্যতম পবিত্র যুদ্ধস্মারক 'টুম্ব অব দ্য আননোন সোলজার' (অজ্ঞাত সেনার সমাধি)-এর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ, তার স্ত্রী এবং সিনিয়র উপদেষ্টারা হাসাহাসি ও কথা বলতে বলতে ছবি তোলার পোজ দিচ্ছিলেন।

সে সময় সমাধিতে প্রহরার দায়িত্বে থাকা এক সেনা তাদের ধমক দিয়ে শান্ত ও নীরব থাকার কড়া নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে পেন্টাগন এক বিবৃতিতে ঘোষণা করে যে 'টুম্ব অব দ্য আননোন সোলজারে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ' স্পেশালিস্ট থমাস ইগলেসিয়াস নামের ওই সেনাকে 'জয়েন্ট সার্ভিস কমেন্ডেশন মেডেল' প্রদান করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নিজস্ব এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, তিনি নিজে উপস্থিত হয়ে ইগলেসিয়াসের বুকে এই পদক পরিয়ে দিচ্ছেন। ওই সেনার সঙ্গে '৩য় আমেরিকান ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট'-এর অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন; যারা 'ওল্ড গার্ড' নামে পরিচিত এবং এই সমাধিসৌধ সার্বক্ষণিক পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে।

ছবির ক্যাপশনে হেগসেথ লেখেন, 'আমরা সেনাদের ভালোবাসি। আমরা নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে ভালোবাসি। সাবাশ স্পেশালিস্ট। এগিয়ে চলো দেশপ্রেমিকেরা।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, সমাধিতে দায়িত্বে থাকা সেনাসদস্য ইগলেসিয়াস হেগসেথের দলের দিকে কড়া পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে নির্দেশ দেন: 'সব দর্শনার্থীকে সার্বক্ষণিক নীরবতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।'

আর্লিংটন ন্যাশনাল সিমেট্রির নিয়মানুযায়ী, যেকোনো দর্শনার্থীকে সেখানে ধীর ও নিচু স্বরে কথা বলতে হয় এবং অসম্মানজনক বা বিশৃঙ্খল আচরণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত এক অজ্ঞাত সেনার স্মরণে নির্মিত এই সমাধিটি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম পবিত্র জাতীয় স্মৃতিসৌধ হিসেবে বিবেচিত।

পেন্টাগনের প্রধান মুখপাত্র শন পার্নেল এক বিবৃতিতে বলেন, 'এই ভাবগম্ভীর দিনটি উদযাপনের সময় এক সেনাসদস্য অত্যন্ত সঠিক ও সম্মানজনকভাবে সবাইকে শিষ্টাচার বজায় রাখার বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিরক্ষা সচিব এবং পুরো প্রতিরক্ষা দপ্তর সর্বদা সেই সব সেনা সদস্যদের আত্মত্যাগকে সম্মান জানায়, যাঁরা আমেরিকার নিরাপত্তায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন।'

১৯৪৮ সাল থেকে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ৩য় ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সদস্যরা এই সমাধির পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকেন। সিবিএস নিউজের তথ্য অনুযায়ী, সমাধিস্থলে এসে আচরণবিধি লঙ্ঘন করা দর্শনার্থীদের এভাবে সতর্ক করা সেখানকার প্রহরীদের জন্য কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়; দিনে কয়েকবারই তাঁদের এমন সতর্কতা দিতে হয়।

এর আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা সমাধিস্থলে বার্ষিক পুষ্পস্তবক অর্পণে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরান যুদ্ধে নিজের প্রশাসনের কথিত সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবে হেগসেথ 'চমৎকার কাজ' করছেন বলে উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, কংগ্রেসের পূর্বানুমোদন ছাড়াই ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার অভিযোগে গত মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) ক্যাপিটল হিলে প্রতিরক্ষা সচিব হেগসেথকে অভিশংসনের (ইমপিচমেন্ট) একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল; যা শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধি পরিষদে নাকচ হয়ে যায়। হেগসেথ এই অভিশংসন প্রচেষ্টাকে একটি 'প্রহসন' ও 'রাজনৈতিক স্টান্টবাজি' বলে অভিহিত করেছেন।

বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক

৫ পৃষ্ঠার পর

"রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি, সব রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণের স্বাধীনতা থাকা উচিত।" বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধের-জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের নথি ভুক্ত অপরাধসহ-জবাবদিহি নিশ্চিত করার কথাও বলেন তিনি।

জাতিসংঘের জবাবে অপরাধের বিচার ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকারের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টানা হয়েছে। এতে হাসিনার প্রতি সমর্থন জানানো হয়নি, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগও নাকচ করা হয়নি। তবে কোনো দলের নেতাদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ থাকলেই সেই দল বা তার সমর্থকদের রাজনৈতিক জীবন থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়-এমন ধারণাও জাতিসংঘের বক্তব্যে সমর্থন পায়নি।

এই বক্তব্য এসেছে এমন সময়ে, যখন শেখ হাসিনা দিল্লিতে বাংলাদেশের মিশনের কাছে নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চান। সরকার তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেছেন, বাংলাদেশ "সন্ত্রাসীদের" পাসপোর্ট দেয় না। তাঁর বক্তব্য, ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় হাসিনাকে ফেরত পাঠানো উচিত। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌসুলিও বলেছেন, দেশে ফিরলে ট্রাইব্যুনালের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

চাপটি রাজনৈতিকও। বুধবার জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "নাৎসিরা জার্মানিতে ফিরতে পারেনি, রাজনীতিও করতে পারেনি।" একইভাবে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর দেশ ছেড়ে পালানো আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরও বাংলাদেশে ফিরতে দেওয়া হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক বর্জনকে কর্তৃত্ববাদী শাসন ও ব্যাপক সহিংসতার অভিযোগের বিরুদ্ধে দেশের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

ফারহান হকের বক্তব্য সরকারের এই অবস্থানকে আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাখ্যা করা কঠিন করে তুলতে পারে। জবাবদিহি ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে আলাদা করে জাতিসংঘ বলছে, বিচার হতে হবে বিশ্বাসযোগ্য আইনি প্রক্রিয়ায়; রাজনৈতিক অধিকার পুরোপুরি কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক ঘোষণার ভিত্তিতে নেওয়া যায় না।

কোনো একটি দলকে রাজনীতি থেকে চিরতরে বাদ দেওয়ার ঘোষণা বিচারপ্রক্রিয়াকে আগেভাগে নির্ধারণ করে দেওয়ার মতো মনে হতে পারে। একই সঙ্গে যাঁদের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় নেই, তাঁদের অধিকারও প্রশ্নের মুখে পড়ে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক রূপান্তরে গণতান্ত্রিক মানদণ্ড সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের নজর বাড়তে পারে।

জাতিসংঘের ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের ভাষাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দাবি করেন, শেখ হাসিনা "গণহত্যার" দায়ে দণ্ডিত হয়েছেন এবং জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্টেও তা এসেছে। প্রকৃতপক্ষে, ২০২৪ সালের দমন-পীড়নের ঘটনায় বাংলাদেশের ট্রাইব্যুনাল তাঁকে অনুপস্থিতিতে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছে। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য তুলে ধরে আরও তদন্তের সুপারিশ করা হয়েছিল, যাতে সেগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধের পর্যায়ে পড়ে কি না নির্ধারণ করা যায়। অভিযোগগুলো গুরুতর; তবে ট্রাইব্যুনালের রায় বা জাতিসংঘের প্রতিবেদন-কোনোটিকেই "গণহত্যার দায়ে দণ্ড" বলে বর্ণনা করা ঠিক নয়।

আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা অস্থিতিশীলতা তৈরি করছেন-এই দাবির ক্ষেত্রেও একই পার্থক্য জরুরি। দাবিটি ছিল সাংবাদিকের প্রশ্নের অংশ; ফারহান হক তা সমর্থন করেননি। তাঁর জবাবে অপরাধের জবাবদিহির পাশাপাশি সব দল ও ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকারের কথা এসেছে। অস্থিতিশীলতার অভিযোগকে রাজনৈতিকভাবে সবাইকে বাদ দেওয়ার যুক্তি হিসেবে তিনি গ্রহণ করেননি।

সরকারের সামনে এখন প্রশ্ন হলো, রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে জাতিসংঘের এই অবস্থানের সঙ্গে আওয়ামী লীগকে রাজনীতি থেকে চিরতরে বাদ দেওয়ার ঘোষণার সমন্বয় কীভাবে করবে। অপরাধে অভিযুক্তদের বিচার, নিরাপত্তা ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি এবং নির্দিষ্ট সহিংসতার প্রমাণ হাজির করার সুযোগ সরকারের আছে। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনকে সামগ্রিকভাবে রাজনীতির বাইরে রাখার নীতি ন্যায়বিচারকে সমষ্টিগত শাস্তি হিসেবে দেখাতে পারে। আন্তর্জাতিক পরিসরে একে অধিকারভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাধান হিসেবে তুলে ধরা কঠিন হবে।

১১ ডেমোক্র্যাট সদস্যের

৭ পৃষ্ঠার পর

রিপ্রেজেন্টেটিভসে শপথ নেওয়ার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। বিদায়ী হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে (১১৯তম) রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ৪৩৫ সদস্যের হাউসে তাদের রয়েছে ২১৮ জন। ডেমোক্র্যাটদের ২১৪। বাকি আসন খালি। গত ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ইতিমধ্যেই ডেমোক্র্যাটরা ২৫২টিতে জিতেছে। রিপাবলিকানদের ঝুলিতে ১৬১। ২২টি আসনে পুনর্গণনা চলছে।

প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব নিয়ে ভোটের পরেই ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য সিডনি কামলাগার-ডোভ অনুপস্থিত সহকর্মীদের নিশানা করেন। তিনি বলেন, ''ভোটাভুটির বিষয়টি আগে থেকেই জানা ছিল। তাই আমাদের সদস্যদের উপস্থিতির অভাবে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভোটে হেরে যাওয়ার কোনও যুক্তি নেই।'' হাউস অফ রিপ্রেজ□ন্টেটিভসে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা হাকিম জেফ্রিস (যিনি আগামী জানুয়ারিতে হাউসের স্পিকার হতে যাচ্ছেন) দলীয় সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে যথেষ্ট তৎপরতা দেখাননি বলে অভিযোগ উঠেছে ইতিমধ্যেই। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ক্রিস্টাল বল বলেন, ''এই ঘটনা জেফ্রিসের বড় ব্যর্থতা।'' ভোটাভুটির সময় ডেমোক্র্যাট হাউস মেম্বারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে কেন জেফ্রিস হুইপ জারি করেননি, সে প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অনুপস্থিত ডেমোক্র্যাট সদস্যদের তালিকায় প্রাক্তন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি এবং জুলিয়া ব্রাউনলি, লু কোরেয়া, স্টিভেন হর্সফোর্ড, ফ্রেডেরিকা উইলসনের মতো প্রথম সারির নেতারা রয়েছেন। অন্য দিকে, ভোটাভুটি পর্বে গরহাজির ছিলেন রিপাবলিকান পার্টির ৭ জন হাউস সদস্যও।

পেন্টাগনের প্রধান হেগসেথ আগেই তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের প্রচেষ্টাকে 'প্রহসন' বলে উল্লেখ করেছিলেন। ভোটাভুটির পর হেগসেথের স্বস্তি পাওয়ায় ডেমোক্র্যাটদের আক্রমণ করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এই প্রচেষ্টাকে ডেমোক্র্যাটদের 'শোচনীয় ব্যর্থতা' বলে উল্লেখ করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। একই সঙ্গে পিট হেগসেথের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রিপাবলিকান সদস্যদের প্রশংসাও করেন তিনি। হেগসেথকে 'দেশপ্রেমিক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প।

ভেনেজ□য়েলা এবং ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে 'জয়ের' কৃতিত্ব হেগসেথকে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি, আমেরিকাকে 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগ তুলেছেন ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে। রিপাবলিকানেরা ইমপিচমেন্টের আটটি ধারাই হাউসের বিচারবিভাগ কমিটিতে পাঠানোর জন্য পদ্ধতিগত প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয়ের নেপথ্যে ইরান যুদ্ধের যে ভূমিকা ছিল, তা মেনে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। যদিও দুই নেতার সুর ছিল ভিন্ন। ট্রাম্প যেখানে নিজের যুদ্ধনীতির যৌক্তিকতা বোঝাতে ব্যস্ত, সেখানে এই নীতি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন ভান্স।

প্রকাশ্যে ভান্স প্রশ্ন তোলেন, ইরানের যুদ্ধ আদৌ সার্থক ছিল কি না! রিপাবলিকান নেতৃত্বের একাংশ ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষাসচিব হেগসেথের বিরুদ্ধে ইরান যুদ্ধ সম্পর্কিত ভুল তথ্য দিয়ে সরকার ও দলকে বিপথে পরিচালিত করার অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই ট্রাম্পকে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে রাজি করানোর নেপথ্যে হেগসেথ প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই



ডিরেক্ট লেন্ডার

- কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই, ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
- এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
- ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
- হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
- যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE



WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver



WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

সীমান্ত দেয়াল নির্মাণে প্রেসিডেন্ট

১১ পৃষ্ঠার পর

করেন। ভিন্নমত দেওয়া বিচারপতি হলেন কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসন। সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশের ফলে নিম্ন আদালতের নিষেধাজ্ঞা আপাতত কার্যকর থাকছে না। তবে প্রকল্পটির আইনগত বৈধতা নিয়ে মূল বিরোধ এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। বিগ বেন্ড অঞ্চলটি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মেক্সিকো সীমান্তের কাছে অবস্থিত। বিস্তীর্ণ মরুভূমি, পাহাড়, রিও গ্র্যান্ডে নদী এবং নানা প্রজাতির বন্য প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে এলাকাটি পরিচিত। এখানে রয়েছে বিখ্যাত বিগ বেন্ড জাতীয় উদ্যান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্যের কারণে অঞ্চলটি পর্যটকদের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্প প্রশাসনের পরিকল্পনায় সীমান্ত এলাকায় দেয়াল, যানবাহন চলাচল প্রতিরোধক, টহল সড়ক এবং নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয় রয়েছে। প্রশাসনের যুক্তি, সীমান্তের অন্যান্য এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হলে পাচারকারী চক্র তুলনামূলক কম সুরক্ষিত বিগ বেন্ড অঞ্চলকে বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ কারণে পুরো সীমান্তজুড়ে নিরাপত্তা অবকাঠামো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

মার্কিন প্রশাসনের দাবি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে অবৈধ সীমান্ত অতিক্রম, মাদক পাচার, অস্ত্র পাচার এবং মানব পাচার প্রতিরোধ করা সহজ হবে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চলাচল ও নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি অপরাধী চক্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণেও এসব অবকাঠামো ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছে সরকার।

তবে প্রকল্পটি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং ভূমির মালিকদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, দেয়াল নির্মাণের জন্য জমি পরিবর্তন, রাস্তা তৈরি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে হস্তক্ষেপের ফলে বিগ বেন্ড অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিশেষ করে বন্য প্রাণীর স্বাভাবিক চলাচলের পথ বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

প্রকল্পের বিরুদ্ধে পরিবেশ সংরক্ষণে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আদালতের আশ্রয় নেন। তাঁদের অভিযোগ, সীমান্ত অবকাঠামো নির্মাণ দ্রুত করতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ পরিবেশ ও ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণসংক্রান্ত কয়েকটি আইনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। তাঁদের মতে, এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিবেশগত প্রভাব যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা জরুরি।

গত ২ অক্টোবর পশ্চিম টেক্সাসের একটি ফেডারেল আদালতের বিচারক ক্যাথলিন কার্ডোন নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মামলাকারীদের যুক্তি এবং সরকারের আইনগত ক্ষমতার সীমা নিয়ে প্রশ্ন বিবেচনা করে ওই নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালতের পর্যবেক্ষণে পরিবেশগত আইন থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়েও উদ্বেগ উঠে আসে।

এরপর ট্রাম্প প্রশাসন নিম্ন আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জরুরি আবেদন করে। সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়, নির্মাণকাজ বন্ধ থাকলে প্রকল্পের ব্যয় বাড়বে এবং সীমান্ত নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হবে। একই সঙ্গে সরকার দাবি করে, প্রচলিত আইন অনুযায়ী সীমান্ত অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের মন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১৯৯৬ সালের অভিবাসন সংস্কার ও অভিবাসীদের দায়বদ্ধতা আইনের বিধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই আইনের মাধ্যমে সীমান্তে প্রতিবন্ধক নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু আইনগত শর্ত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের মন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন তাদের অবস্থানের পক্ষে এই আইনের বিধান তুলে ধরেছে। সুপ্রিম কোর্টের সাময়িক আদেশ প্রশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইনি অগ্রগতি হলেও এর অর্থ এই নয় যে পরিবেশগত অভিযোগগুলো বাতিল হয়ে গেছে। আদালতের সামনে এখনো মূল প্রশ্ন রয়েছে-সরকার যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে, তা সংশ্লিষ্ট আইনের সীমার মধ্যে রয়েছে কি না এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত সুরক্ষার বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি না।

এদিকে বিগ বেন্ড জাতীয় উদ্যানের ভেতরে প্রচলিত ধরনের প্রায় ৩০ ফুট উঁচু দেয়াল নির্মাণের পরিকল্পনা নেই বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সেখানে যানবাহন চলাচল প্রতিরোধক এবং সীমান্তরক্ষীদের টহল দেওয়ার জন্য সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে জাতীয় উদ্যানের আশপাশের অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় দেয়াল ও নিরাপত্তা অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

এই প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির ব্যবহার। সীমান্তবর্তী এলাকায় নির্মাণকাজের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। এতে স্থানীয় জমির মালিকদের সম্পত্তির অধিকার, ক্ষতিপূরণ এবং জীবিকা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, নির্মাণকাজের কারণে তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভাব পড়তে পারে।

পরিবেশবাদীদের মতে, বিগ বেন্ডের মরুভূমি ও পাহাড়ি পরিবেশ অত্যন্ত সংবেদনশীল। এখানে অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মাটির স্বাভাবিক গঠন পরিবর্তন, পানির প্রবাহে বাধা এবং বন্য প্রাণীর আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি অঞ্চলটির পর্যটননির্ভর অর্থনীতির ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান হলো, জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সীমান্তের কোনো অংশকে নিরাপত্তার বাইরে রাখা সম্ভব নয়। তাই পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেই প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিম টেক্সাসে সীমান্ত দেয়াল নির্মাণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। তবে এটি চূড়ান্ত আইনি অনুমোদন নয়। পরিবেশ সংরক্ষণ, সরকারি ক্ষমতার বৈধতা, জমির মালিকদের অধিকার এবং সীমান্ত নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিরোধ এখনো অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তী বিচারিক প্রক্রিয়ায় এসব প্রশ্নের নিষ্পত্তি হবে। ফলে প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তের ওপর।

অফিসের আরেক কর্মীর সঙ্গেও

৬ পৃষ্ঠার পর

এ বিষয়ে এনভিডিয়া কর্তৃপক্ষ কোনো কথা বলতে রাজি হয়নি। মন্তব্যের জন্য জেনসেন হুয়াং, কিম্বার্লি পাওয়েল ও এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদের প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করা হলেও তারা সাড়া দেননি। অ্যালিস হুয়াংয়ের বক্তব্যও পাওয়া যায়নি। ৮ নভেম্বর অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের খবর ফাঁস হওয়ার পর জেনসেন হুয়াং এক বিবৃতিতে পরকীয়ার কথা স্বীকার করেন। তবে সেখানে তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি।

এআই শিল্পের বিকাশে অবদান জেনসেন হুয়াংয়ের এই বিদায় খাতটিকে বড় ধাক্কা দিতে পারে। এনভিডিয়া তাদের বিশাল আর্থিক শক্তি কাজে লাগিয়ে এবং সহজ শর্তে চিপ কেনার সুযোগ দিয়ে এআই খাতের আজকের এই বড় বাজার তৈরি করেছিল। এজন্য তারা অনেক ক্লাউড কম্পিউটিং কোম্পানি ও এআই গবেষণাগারে বড় অঙ্কের বিনিয়োগও করেছে।

৬৩ বছর বয়সি বিবাহিত জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে অ্যালিস হুয়াংয়ের সম্পর্কের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তার ওপর পদত্যাগের চাপ বাড়তে থাকে। নতুন স্থায়ী সিইও খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) কোলেট ক্রেসকে ভারপ্রাপ্ত সিইও হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ। স্থায়ী সিইও হিসেবে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে যোগ্য ব্যক্তিদের খোঁজা হচ্ছে।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ স্বতন্ত্র পরিচালক ও বাইরের আইনজীবীদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। জেনসেন হুয়াং কোনো বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার ফাঁদে পা দিয়েছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। যদিও সে সময় পর্ষদ তার প্রতি আস্থা রেখেছিল পর্ষদ। এদিকে এই ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার শেয়ারবাজারে এনভিডিয়ার শেয়ারের দাম ৫.৫ শতাংশ কমে গেছে। অক্টোবরের শুরুতে শেয়ারের যে সর্বোচ্চ দাম উঠেছিল, সেখান থেকে এখন পর্যন্ত এর দর ৩০ শতাংশেরও বেশি পড়ে গেছে। - রয়টার্স



এআই সাম্রাজ্য: এক নতুন

১৯ পৃষ্ঠার পর

সংঘাত ও সহিংসতার ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ রাখার পাশাপাশি তা প্রয়োগ করার ক্ষমতাও থাকতে হয়। যা সাম্রাজ্যকে আলাদা করে তা হলো হাজার হাজার মাইল দূরেও নিজেদের আনুগত্য আদায়ের করার ক্ষমতা।

ইতিহাসে সাম্রাজ্যগুলো প্রায়শই প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করেছে। বর্তমান সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই হয়তো চীন ও যুক্তরাষ্ট্রকে আগের এসব প্রযুক্তির চেয়ে বহুগুণ বেশি এবং অনেক দ্রুতগতিতে সাম্রাজ্যিক বিস্তার এনে দিতে পারে।

এআই যে কেবল একটি বাণিজ্যিক প্রযুক্তি নয়, বরং একটি সাম্রাজ্যবাদী প্রযুক্তি, তা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, এই প্রযুক্তি সংস্থানের ঘাটতিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে। আদতে একটি সাম্রাজ্য হলো সীমিত কৌশলগত সম্পদ নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যবস্থা।

১৯৭০ থেকে ২০১০ এর দশক পর্যন্ত সফটওয়্যার শিল্প এই সীমাবদ্ধতার বাইরে ছিল, কারণ সস্তা ও অঢেল সিলিকন চিপের ওপর প্রায় শূন্য খরচে সফটওয়্যার গণহারে উৎপাদন করা যেত। এআই সেই সুযোগ শেষ করে দিয়েছে।

এই প্রযুক্তির অগ্রগতি এখন পুরোপুরি নির্ভর করছে বিশাল পরিমাণের শক্তি, কৌশলগত খনিজ সম্পদ, সর্বাধুনিক চিপ এবং বিপুল মূলধনের ওপর। যে মুহূর্তে কোনো প্রযুক্তির অগ্রগতি এসব সীমিত সম্পদের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে, সেই মুহূর্তেই তার উৎপাদন রাজনীতির মূল বিষয় হয়ে ওঠে।

এআই প্রযুক্তির গঠনগতভাবেই একটি 'কেন্দ্র-প্রান্তিক' রূপরেখা রয়েছে। সর্বাধুনিক এআই এবং এর সুবিধার নিয়ন্ত্রণ মূলত চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের হাতে গোনা কয়েকটি ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের হাতে পুঞ্জীভূত। বাকি বিশ্ব কেবল এর নির্ভরশীল ব্যবহারকারী মাত্র।

একই সময়ে, এআইয়ের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং মানবসম্পদ কিন্তু সংগৃহীত হচ্ছে প্রান্তিক বা অনুন্নত অঞ্চলগুলো থেকে। চ্যাটবটের যুগে এটি যেন সেই পুরোনো বাগানভিত্তিক দাস-অর্থনীতির নতুন রূপ। কাঁচামাল সংগ্রহ করা হচ্ছে প্রান্তিক অঞ্চল থেকে, যা তৈরি ও শোধন করা হচ্ছে মূল সাম্রাজ্যিক কেন্দ্রে, আর চড়া দামে আবার তা বিক্রি করা হচ্ছে প্রান্তিক অঞ্চলেই।

সাম্রাজ্যের সব শক্তি যে কেবল সরাসরি ভূখণ্ড দখলের মাধ্যমে আসে তা নয়, আর শাসিত সবাই যে ঔপনিবেশিক প্রজা-তা-ও নয়। উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান প্রধানত তাদের বিশাল ভূখণ্ডের কারণে হয়নি। বরং ব্রিটিশদের শ্রেষ্ঠত্ব এসেছিল বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবাহ যেসব মাধ্যম দিয়ে প্রবাহিত হতো, সেই ভৌত, প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক পাইপলাইনগুলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

আজ এআইয়ের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এর চেয়েও ঘন ও জটিল এক সাম্রাজ্যিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, যেখানে কেন্দ্র চাইলে যেকোনো মুহূর্তে তাদের পছন্দ অনুযায়ী এর যেকোনো উপাদান বন্ধ বা চালু করে দিতে পারে।

তবে দুটি এআই সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। চীনের এআই সাম্রাজ্যটি তাদের সরকারের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের ফসল, অন্যদিকে আমেরিকান এআই আধিপত্য গড়ে উঠেছে বেসরকারি মূলধন, সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী গৃহীত কিছু রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করে। এই অর্থে, ওয়াশিংটনের সাম্রাজ্যটিই বেশি ঐতিহ্যবাহী।

ওয়াট বনাম ট্রানজিস্টর

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যিক যুগের বড় বড় করপোরেশন-রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মুদ্রা তৈরি করত, ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী পরিচালনা করত, কর আদায় করত এবং রাজাদের সঙ্গে সমকক্ষ হিসেবে দর-কষাকষি করত।

বাণিজ্য একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, সামরিক শক্তি দিয়ে তা রক্ষা এবং প্রান্তিক অঞ্চলগুলোকে নির্মমভাবে শোষণ করার মাধ্যমে তারা নিজেদের সাম্রাজ্যিক বিস্তার ঘটিয়েছিল। আজকের দিনে তাদের আধুনিক রূপ হলো ওপেনএআই এবং অ্যানথ্রোপিকের মতো ফ্রন্টিয়ার এআই কোম্পানিগুলো।

কূটনীতির ক্ষেত্রেও এই মিল চোখে পড়ার মতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মতো আজকের এআই ল্যাবের প্রধানরাও বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট ও ক্যাবিনেট সচিবদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁরা এমন সব সরকারের সঙ্গে দরদাম করেন, যাদের নিজেদের কোনো উন্নত এআই মডেল নেই। কোম্পানির সঙ্গে ওই রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলি মূলত ওই কোম্পানিটিই নির্ধারণ করে দেয়। এই ফ্রন্টিয়ার এআই ফার্মগুলোকে দেখতে যতই স্বাধীন ও সার্বভৌম মনে হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ছাড়া তারা একটি চিপও নাড়াতে পারে না কিংবা নতুন ডেটা সেন্টার তৈরি করতে পারে না। সরকারের কঠোর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ নীতি একমুহূর্তেই তাদের থামিয়ে দিতে পারে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিংবা রথসচাইল্ড ব্যাংকগুলো যেমন শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ দেশের সরকারের অধীনেই পরিচালিত হতো, এই ফ্রন্টিয়ার ল্যাবগুলোকেও সাম্রাজ্যের অবস্থান মজবুত করার বিনিময়ে বিপুল স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

সাম্রাজ্যগুলো কেবল রাজস্ব আয়ের জন্যই কাজ করে না, বরং আনুগত্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা বা 'পাবলিক গুডস' সরবরাহ করে। মিত্রদের কাছে ওয়াশিংটন তাদের পূর্ণাঙ্গ এআই স্ট্যাক উপস্থাপন করে: সর্বাধুনিক চিপ, শক্তিশালী ফ্রন্টিয়ার মডেল, প্রয়োজনীয় টুলস এবং তার সঙ্গে সামরিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

বেইজিংয়ের কৌশলটি কিছুটা সূক্ষ্ম। তাদের 'ওপেন-ওয়েট' মডেলগুলো বিনামূল্যে ডাউনলোড ও পরিবর্তন করা যায়। বেইজিং তাদের অনুগত দেশগুলোকে বলে-এই মডেলগুলোর পাশাপাশি চীনের হার্ডওয়্যার, ক্লাউড সার্ভিস এবং ইঞ্জিনিয়ারদের গ্রহণ করো, তাহলে প্রযুক্তিগত মানদণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ডসও আমরাই সেট করে দেব।

বিশ্বজুড়ে সরকারগুলোকে এখন যেকোনো একটি পক্ষ বেছে নিতে হচ্ছে-কার চিপ, কার ক্লাউড সার্ভিস এবং কোন শিবির তারা গ্রহণ করবে। এই বাইনারি বা দ্বিধাবিভক্ত পছন্দ অনেক দেশের জন্যই অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। যেকোনো সাম্রাজ্যিক সংস্করণে মূল সিদ্ধান্ত নেয় সাম্রাজ্যিক কেন্দ্র-কে এই প্রযুক্তি পাবে আর কে পাবে না।

তবে একটি দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য কেবল সুবিধা দেওয়ার ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকতে পারে না। শক্তির একচেটিয়া ব্যবহারকে জনগণের চোখে বৈধতা দিতে এর একটি শক্ত গল্পের প্রয়োজন হয়।

ঐতিহাসিকভাবে প্রতিটি সফল সাম্রাজ্যই নিজেদের আধিপত্যকে মানবসেবার মোড়কে তুলে ধরেছে। এআইয়ের ক্ষেত্রে বাইডেন ও ট্রাম্প উভয় প্রশাসনই প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লড়াইকে মানুষের নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা, বাক্‌স্বাধীনতা বজায় রাখা এবং স্বৈরাচারী দেশগুলোকে প্রতিরোধ করার গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। বেইজিং এর জবাবে তাদের ওপেন-ওয়েট মডেলগুলোকে বিশ্বজনীন সম্পদ হিসেবে উপস্থাপন করছে।

যে বাধাগুলো এদের আধিপত্যকে হুমকির মুখে ফেলছে, সেখানে দুটি পরাশক্তি একে অপরের বিপরীত চিত্র তুলে ধরে। চীনের পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ রয়েছে এবং এআই স্ট্যাকের জন্য প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য খনিজ পদার্থের ওপর বিশ্বজুড়ে প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, কিন্তু তারা সর্বাধুনিক চিপ তৈরি করতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিশ্বের সেরা সেমিকন্ডাক্টর ও ফ্রন্টিয়ার মডেল রয়েছে, কিন্তু তাদের খনিজ সম্পদের ঘাটতি রয়েছে এবং দেশটির জরাজীর্ণ বিদ্যুৎ গ্রিড বিশাল বিশাল নতুন ডেটা সেন্টারের ক্ষুধার্ত বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারছে না। সহজ কথায়, একটি সাম্রাজ্যে রয়েছে ওয়াটের (বিদ্যুৎ) অভাব, অন্যটিতে ট্রানজিস্টরের।

বাটার বনাম গান

প্রতিটি সাম্রাজ্যই একসময় তার বৃদ্ধির শেষ সীমায় পৌঁছে যায়; এবং এই সীমা সাধারণত নির্ধারিত হয় সেই প্রাথমিক সম্পদের জোগানের ওপর ভিত্তি করে, যা দিয়ে সাম্রাজ্যটি গড়ে উঠেছিল। এআই সাম্রাজ্যগুলোর জন্য সেই প্রাথমিক সম্পদটি হলো মূলধন।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন একই লক্ষ্যের জন্য লড়ছে, কিন্তু ভিন্ন উপায়ে: প্রথমটি প্রতিযোগিতা করছে অবাধ মূলধন বাজার দিয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে; দ্বিতীয়টি লড়ছে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। উভয় দেশেই সর্বাধুনিক মডেল তৈরির জন্য মূলধন প্রয়োজন-এবং তা বিপুল পরিমাণে।

যেভাবে ব্রিটিশ পাউন্ড এবং লন্ডনের ফাইন্যান্সিয়াল হাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে অর্থায়ন করেছিল, ঠিক সেভাবেই ডলার এবং ওয়াল স্ট্রিট আজ আমেরিকান এআই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে। এর বিপরীতে চীনকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই অর্থায়ন করতে হয়-তাদের কঠোর রাষ্ট্রীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং বৈশ্বিক মূলধন থেকে বিচ্ছিন্ন মুদ্রার মাধ্যমে।

এসব পার্থক্য সত্ত্বেও চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই অন্যান্য কারণে ইতিমধ্যে ঋণের পাহাড়ে চেপে বসেছে। আগের সাম্রাজ্যগুলো যুদ্ধ চালানোর জন্য বিপুল ঋণ নিত। আজকের এআই সাম্রাজ্যগুলোকেও একই আকারের ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে, কিন্তু তা কোনো সামরিক খরচের জন্য নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজেট-ঘাটতি মূলত সেখানকার রাজনৈতিক সমাজের ট্যাক্স বাড়াতে না চাওয়া এবং সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের পেছনে ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার ফসল। চীনে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের অপ্রকাশিত ঋণ জমেছে স্থানীয় সরকারগুলোর মাধ্যমে, কারণ তারা আবাসন খাত ও অবকাঠামো তৈরিতে বিপুল অর্থ ঋণ নিয়েছিল। যে সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষার চেয়ে ঋণের সুদ মেটাতে বেশি খরচ করে, তার সাম্রাজ্যিক অবস্থান হারানোর ঝুঁকি থাকে। ইতিহাস আঠারো শতকের দার্শনিক অ্যাডাম ফার্গুসনের সেই বিখ্যাত উক্তিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়-অতিরিক্ত ঋণই দিন শেষে সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে।

আর্থিক সংকট এবং সাম্রাজ্যিক কৌশলের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে চিন্তাবিদরা বহু বছর ধরে ভেবেছেন, যা এখন আবার পরীক্ষা করে দেখার সময় এসেছে। উভয় এআই সাম্রাজ্যের জন্যই এই নতুন প্রযুক্তিকে একটি অলৌকিক সমাধান হিসেবে দেখা হচ্ছে-যা ঋণ, জনসংখ্যার হ্রাস এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতার হাত থেকে বাঁচাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, যদি বিনিয়োগকারীরা হঠাৎ করেই এআই কোম্পানি বা ডেটা সেন্টার প্রকল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। চীনে এআই-সংকট তৈরি হতে পারে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উৎপাদন বা নিঃশেষ করে দেওয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এর ফলে তরুণদের বেকারত্ব মারাত্মকভাবে বেড়ে যেতে পারে।

ইতিহাসে এমন বহু সাম্রাজ্যের উদাহরণ রয়েছে, যা নিজেদেরই আবিষ্কার করা প্রযুক্তির শিকারে পরিণত হয়েছিল। রোমের তৈরি সড়ক এবং ওয়াটার সাপ্লাই ব্যবস্থা অতি সহজে মহামারি ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

এআইয়ের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে পারে। কিছু এআই এজেন্ট তাদের সুরক্ষা দেয়াল এড়িয়ে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রতারণা করছে এবং নিজেদের অপরাধের চিহ্ন মুছে ফেলছে। অপরাধী সংস্থা বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো সরকারের চেয়েও দ্রুত এই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করতে পারে।

সূর্য যেভাবে অস্তমিত হয়

সাম্রাজ্যের পতনের কারণ নিয়ে তত্ত্ব দাঁড় করানো এক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। ইতিহাসে সাম্রাজ্যগুলোর আকার ও আয়ু এতটাই ভিন্ন ছিল যে কোনো একক মডেল সবার ক্ষেত্রে খাটে না। তা সত্ত্বেও, দুটি এআই পরাশক্তির জন্য কয়েকটি সম্ভাব্য ভবিষ্যতের চিত্র কল্পনা করা যায়। প্রথম দৃশ্যপট হতে পারে, নতুন উদ্ভাবক বা প্রতিদ্বন্দ্বী পুরোনো পরাশক্তিকে ছাড়িয়ে যাবে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্র কেবল যুক্তরাজ্যকে অনুকরণ করে নয়, বরং তাদের উদ্ভাবনকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে ব্রিটেনকে পেছনে ফেলে দিয়েছিল। বেইজিং এখন সেই পথই অনুসরণ করছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যপট হচ্ছে, প্রভাবশালী সাম্রাজ্য তার সম্পদ নিঃশেষ করে ফেলবে। যুক্তরাজ্য দুটি বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হলেও বিজয়ের মুখ দেখতে গিয়ে নিজেকে দেউলিয়া করে ফেলেছিল। আজকের যুক্তরাষ্ট্রেরও বিশ্বজুড়ে বিশাল সামরিক প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ সামাজিক ব্যয়।

এআই ডেটা সেন্টার ও বিদ্যুৎ গ্রিড তৈরির জন্য প্রয়োজন বিপুল মূলধন ও দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক সমর্থন। এমন সাংঘর্ষিক চাপ শেষ পর্যন্ত মার্কিন এআই অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে অচল করে দিতে পারে।

তৃতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে, এআই সাম্রাজ্যের একটিতে উদ্ভাবনের গতি থমকে যাবে বা স্থবির হয়ে পড়বে। একটি সাম্রাজ্য তার নিজস্ব প্রযুক্তির ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও টিকে থাকতে পারে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে নতুন কোনো বড় আবিষ্কার করতে থাকে।

কিন্তু নতুন কিছু উদ্ভাবন করার চেয়ে পুরোনো প্রযুক্তি থেকে রাজস্ব বা খাজনা আদায় করা অনেক সহজ। পতন তখনই শুরু হয় যখন উদ্ভাবনের স্থবিরতার সঙ্গে এমন কোনো নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর উত্থান ঘটে, যারা নতুন কিছু আবিষ্কারে উন্মুখ।

সর্বশেষ দৃশ্যপট হচ্ছে ভেতর থেকে বিদ্রোহের মুখোমুখি হওয়া। অতীতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলো ধ্বংসের অন্যতম বড় কারণ ছিল নিজ দেশের মানুষের এই অনিচ্ছা। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিল সাম্রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিদ্রোহ।

আজকের এআই সাম্রাজ্যগুলোর জন্য এই বিপদ আরও ঘরের কাছে। অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে এআইয়ের কারণে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান ধ্বংস হবে।

তবে বেইজিংয়ের চিন্তা আরও গভীরে: তাদের উন্মুক্ত এআই মডেলগুলোর পরিবর্তনযোগ্যতা তাদের কয়েক দশকের গড়ে তোলা তথ্য ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সহজ কথায়, একদলীয় এই শাসনব্যবস্থা হয়তো নিজেদের ধ্বংসের হাতিয়ার নিজেই তৈরি করছে।

পূর্ববর্তী যেকোনো সাম্রাজ্যিক প্রযুক্তির চেয়ে আলাদা হয়ে এআই হয়তো তার নিজের একটি 'বিদ্রোহ' তৈরি করতে পারে। ইতিমধ্যে এমন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। উন্নত এআই মডেলগুলো এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠছে যে তাদের প্রকৌশলীরাও এখন তাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না।

'ক্র্যাশ টেস্ট'

সব সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্র প্রতিযোগিতা যে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে গড়ায় তা নয়, তবে নতুন কোনো প্রযুক্তির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লড়াইয়ে নামা প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর মধ্যে সংঘাতের আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে। আজকের বিপদটি হলো-এআই আধিপত্যের এই দৌড়ে যুক্তরাষ্ট্র এমন এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে, যা জয় করতে হলে তাদের চরম ও অসহনীয় মূল্য চোকাতে হবে।

আজকের দিনে বড় শক্তিগুলোর মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধের দৃশ্যপট এবং আমেরিকান এআই সাম্রাজ্যের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি, দুটিই মূলত এক ও অভিন্ন। পুরো এআই ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে তাইওয়ানের সেমিকন্ডাক্টর প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান।

মার্কিন সর্বাধুনিক এআই মডেলগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব এবং সাইবার অস্ত্র হিসেবে এদের সুপরিচিত ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দিতে বেইজিংয়ের কেবল তাইওয়ান দখল করে নেওয়াই যথেষ্ট।

তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ শুরু হলে কে জিতল তা বড় কথা নয়, এটি উভয়ের জন্যই ধ্বংসাত্মক হবে। আসল চিন্তার বিষয় হলো-এআই অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং উভয় পরাশক্তির ওপর জমতে থাকা আর্থিক চাপ এমন একটি সংঘাতের সম্ভাবনাকে দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সাম্রাজ্যের ইতিহাস দুটি সম্ভাব্য বিকল্প পথ বা উত্তরণের উপায় নির্দেশ করে। যেকোনো সাম্রাজ্য-যার টিকে থাকা কেবল একটি একক এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রদেশের ওপর নির্ভর করে-সব সময়ই বিপদের মুখে থাকে। আজকের দিনে এর সমতুল্য বিষয় হলো উন্নত তাইওয়ানি চিপের ওপর আমেরিকার এই অতিরিক্ত নির্ভরতা।

যে দুষ্প্রাপ্যতা তাইওয়ানকে নিয়ে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলে, সেই একই দুষ্প্রাপ্যতা তাইওয়ানের ওপর নির্ভরতা কমানোর দৌড়কেও ত্বরান্বিত করছে। ওয়াশিংটন যদি এই লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়, তবে সেমিকন্ডাক্টরে তাইওয়ানের একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুণ্ন হবে এবং চীনের সামরিক অভিযানের যৌক্তিকতা দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্য বিকল্পটি হলো আজকের এআই সাম্রাজ্যগুলোর সেই চেষ্টা করা, যা অর্ধশতক আগে তাদের স্নায়ুযুদ্ধের পূর্বসূরিরা করেছিল। সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ বলতেন 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' এবং আমেরিকান রাষ্ট্রনেতারা বলতেন 'উত্তেজনা হ্রাস'। এআই অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে সীমিত করার জন্যও চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের একই ধরনের সমঝোতায় পৌঁছানো উচিত। **নিয়াল ফার্গুসন** স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ফেলো; **লিসা ক্লাসেন** অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডক্টরেট গবেষক; **এরিক শ্মিট** গুগলের প্রাক্তন সিইও ও চেয়ার।

ফরেন এফেয়ার্স থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।

রিজার্ভ থেকে বিক্রির পরও

৯ পৃষ্ঠার পর

কিনতে হচ্ছে। এতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) ডলারের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। আবার ভোগ্যপণ্যসহ অন্য অনেক ক্ষেত্রে আমদানি ব্যয় বেড়েছে। সব মিলিয়ে ডলারের ওপর বাড়তি চাপের কারণে নিয়মিতভাবে দর বাড়ছে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) ব্যাংকগুলো বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে ১২৫ টাকা থেকে ১২৫ টাকা ১০ পয়সা পর্যন্ত দরে রেমিট্যান্স কিনেছে। আমদানিতে দর নিয়েছে ১২৫ টাকার বেশি। খোলাবাজারে নগদ ডলারের দর বেড়ে ১২৮ টাকা ২০ পয়সা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। মূলত জোগানের তুলনায় চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ডলারের দর এভাবে বাড়ছে। চলতি মাসের ১১ দিনে আন্তঃব্যাংকে প্রতি ডলারে গড়ে ৭৬ পয়সা বেড়ে গতকাল ১২৪ টাকা ৭৫ পয়সায় উঠেছে। এর আগে গত অক্টোবরের শুরুতে আন্তঃব্যাংকে ডলারের দর ছিল ১২৩ টাকা। সেখান থেকে বাড়তে বাড়তে অক্টোবরের শেষ কর্মদিবসে ১২৩ টাকা ৯৯ পয়সা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেড় বছর ধরে ডলারের দর ১২১ থেকে ১২২ টাকা ৩০ পয়সার মধ্যে স্থিতিশীল ছিল।

চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে বিভিন্ন পণ্য আমদানিতে ২ হাজার ৯৭৮ কোটি ডলারের এলসি খোলা হয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা ২৫ শতাংশ বেশি। এ সময়ে এলসি নিষ্পত্তি ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ বেড়ে ২ হাজার ৪৮৬ কোটি ডলারে উঠেছে।

কেন হাসিনাকে ফেরত চায় না ঢাকা

১৭ পৃষ্ঠার পর

মতো অবস্থানে তিনি রয়েছেন। আর এ কারণেই তিনি নিছক লোকদেখানো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটা বলার সুযোগ কম। বরং এটা তার প্রকৃত সিদ্ধান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আর এ কারণেই বাংলাদেশ সরকার এমন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। হাসিনার দণ্ডাদেশের পর থেকে গত এক বছর ধরেই ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়নের জন্য হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দিতে ভারতের কাছে দাবি জানিয়ে আসছে সরকার। এখন হাসিনা নিজেই দেশে ফেরার কথা বলছেন। অথচ সরকার তাকে সেই সুযোগ করে দিতে চাইছে না বলে মনে হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি অযৌক্তিক। সরকার বলছে, তারা হাসিনাকে ফেরত চায়। অথচ এখন যখন তিনি নিজেই ফিরতে চাইছেন, তখন সরকার তাকে দূরে রাখার উপায় খুঁজছে বলে মনে হচ্ছে।

কারণটি সহজ। উপরের সবগুলো কারণ বিবেচনায় দিল্লিতে থাকা হাসিনার চেয়ে বাংলাদেশে থাকা হাসিনা এই সরকারের জন্য অনেক বেশি বিপজ্জনক। হাসিনার এমন ঘোষণায় ভারতও সংকটে পড়েছে। তাকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ দেশটি এত দিন কার্যত এড়িয়ে এসেছে। এবার তিনি স্বেচ্ছায় দেশে ফেরার ঘোষণা দেওয়ার ফলে আপাতদৃষ্টিতে ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লির সবচেয়ে বড় সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। কারণ, ভারতকে আর তাদের দীর্ঘদিনের মিত্রকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু, ঢাকা জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় হাসিনাকে ফেরাতে এবং দণ্ডিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াকেই যথাযথ বলে দাবি করছে। এই চুক্তির বাইরে হাসিনার দেশে ফেরার কোনো উদ্যোগে সহায়তা করলে নয়াদিল্লির ওপর দায় চাপাতে পারে ঢাকা। এতে নতুন করে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরির কারণ সৃষ্টি হবে। তা ছাড়া, আপাতদৃষ্টিতে দেশে ফেরার সিদ্ধান্তটি হাসিনার হলেও, দীর্ঘদিনের মিত্রকে সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ডের দিকে এগিয়ে দেওয়ার বিষয়টি ভারত কীভাবে দেখাতে চাইবে, সেটাও বোঝা কঠিন। এদিকে হাসিনা ভারতে অবস্থান করার কারণে এর মূল্যও চুকাতে হচ্ছে। ২০২৬ সালের আগস্টে দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি ও তার দলের নেতারা একের পর এক মিথ্যা ও অপতথ্য ছড়ান। এর ফলশ্রুতিতে তারেক রহমানের প্রথম ভারত সফরের প্রস্তুতি ভেস্তে যায়। অথচ, নরেন্দ্র মোদি এই সফরটি চান। কারণ, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সম্পর্ক পুনর্গঠন করতে চাইছে; একইসঙ্গে ঢাকার পাকিস্তান ও চীনমুখী হওয়ার সম্ভাবনাও ঠেকানোর চেষ্টা করছে।

মজার বিষয় হলো, ঢাকা ও দিল্লির স্বার্থ সম্ভবত এই একটি জায়গায় এসে মিলে যাচ্ছে—কেউই আসলে হাসিনাকে বাংলাদেশে দেখতে চাইছে বলে মনে হচ্ছে না। আর পাসপোর্ট বা ভ্রমণ নথি না দেওয়ার মাধ্যমে অঘোষিতভাবে হাসিনাকে ভারতের কাছেই রেখে দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে ঢাকা।

বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক পরিবার

৯ পৃষ্ঠার পর

জরিপে দেখা গেছে, জাতীয় পর্যায়ে পরিবারপ্রতি গড় মাসিক আয় ৩৩ হাজার ৫১৩ টাকা, যেখানে গড় মাসিক ব্যয় ৩৫ হাজার ৩১১ টাকা। পরিবারপ্রতি সবচেয়ে বেশি মাসিক গড় ব্যয় সিটি করপোরেশন এলাকাগুলোতে ৪৬ হাজার ৭৭৮ টাকা। এরপরে রয়েছে শহরাঞ্চলে গড়ে ৩৭ হাজার ৩৪৪ টাকা ও গ্রামীণ এলাকায় ৩২ হাজার ৫৩২ টাকা।

জাতীয় পর্যায়ে মাসিক খরচের অর্ধেক খাদ্যে এবং বাকি অর্ধেক খাদ্যবহির্ভূত খাতে ব্যয় হয়, তবে অঞ্চলভেদে এর ভিন্নতা রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যের পেছনে খরচ বেশি হয়, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে খাদ্যবহির্ভূত খাতে খরচ বেশি। সিটি করপোরেশন এলাকাগুলোতে মাসিক খরচের ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশই ব্যয় হয় খাদ্যবহির্ভূত খাতে।

এর বিপরীতে, ২০২২ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপে দেখা গিয়েছিল, জাতীয় পর্যায়ে গড় পারিবারিক আয় ছিল ৩২ হাজার ৪২২ টাকা এবং গড় ব্যয় ছিল ৩১ হাজার ৫০০ টাকা।

নবম জাতীয় বেতন স্কেলের আওতায় বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ তৈরিতে সহায়তা করার লক্ষ্যেই কমিশন এই বিশেষ জরিপ পরিচালনা করতে বলেছিল। গত বছরের ১৪ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই জরিপটি পরিচালনা করা হয়। এতে গ্রামীণ, শহরাঞ্চল ও সিটি করপোরেশন এলাকার মোট তিন হাজার পরিবারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ১৫০টি নমুনা এলাকা (স্যাম্পলিং ইউনিট) থেকে ট্যাবলেট ডিভাইস ও ডিজিটাল কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড পার্সোনাল ইন্টারভিউয়িং পদ্ধতিতে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, মহামারির পর থেকে বাংলাদেশ যে দুর্বল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এই জরিপের ফলাফল যেন তারই এক প্রতিচ্ছবি।

তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে কমছে, পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি উচ্চমাত্রায় (সিঙ্গেল ডিজিট বা ডাবল ডিজিট) রয়ে গেছে, যা কমার কোনো লক্ষণ নেই। একই সঙ্গে কর্মসংস্থান স্থবির হয়ে আছে এবং মানুষের প্রকৃত মজুরি ধারাবাহিকভাবে কমেছে। সরকারি তথ্যানুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা ৫৬ মাস ধরে মজুরি বৃদ্ধির হারের চেয়ে মূল্যস্ফীতির হার বেশি ছিল।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'মজুরি হার সূচক' অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বরে মজুরি বৃদ্ধির হার কমে ৭ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়ায়, যা আগের মাসে ছিল ৮ দশমিক ০৫ শতাংশ। এই সূচকের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের ৬৩টি পেশার স্বল্প আয়ের দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মাসিক মজুরির হিসাব রাখা হয়।

জাহিদ হোসেন বলেন, 'যেকোনো পরিবারকে তাদের অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেই অনুমেয় উত্তরটি পাওয়া যাবে-আয় কমছে কিন্তু খরচ বাড়ছে। ফলে অনেকের সামনেই ঋণ নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকছে না।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই খরচ বৃদ্ধি কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার কারণে হচ্ছে না, বরং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বা জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণেই হচ্ছে।

শহরের চেয়ে গ্রামে ঋণের বোঝা কেন বেশি-তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, গ্রামে আয়ের ক্ষেত্রে স্থবিরতা প্রকট। অন্যদিকে শহরে তুলনামূলকভাবে কাজের বা অর্থনৈতিক সুযোগ কিছুটা বেশি থাকে।

তিনি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও এর সুফল গ্রামের মাত্র ৭ থেকে ৮ শতাংশ মানুষের কাছে পৌঁছায়। ফলে একটি বড় অংশের মানুষ এখন তাদের আগের জমানো সঞ্চয় ভেঙে কোনোমতে টিকে রয়েছে।

জাহিদ আরও বলেন, এই জরিপের তথ্য মূলত বিশ্বব্যাংকের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পূর্বাভাসেরই সত্যতা নিশ্চিত করে, যেখানে বলা হয়েছিল যে দেশে দারিদ্র্যের হার বাড়ছে।

গত ৬ অক্টোবর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেটের তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক মন্দা মানুষের জীবনযাত্রার মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর পেছনে মূল কারণ হলো শ্রমের চাহিদায় ঘাটতি এবং টানা উচ্চ মূল্যস্ফীতি। এর প্রভাবে দেশে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ২০২২ সালের ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৬ সালে আনুমানিক ২২ দশমিক ৫ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

অর্থনীতির এই টানাপোড়েনের মূল কারণ হলো গত চার বছর ধরে মূল্যস্ফীতির লাগাতার বৃদ্ধি, যা মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে ক্রমাগত সংকুচিত করে ফেলেছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, তীব্র জ্বালানি সংকট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর ফলে ব্যবসার সময় কমাতে হয়েছে, অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং বিশেষ করে শিল্প খাতে নতুন কোনো চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে না।

দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে ক্রেডিট

৯ পৃষ্ঠার পর

করেন। মানি ম্যানেজমেন্ট ইন্টারন্যাশনালের একজন গড় গ্রাহক প্রায় ৪০ হাজার ডলারের অনিরাপদ ঋণ নিয়ে সাহায্য চাইতে আসেন। এই ঋণ সাধারণত বিলাসী কেনাকাটা থেকে তৈরি হয় না; বরং গাড়ি মেরামত, চিকিৎসার বিল ও বাজার-সদাইয়ের মতো দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খরচ থেকেই এর বড় অংশ তৈরি হয়।

রসম্যান বলেন, তুলনামূলক কম ঋণের ক্ষেত্রে শূন্য শতাংশ সুদের ব্যালান্স ট্রান্সফার সুবিধা কাজে লাগতে পারে। তবে বড় অঙ্কের ঋণের ক্ষেত্রে অলাভজনক ঋণ পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিক ঋণ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি তুলনামূলক কার্যকর সমাধান হতে পারে।



বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ

৯ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বব্যাংকের ২০২৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের মোট বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৩ বিলিয়ন ডলারে। ২০১৫ সালে এ ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৮ বিলিয়ন ডলার। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বিদেশি ঋণের মোট পরিমাণের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশের অর্থনীতি আপাতত ঋণের এসব সূচক সামলানোর মতো অবস্থায় রয়েছে। তবে একই হারে ঋণ বাড়তে থাকলে এবং ধার করা অর্থ যথাযথভাবে কাজে না লাগালে ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে সংকটে পড়তে পারে বাংলাদেশ।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদেশি ঋণ ভারতের। দেশটির ঋণের পরিমাণ ৭৬৪ বিলিয়ন ডলার, যা গত ১০ বছরে ৫৯ শতাংশ বেড়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১৩৫ বিলিয়ন ডলার। এক দশকে দেশটির ঋণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার বিদেশি ঋণ ৩১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭ বিলিয়ন ডলারে। নেপালের ঋণ বেড়েছে ১৮৬ দশমিক ৫ শতাংশ, দাঁড়িয়েছে ১১ বিলিয়ন ডলারে। ভুটানের বিদেশি ঋণ ৫৭ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। আর মালদ্বীপের ঋণ বেড়েছে চার গুণের বেশি, দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ১৬ শতাংশ যাচ্ছে ঋণ পরিশোধে

২০২৫ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ১৬ শতাংশ ব্যয় হয়েছে বিদেশি ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধে। আগের বছরের তুলনায় এ হার ৩ দশমিক ১ শতাংশীয় পয়েন্ট কমেছে। অর্থাৎ বিদেশি ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধে রপ্তানি আয়ের যে অংশ ব্যয় হয়, তা কমেছে। ঋণ পরিশোধের সক্ষমতার জন্য এটি ইতিবাচক লক্ষণ। তবে এ হার এখনো ভারতের চেয়ে বেশি। দক্ষিণ এশিয়ার গড় হার ১০ শতাংশ। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায় এ হার ২৬ শতাংশ এবং ভুটানে ১৯ শতাংশ।

মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) তুলনায় বাংলাদেশের ঋণ পরিশোধের ব্যয় কম। বাংলাদেশের ব্যয়ের হার জিএনআইয়ের ২ শতাংশ, যা ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের সমান। তবে শ্রীলঙ্কায় এ হার ৫ শতাংশ এবং ভুটানে ৬ শতাংশ।

জাতীয় আয়ের তুলনায় বিদেশি ঋণের অনুপাত ২৪ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের মোট জাতীয় আয়ের ২৪ শতাংশের সমান বিদেশি ঋণ রয়েছে বাংলাদেশের। আপাতত এ হার সামলানোর মতো অবস্থায় থাকলেও দক্ষিণ এশিয়ার সম্মিলিত গড় ২১ শতাংশের চেয়ে কিছুটা বেশি। ভারতে এ হার ২০ শতাংশ, পাকিস্তানে ৪১ শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কায় ৫৪ শতাংশ।

তবে রপ্তানি আয়ের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের ঋণের বোঝা অনেক বেশি বলে মনে হয়।

আমাদের বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ২১০ শতাংশের সমান বিদেশি ঋণ। অর্থাৎ এক বছরে রপ্তানি ও অন্যান্য খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়, বিদেশি ঋণের পরিমাণ তার দ্বিগুণের বেশি।

ভারতের ক্ষেত্রে এ হার ৮৩ শতাংশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার গড় ৯৫ শতাংশ। তবে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি পাকিস্তানে ৩২৪ শতাংশ, ভুটানে ৩০১ শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কায় ২৭২ শতাংশ।

ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতার পরামর্শ

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, ঋণের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ এখনো পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। তবে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে।

তিনি বলেন, 'বিদেশি ঋণ বর্তমান গতিতে বাড়তে থাকলে একসময় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতিতে পড়তে পারে।'

জাহিদ হোসেন আরও বলেন, 'কী ধরনের ঋণ নেওয়া হচ্ছে এবং সেই অর্থ কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সে বিষয়ে সতর্ক না হলে বাংলাদেশ আরেকটি শ্রীলঙ্কায় পরিণত হতে খুব বেশি সময় লাগবে না।'

তবে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা করা কঠিন বলে মনে করেন তিনি। কারণ দেশটির ভূরাজনৈতিক ও কৌশলগত পরিস্থিতি আলাদা।

জাহিদ হোসেন বলেন, ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বোঝার ক্ষেত্রে রপ্তানি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ঋণ ও জিডিপির অনুপাত দিয়ে একটি দেশের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা খুব একটা বোঝা যায় না। অর্থনীতির আকার বড় হলেই যথেষ্ট নয়, ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত তারল্যও থাকতে হয়। এ কারণেই রপ্তানি আয়ের সঙ্গে ঋণের অনুপাত গুরুত্বপূর্ণ।

এ বিবেচনায় বাংলাদেশ কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কারণ দেশের রপ্তানি পণ্যের পরিসর ছোট এবং একটি নির্দিষ্ট পণ্যশ্রেণির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। জিডিপির তুলনায় রপ্তানির অনুপাত যেসব দেশে সবচেয়ে কম, বাংলাদেশ সেগুলোর একটি।

তিনি বলেন, রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে অবদান রাখে। তবে রেমিট্যান্স হিসাবের মধ্যে ধরলেও ভারত বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকবে। কারণ দেশটির রেমিট্যান্স আয় অনেক বেশি। একইভাবে শ্রীলঙ্কায় বিপুলসংখ্যক পর্যটক যান। পর্যটন খাত থেকেও দেশটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

ঋণের খরচ আরও বাড়বে

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, জিডিপি ও রপ্তানি আয়ের তুলনায় ঋণের অনুপাত ধীরে ধীরে বাড়ছে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো নিট রপ্তানি আয়ের তুলনায় ঋণ পরিশোধের ব্যয়ের অনুপাত।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এ খাতে দেশীয় মূল্য সংযোজনের হার ৬০-৬৫ শতাংশ। ফলে মোট রপ্তানি আয়ের পরিবর্তে নিট রপ্তানি আয় বিবেচনায় নিলে ঋণের অনুপাত আরও অনেক বেশি হবে।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে নেওয়া ঋণগুলোর সুদের হার তুলনামূলক বেশি। পাশাপাশি এসব ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ও ছাড়কালও কম। ফলে আগামী কয়েক বছরে ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়বে। এমনিতেই বাংলাদেশ ঋণের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে রয়েছে।

গত অর্থবছরে সরকারের বিদেশি ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ৪ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। ২০২৯ সাল নাগাদ তা বেড়ে ৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। ঋণের সুদের হার বাড়ার পাশাপাশি পরিশোধের মেয়াদ ও ছাড়কাল কমে আসায় এ ব্যয় বাড়বে।

উদাহরণ হিসেবে জাপানের ঋণের সুদের হারের কথা উল্লেখ করেন তিনি। ২০২১ সালে দেশটিতে সুদের হার ১ শতাংশের নিচে ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে ৩ শতাংশ ছাড়িয়েছে।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরতা কমাতে বাংলাদেশকে রপ্তানি বাড়াতে হবে, পণ্যে দেশীয় মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং দেশের ভেতর থেকে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরতাও কমাতে হবে।

তিনি বলেন, 'বিশ্বজুড়ে ঋণ ও অর্থায়নের পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের প্রয়োজন এখনো থাকবে। তবে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও ভালো শর্ত নিশ্চিত করতে হবে এবং সহজ শর্তের ঋণ সংগ্রহে জোর দিতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'সরকার বন্ড ছেড়েও অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।'

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মোট বিদেশি ঋণ ৫ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে রেকর্ড ৯ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০২১ সালের পর ঋণ বৃদ্ধির এ হার সবচেয়ে বেশি। ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের গড় বৃদ্ধির তুলনায় তা প্রায় চার গুণ।

বিশ্বজুড়ে সুদের হার বেশি থাকায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ পরিশোধের চাপও বেশি ছিল। ২০২৫ সালে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলো ঋণের আসল ও সুদ বাবদ মোট ১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার পরিশোধ করেছে। আগের বছরের তুলনায় এ ব্যয় বেড়েছে ১ দশমিক ৯ শতাংশ। টানা পঞ্চম বছরের মতো ঋণ পরিশোধের ব্যয় বাড়ল।

২০২২ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত নতুন করে পাওয়া অর্থায়নের চেয়ে ৪৩৬ বিলিয়ন ডলার বেশি ঋণ পরিশোধ করেছে উন্নয়নশীল দেশগুলো।

সংবাদসূত্র দৈনিক সমকাল

দনবাসের কিছু অংশ

৮ পৃষ্ঠার পর

বিষয়টি অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, এ ধরনের পদক্ষেপই সংঘাতকে আরও উসকে দেয়।'

রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিন দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, ইউক্রেনের ন্যাটো সদস্যপদ মস্কোর জন্য একটি 'রেড লাইন' বা চূড়ান্ত সীমারেখা। ২০২২ সালে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার রুশ আগ্রাসন শুরুর পেছনে এটিকেই অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে দেখিয়ে আসছেন তিনি।

তবে জেলেনস্কি বলেছেন, ইউক্রেন যদি যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য মিত্রদের কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, সামরিক ও পুনর্গঠন তহবিল এবং দেশ পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনাসহ 'একটি পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ' পায়, তবে দনবাসের কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি তিনি জাতীয় গণভোটে দেবেন।

তিনি বলেন, 'ন্যাটোর অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে নিয়ে মার্কিন পক্ষ যদি আমাদের কাছে বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করে, তবে আমি ইউক্রেনের জনগণের মতামত চাইব-আমরা কি এটি মেনে নেব, নাকি নেব না?'

জেলেনস্কি জানান, যেকোনো শান্তি চুক্তিতেই দখলকৃত ভূখণ্ডগুলোকে রাশিয়ার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি থাকবে না। পাশাপাশি ইউক্রেনের 'নিরপেক্ষ' থাকার অঙ্গীকার করার সম্ভাবনাও নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। তার ভাষায়, 'এমনটা করতে হলে দেশের সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। পুতিন যদি আশা করেন যে ইউক্রেনের নিরপেক্ষতা সংবিধানে স্থায়ীভাবে যুক্ত করা হবে, তবে তা কখনোই ঘটবে না। তা ছাড়া আমরা তো এখনই ন্যাটোতে নেই।'

সংঘাত নিরসনে কূটনৈতিক তৎপরতা চলার মধ্যেই রাশিয়া ও ইউক্রেনে রাতভর পাল্টাপাল্টি হামলার খবর পাওয়া গেছে। শুক্রবার রুশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাশিয়াকে লক্ষ্য করে প্রায় ১ হাজার ২০০টি ড্রোন ছুড়েছে ইউক্রেন, যার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে তেল অবকাঠামোও ছিল। অন্যদিকে ইউক্রেন জানিয়েছে, রুশ হামলায় একটি হাসপাতাল এবং ওদেসা বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এদিকে সম্প্রতি আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এক শীর্ষ সম্মেলনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নেতারা একমত হয়েছেন যে, ইউক্রেন শান্তি আলোচনায় ইউরোপের প্রতিনিধিদল গঠিত হবে পাঁচটি প্রধান সামরিক শক্তি-ইইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যুক্তরাজ্যসহ ফ্রান্স, জার্মানি ইতালি ও পোল্যান্ড-এবং ইইউ কর্মকর্তাদের নিয়ে। তারা মার্কিন ও ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন, তবে রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি কোনো বৈঠকে বসবেন না। - আল-জাজিরা

কানাডায় আগামী তিন

১০ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে দেশটির সরকার।

এ ছাড়া পরিবার পুনর্মিলন এবং মানবিক কারণে আশ্রয়প্রার্থীদের বিষয়টিও নতুন পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে। এর ফলে কানাডায় বসবাসরত অভিবাসীরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকার সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে শরণার্থী ও মানবিক সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এমন মানুষদের জন্যও নির্দিষ্ট সুযোগ রাখা হয়েছে।

তবে কানাডা শুধু অভিবাসীর সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে না। দেশটির সরকার আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধার ওপর অতিরিক্ত চাপ কমানোর বিষয়টিও গুরুত্ব দিচ্ছে। এ কারণে অস্থায়ীভাবে কর্মরত বিদেশি কর্মী ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২০২৭, ২০২৮ ও ২০২৯ সালে প্রতি বছর নতুন অস্থায়ী কর্মী ও শিক্ষার্থী মিলিয়ে ৩ লাখ ৭০ হাজার মানুষকে কানাডায় প্রবেশের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২ লাখ ২০ হাজার কর্মী এবং ১ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী থাকবেন। কানাডার সরকারের মতে, সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অভিবাসীদের দক্ষতা কাজে লাগানো গেলে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে, কর্মী সংকট মোকাবিলা সহজ হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের

১০ পৃষ্ঠার পর

এবং প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই যাচাইয়ের বিষয়টি নির্ধারিত হবে বলে জানানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত সংশোধিত আবেদন ফরম প্রকাশ করেনি ইউএসসিআইএস। নতুন প্রশ্নগুলো কবে থেকে কার্যকর হবে, সে বিষয়েও নির্দিষ্ট সময়সূচি জানানো হয়নি। সংশোধিত ফরম ও নির্দেশনার বিস্তারিত প্রকাশের পর আবেদনকারীদের কাছ থেকে কী ধরনের তথ্য চাওয়া হবে, তা আরও স্পষ্ট হবে। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের আবেদন করার পরিকল্পনা করছেন এমন ব্যক্তিদের নতুন নির্দেশনা ও আবেদন ফরমের পরিবর্তনের বিষয়ে নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।



অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK



আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SAUDIA | DELTA



MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

দজ্জালের ছায়া ও আমেরিকার আয়না

১৭ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বাসের জল দিতে হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার সেই বাগানে অদৃশ্য আগাছা জন্মেছে।

দলীয় ঘৃণা, সামাজিক বিভাজন, মানুষের প্রতি অবিশ্বাস, সংবাদমাধ্যমের প্রতি সন্দেহ। এসব ধীরে ধীরে শিকড় ছড়িয়েছে। ট্রাম্প সেই আগাছা বপন করেননি। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের পর সবাই প্রথমবার স্পষ্টভাবে আগাছাগুলো দেখতে পেয়েছে।

তারপর আসে এক বিকেল। আকাশে সূর্য ছিল। কিন্তু আমেরিকার আত্মায় সন্ধ্যা নেমেছিল। ক্যাপিটল ভবনের দিকে ছুটে যাচ্ছিল উত্তেজিত জনতা। দূর থেকে দৃশ্যটি দেখে মনে হচ্ছিল, ইতিহাস নিজের প্রতিকৃতিতে নিজেই আঘাত করছে। যে সংসদ ভবন একসময় গণতন্ত্রের মন্দির বলে পরিচিত ছিল, সেদিন তার দরজায় কড়া নাড়ছিল ক্ষোভ। কেউ দেখেছিল বিদ্রোহ। কেউ দেখেছিল বিশৃঙ্খলা। কেউ দেখেছিল গণতন্ত্রের ক্ষয়। কিন্তু সবাই বুঝেছিল, আমেরিকার গল্প বদলে গেছে। সেই দিন আর পাঁচটা দিনের মতো ছিল না। সেদিন একটি জাতি প্রথমবার নিজের মুখে বার্ধক্যের ছায়া দেখতে পেয়েছিল।

ইতিহাস সব সময় খলনায়ক খোঁজে। কারণ, তাতে গল্প বলা সহজ হয়। কিন্তু বাস্তবতা উপন্যাসের চেয়েও জটিল। হিটলার জার্মানির একমাত্র গল্প নন। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্পূর্ণ ইতিহাস নন। তেমনি ট্রাম্পও আমেরিকার পুরো কাহিনি নন। তিনি হয়তো একটি লক্ষণ। একটি সংকেত। একটি সমাজের অস্থির আত্মার বহিঃপ্রকাশ। যেন গভীর সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প হয়েছে, আর ওপরে আমরা কেবল সুনামি দেখতে পাচ্ছি।

কখনো কখনো সভ্যতার সবচেয়ে বড় ফিতনা যুদ্ধ নয়। সমৃদ্ধি, ক্ষমতা, আত্মতুষ্টি এবং এই বিশ্বাস, 'আমরা এত শক্তিশালী যে আমাদের পতন অসম্ভব।' ইতিহাসের কবরস্থানগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি পতিত সাম্রাজ্য একসময় এ কথাই বিশ্বাস করত।

ধরা যাক, এ কাহিনি একটি উপন্যাস। এর শেষ অধ্যায়ে ট্রাম্প আর কেন্দ্রীয় চরিত্র নন। তিনি দূরে সরে গেছেন। সময় তাঁকে ধীরে ধীরে ইতিহাসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ক্যামেরার আলো নিভে গেছে। মঞ্চ ফাঁকা। স্লোগান স্তব্ধ। কিন্তু একজন চরিত্র তখনো রয়ে গেছে। তার নাম আমেরিকা। সে দাঁড়িয়ে আছে এক অন্তহীন আয়নার সামনে। তার চোখে ক্লান্তি। মুখে অহংকারের ছায়া। কপালে উদ্বেগের রেখা। সে নিজের দিকে তাকিয়ে আছে। আর সেই আয়নায় সে ট্রাম্পকে যতটা দেখে, তার চেয়ে বেশি দেখে নিজেকে। দেখে একাকিত্ব। দেখে বিভাজন। দেখে ক্ষোভ। দেখে স্বপ্নভঙ্গ। দেখে নিজের অপূর্ণতা।

হয়তো একদিন ইতিহাসের আদালতে ট্রাম্পের বিচার হবে। গবেষকেরা তাঁর ভাষণ, তাঁর সিদ্ধান্ত, তাঁর উত্থান ও পতনের কারণ খুঁজবেন। কেউ তাঁকে গণতন্ত্রের বিদ্রোহী সন্তান বলবেন, কেউ বলবেন গণতন্ত্রের বিপজ্জনক পরীক্ষা। কিন্তু শত বছর পরে সেই বিতর্কের চেয়েও বড় হয়ে উঠবে অন্য একটি প্রশ্ন-কেন একটি জাতি এমন একজন মানুষকে প্রয়োজন বোধ করেছিল?

ইতিহাসের শেষ বিচারে ট্রাম্প হয়তো কেবল একজন মানুষ হিসেবেই থেকে যাবেন। কিন্তু তিনি যে আয়না আমেরিকার সামনে তুলে ধরেছিলেন, সেটি সহজে অদৃশ্য হবে না। সেই আয়নায় একটি জাতি নিজের বিভক্ত মুখ, নিজের ভয়, নিজের ক্রোধ এবং নিজের অপূর্ণতা দেখতে পেয়েছে। তাই প্রশ্নটি ট্রাম্পকে নিয়ে নয়। প্রশ্নটি সেই ছায়াকে নিয়ে, যা যুগে যুগে নতুন নামে ফিরে আসে। কখনো কোনো নেতা হয়ে, কখনো কোনো মতবাদ হয়ে, কখনো একটি জনসমষ্টির ক্ষোভ হয়ে।

মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক

ওয়াশিংটনের নতুন ভারসাম্য, ঢাকার

১৯ পৃষ্ঠার পর

দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরে ধারাবাহিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বাংলাদেশের কূটনীতির একটি দুর্বলতা হলো, অনেক সময় আমরা সম্পর্ককে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সরকারের সঙ্গে অতিরিক্তভাবে যুক্ত করি। যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসন বদলায়, কংগ্রেসের ক্ষমতার ভারসাম্যও বদলায়; কিন্তু দুই দেশের ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তাগত স্বার্থ থাকে।

তাই ঢাকাকে হোয়াইট হাউসের পাশাপাশি কংগ্রেসের দুই দলের সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, ব্যবসায়ী সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। এতে কোনো একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধাক্কায় সম্পর্কের ভিত্তি নড়বড়ে হবে না।

বাংলাদেশের করণীয় তাই স্পষ্ট। প্রথমত, বাণিজ্যচুক্তির প্রতিটি শর্ত ও বাস্তবায়ন অবস্থা যাচাই করে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, কেবল সরকারি পর্যায়ে নয়, কংগ্রেস ও বেসরকারি খাতের সঙ্গেও ধারাবাহিক যোগাযোগ রাখতে হবে। তৃতীয়ত, শ্রম অধিকার, সুশাসন ও আইনের শাসনে বাস্তব অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। আর চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে অন্য অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্কের বিকল্প হিসেবে নয়, বাংলাদেশের বহুমুখী পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিচালনা করতে হবে।

মার্কিন নির্বাচনের ফল বাংলাদেশের জন্য কোনো উপহার নয়; এটি নতুন বাস্তবতা। সেই বাস্তবতায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্য নির্ভর করবে আমরা কতটা প্রস্তুত, কতটা বিশ্বাসযোগ্য এবং কতটা ধারাবাহিক। ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক পরিবর্তনকে কাজে লাগাতে হলে ঢাকাকে নিজের অবস্থান শক্ত করতে হবে-নীতিতে, প্রতিষ্ঠানে এবং আলোচনার সক্ষমতায়।

এম কবির হাসান লুইজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটি, নিউ অরলিন্সের ফাইন্যান্সের অধ্যাপক ও এন্ডাউড মফেট চেয়ার

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে

৮ পৃষ্ঠার পর

এরপর থেকে বিক্ষোভস্থলগুলোতে পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি গণপরিবহনে তল্লাশি এবং বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করা হয়েছে। ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মার্সেইয়ে সপ্তাহান্তে বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে শহরটির প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রায় তিন হাজার ৫০০ মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করেছে। জনপ্রিয় একটি স্থানীয় চত্বরে আগুন জ্বলতে থাকার ছবিও প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যমগুলো। লিওঁ শহরে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় আট হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমগুলো প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, মুখোশ পরা বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় জ্বালানো আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। এ সময় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের দিকে তেড়ে যায় এবং কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। নঁত, বোর্দো ও প্যারিসেও পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

নতুন করে বিক্ষোভের পরিকল্পনা

সরকার ন্যূনতম মজুরি ০.৬ শতাংশ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা প্রত্যাখ্যান করেছে শ্রমিক সংগঠনগুলো। তাদের ভাষায়, এই সামান্য বৃদ্ধি শ্রমিকদের জন্য 'উচ্ছিষ্ট' ছাড়া আর কিছু নয়। এর প্রতিবাদে আগামী মঙ্গলবার নতুন করে দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলো।









রূপচাঁদা বারবিকিউ



পরিচয় ডেস্ক : রান্না-ভাজা নানাভাবে প্রতিদিন মাছ খাওয়া হয়। স্বাদে ভিন্নতা আনতে ঘরে তৈরি করতে পারেন রূপচাঁদা মাছের বারবিকিউ।
উপকরণ: রূপচাঁদা মাছ ১টি, দই ১ টেবিল চামচ, বারবিকিউ মসলা (অথ বা তান্দুরী মসলা) ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ১/২ চা চামচ, লালমরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১/৩ চা চামচ, ধনে গুঁড়া ১/২ চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১/২ চা চামচ, গরম মসলা গুঁড়া সামান্য পরিমাণে, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল ২ টেবিল চামচ।
প্রস্তুত প্রণালি: মাছ ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। পাত্রে দই, আদা-রসুন বাটা, লবণ, মরিচ গুঁড়া, হলুদ, ধনে, জিরা, গরম মসলা মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এই মসলার মিশ্রণটি মাছে ভালো মতো মেখে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন। বারবিকিউ গ্রিল কয়লার ওপর বসিয়ে মাছ দিন। বারবার তেল ব্রাশ করুন। মাছ হয়ে গেলে লেটুস পাতা, লেবু ও কাঁচামরিচ দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

তেলাপিয়া বারবিকিউ



পরিচয় ডেস্ক : তেলাপিয়া মাছের বারবিকিউও খুব স্বাদের ।
উপকরণ: তেলাপিয়া মাছ ১টি, টক দই ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, বারবিকিউ মসলা (অথবা তান্দুরী মসলা) ১ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১/২ চা চামচ, লালমরিচ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১/৩ চা চামচ, গরম মসলা গুঁড়া সামান্য, সরিষার তেল ও লবণ পরিমাণমতো।
প্রস্তুত প্রণালি: ভিনেগার দিয়ে মাছ ভালোমতো মাখিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিলে মাছের গন্ধ দূর হবে। মেরিনেশন: একটি বাটিতে টক দই, রসুন-আদা বাটা, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, লালমরিচ গুঁড়া, হলুদ, গরম মসলা, বারবিকিউ মসলা, লবণ ও তেল মিশিয়ে একপাশে রেখে দিন। তেলাপিয়া মাছের গায়ে হালকা করে ছুরি দিয়ে কেটে নিতে হবে। এতে মসলা ভালোভাবে ঢুকবে। এবার আগে করে রাখা মসলাগুলো মাছের গায়ে ভালোভাবে মাখিয়ে ৪০-৫০ মিনিট রেখে দিন। পরে কয়লার আগুনে বারবিকিউ গ্রিলে মাছ রাখুন এবং মাঝে মধ্যে তেল ব্রাশ করুন। ১০-১২ মিনিট পর উল্টে দিন। আরেক পাশ গ্রিল করুন। হয়ে গেলে গ্রিল থেকে নামিয়ে লেটুস পাতা, কাঁচামরিচ ও লেবু দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা



সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা



ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

হাঁসের ঝাল ভুনা



পরিচয় ডেস্ক : শীতে হাঁসের মাংসের স্বাদ বেড়ে যায় বৈকি। এ সময় হাঁস ঝাল ঝাল করে রান্না করে খেলেও যেমন অমৃত লাগে, তেমনি সবজি দিয়ে রান্না করলেও খেতে ভালো লাগে।

উপকরণ: হাঁস ১টি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ, মরিচ, ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ, জিরা ও গরম মসলা গুঁড়া ১ চা চামচ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, এলাচ ও দারচিনি ২ পিস, সয়াবিন তেল আধা কাপ।

প্রস্তুত প্রণালি: হাঁস ভালোভাবে পরিষ্কার করে ১২ পিস করে কেটে নিন। এবার ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সোনালি করে ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনে গুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া, লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো মসলায় হাঁসের মাংস দিয়ে ঢাকনাসহ কম তাপে রান্না করুন। সেদ্ধ হলে আবারও সামান্য পানি দিন। ফুটে উঠলে এলাচ ও দারচিনি, জিরা গুঁড়া, গরম মসলা গুঁড়া, গোলমরিচ গুঁড়া দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন। লালচে রং হলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। চিতই পিঠা আর ধনেপাতা ভর্তা দিয়ে পরিবেশন করুন ঝাল ঝাল হাঁসের ভুনা।

শালগম হাঁসের রসা



পরিচয় ডেস্ক : শালগম দিয়ে রান্না করা হাঁসের মাংসও খুবই সুস্বাদু।

উপকরণ: হাঁস ১টি, শালগম ৪টি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ করে, জিরা ও গরম মসলা গুঁড়া ১ চা চামচ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, এলাচ ও দারচিনি ২-৩ পিস, তেজপাতা ২-৩টি, সয়াবিন তেল আধা কাপ।

প্রস্তুত প্রণালি: হাঁস পরিষ্কার করে মাঝারি টুকরা করে ধুয়ে নিন। এবার কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি, ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ সামান্য ভেজে নিন। এবার অল্প পানি দিয়ে পেঁয়াজ বাটা, আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ, ধনে গুঁড়া, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া, লবণ দিয়ে কষিয়ে হাঁসের মাংস দিন। পরে নেড়ে সব মসলা মিশিয়ে নিন। আবারও ঝোলের পানি দিয়ে ঢাকনাসহ কম তাপে রান্না করুন সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। শালগম দিয়ে আবার রান্না করুন। নামানোর আগে জিরা ও গরম মসলা গুঁড়া দিয়ে নেড়ে দমে রাখুন আরও ৫ মিনিট।



ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি



সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন



Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home

www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

আমার পুরবীদি...

৫২ পৃষ্ঠার পর

এরকম একজন মানুষের সান্নিধ্যতো পরম সৌভাগ্যের।

পুরবীদি তখন নিউ ইয়র্ক এর পৃথিবী বিখ্যাত মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং - ক্যান্সার হাসপাতালের উচ্চপদস্থ গবেষক। জ্যোতিদার সাথে একসাথে বাসায় ফিরে যেতে এক বিকেলে তিনিও আসলেন প্রবাসী পত্রিকার অফিসে। জ্যোতিদাই পরিচয় করিয়ে দিলেন। জ্যোতিদার মতোই খুব সাদাসিধে, আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক অথচ এমন "Dignified" মানুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। ধীরে ধীরে তাঁর পরম স্নেহের একজন হয়ে গেলাম।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে নিউ ইয়র্কে প্রথম এলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। পরে জেনেছিলাম, পুরবীদি ও নির্মলেন্দু গুণ ছাত্রজীবনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমার উপর দায়িত্ব পড়েছিল কবি নির্মলেন্দু গুনকে ম্যানহাটান থেকে সাবওয়েতে করে পুরবীদির কুইন্সের কিউ গার্ডেনের বাসার দাওয়াতে নিয়ে যেতে।

গেলামও। সে কি আপ্যায়ন! মাছ- মুরগির মাংস কতো কি খেয়েছিলাম এখন আর মনে করতে পারছিনা। তবে একটি পদের কথা আমৃত্যু মনে রাখবো। পুরবীদির হাতের বেগুন ভাজা। অনৃতসম! ৩৪/৩৫ বছর আগের স্মৃতি, সবসময় আমার চোখের কোনায় ভাসতে থাকে। যখনই কোন খাবার টেবিলে বেগুন ভাজা দেখি, পুরবীদির কথাই মনে পড়ে।

পুরবীদির সাথে নানা পরিবেশে আমার নানা স্মৃতি। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে নিউ ইয়র্কে প্রথম নিয়মিত সাহিত্য আসরের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন পুরবীদি।

এরপর সাহিত্য ও বই প্রকাশকে কেন্দ্র করে আয়োজিত অনেক অনুষ্ঠানে তাঁর সাথে দেখা হয়েছে। দেখা হলেই পরম স্নেহে বলতেন নাজমুল কেমন আছেন?

আমার কাগজে অনেক লেখা দিয়েছেন।

পুরবীদির মতো এমন আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক মানুষ আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি।

বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে তাঁর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কথা কাছের মানুষরাই জানতেন। কিন্তু তাঁর এই বেদনার প্রকাশ দেখেছি অসাধারণ, অবিস্মরণীয় প্রবন্ধ সংকলন "এখনো গেলোনা আঁধার" প্রকাশের পর।

পরম মমতায় যে দেশকে ভালোবেসেছিলেন, ১৯৭১ এ যে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ফিলাডেলফিয়া বন্দরে অস্ত্রবাহী পাকিস্তানি জাহাজকে ঠেকাতে ফিলিস টেলরের নেতৃত্বে Blocakade এ শাড়ী পড়েই যোগ দিয়েছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতার সেই আঁধার এখনো যায়নি, পুরবীদিই চলে গেলেন। আহা!

পুনশ্চ: পুরবীদির ছবিটি আমার প্রায় ৫৪ বছরের বন্ধু, সহপাঠী কীর্তিমান তাজুল ইমামের। তাঁর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। ভালো থাকিস বন্ধু।

সমুদ্র তলদেশে বিশ্বের দীর্ঘতম ও

৮ পৃষ্ঠার পর

জানুয়ারিতে এর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সম্ভাব্য ব্যয় অনেক বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ২০১৯ সালের শেষের দিকে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আগের চুক্তিগুলো বাতিল করে প্রকল্পটি নতুন করে সাজানো হয়। পরবর্তী সময়ে ২০২১ সালের শেষ দিকে আবার কাজ শুরু হয়। প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২৫ বিলিয়ন নরওয়েজীয় ক্রোনার) ব্যয়ে ২০৩৩ সালের মধ্যে টানেলটির নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

টানেলটির উত্তর অংশের নির্মাণকাজ করছে বহুজাতিক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান স্ক্যানস্কা। ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই অংশটিই টানেলের সবচেয়ে গভীর জায়গা। প্রতিষ্ঠানটির প্রকল্প ব্যবস্থাপক অ্যান ব্রিট মোয়েন বলেন, 'স্টাভাঞ্জার ও হাউগেসুন্ড অঞ্চলের মধ্যে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ তৈরির মাধ্যমে এই টানেল নরওয়ের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের সংযোগব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে।'

মোয়েন আরও জানান, বর্তমান ফেরি পারাপারের বিকল্প হিসেবে 'রগফাস্ট' চালু হলে জনসংখ্যার দিক থেকে নরওয়ের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৃহত্তম শহর বার্গেন ও স্টাভাঞ্জারের মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় ৪০ মিনিট কমে যাবে এবং মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত অনেক সহজ হবে।

কেবল সড়কের যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে তৈরি এই টানেলটিতে দুটি আলাদা সুড়ঙ্গ বা টিউব থাকবে, যার প্রতিটিতে থাকবে দুটি করে লেন। তবে টানেলটির মাঝামাঝি স্থানে বেশ ব্যতিক্রমী একটি নকশা যুক্ত করা হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের ২৬০ মিটার গভীরে সেখানে একটি 'ডাবল রাউন্ডঅ্যাবাউট' বা জোড়া গোলচত্বর থাকবে, যা নরওয়ের ক্ষুদ্রতম পৌরসভা কিটসয় দ্বীপের সংযোগকারী টানেলের সঙ্গে যুক্ত হবে।

সমুদ্রের নিচে এত দীর্ঘ সুড়ঙ্গ বা টানেল নির্মাণ করতে গিয়ে বেশ কিছু প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। অন্য আধুনিক টানেলের মতো 'রগফাস্ট'-এর কাজও দ্রুত শেষ করতে দুই দিক থেকে একসঙ্গে খননকাজ শুরু হয়েছে। তাদের লক্ষ্য হলো, দুই দিক থেকে আসা শ্রমিকেরা যেন ঠিক মাঝখানে এসে মাত্র ৫ সেন্টিমিটার ত্রুটিসীমায় [মার্জিন অব এরর] মিলিত হতে পারেন।

এত নিখুঁতভাবে কাজ করার জন্য লেজারসহ বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্র দিয়ে খুব সাবধানে মাপজোখ করতে হয়। ঘূর্ণায়মান বিশেষ লেজার স্ক্যানার টানেলের খনন করা অংশ স্ক্যান করে এবং প্রতি সেকেন্ডে ২০ লাখ তথ্য সংগ্রহ করে টানেলের একটি 'ডিজিটাল টুইন' বা নিখুঁত ডিজিটাল রূপ তৈরি করে। এরপর কোনো ধরনের ত্রুটি আছে কি না, তা মূল নকশার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা হয়।

টানেল পরিমাপের যন্ত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হেক্সাগনের প্রধান কর্মকর্তা বার্কহার্ড বোকেম বলেন, 'দূরবিনের ভেতর দিয়ে চোখ রেখে সার্ভেয়ারদের মাপজোখ করার সেই পুরোনো দিন এখন আর নেই বললেই চলে।'

৫ সেন্টিমিটারের এই ত্রুটিসীমা বিশ্বের অন্যতম কঠোর মানদণ্ড। তবে ত্রুটি এড়িয়ে এটি সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি অপচয় এবং কার্বন নির্গমন কমাতে সাহায্য করে। বার্কহার্ড বলেন, 'আপনি যদি এই মাপ থেকে বিচ্যুত হন, তবে অতিরিক্ত অনেক উপাদান বেরিয়ে আসবে, যা পরে আবার ভরাট করতে হবে। সুতরাং এটি কেবল ঝুঁকির বিষয়ই নয়, বরং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আর্থিক বিষয়ও বটে।'

'রগফাস্ট' প্রকল্পটি মূলত ই-৩৯ উপকূলীয় মহাসড়ক সংস্কারের একটি বড় অংশ। ১,১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কটি উত্তরের ট্রনহেইম থেকে দক্ষিণের ক্রিস্টিয়ানসান পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে এই পুরো পথ পাড়ি দিতে ২১ ঘণ্টা সময় লাগে এবং এর মধ্যে সাতটি স্থানে ফেরি পারাপার হতে হয়। সুড়ঙ্গ ও সেতু নির্মাণের মাধ্যমে এই পথকে ফেরিমুক্ত করা এবং যাতায়াতের সময় অর্ধেকে নামিয়ে আনাই এর মূল লক্ষ্য। তবে ২০৫০ সালের আগে এই পুরো কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোয়েনের মতে, রগফাস্ট হলো এই মহাপরিকল্পনার অন্যতম দুরূহ ও প্রযুক্তিগতভাবে জটিল একটি অংশ। এর নির্মাণকাজ নানা বাধার মুখেও পড়েছে। তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, 'এ পর্যন্ত আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল পাথর সিল করার জন্য যথেষ্ট ভালো গ্রাউটিং [সিমেন্ট বা বিশেষ মিশ্রণ দিয়ে ফাটল বন্ধ করা] পদ্ধতি খুঁজে বের করা। আমরা এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মিটার গভীরে আছি এবং ইতিমধ্যে টানেল ব্যবস্থায় বেশ বড় ধরনের লোনা পানি চুইয়ে পড়ার সমস্যা দেখা দিয়েছে। যেহেতু আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে একেবারে ৩৯২ মিটার গভীরে যাব, তাই সবার জন্য নিরাপদ ও কার্যকর কর্মপরিবেশ বজায় রাখতে সেরা পদ্ধতিগুলো খোঁজার ওপর আমরা জোর দিচ্ছি।'

টানেলটিতে গাড়িচালকদের বায়ুদূষণ থেকে রক্ষা করতে এবং টানেলের ভেতরের বাতাস যেন দূষিত না হয়, সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে বাতাসের প্রবাহ ঠিক রাখতে বিশেষ ফ্যান ব্যবহার করা হবে, যার সঙ্গে কিটসয় পর্যন্ত একটি ভেন্টিলেশন পাইপ যুক্ত থাকবে। প্রকল্প কর্মকর্তা মোয়েন বলেন, 'টানেলের এই বিশাল দৈর্ঘ্যের পুরোটাজুড়ে কার্যকর বায়ু চলাচল ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই এই যৌথ পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে।'

এ ছাড়া টানেলে কোনো গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে বা যানজট সৃষ্টি হলে তা দ্রুত বুঝতে তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি ক্যামেরা ও রাডার দিয়ে গাড়ি চলাচলের ওপর নজর রাখা হবে।

ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিছু মানুষ চাকরি হারালেও 'রগফাস্ট' টানেল স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য চাকরি, শিক্ষা ও অন্যান্য সরকারি সেবা পাওয়ার সুযোগ আরও বাড়িয়ে দেবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প কর্মকর্তা মোয়েন। এ ছাড়া এটি স্থানীয় অর্থনীতি ও সামুদ্রিক মৎস্যশিল্পে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কারণ, এতে পরিবহন খরচ কমে যাবে এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো আরও বড় এলাকাজুড়ে পরিচালিত হবে। তিনি বলেন, 'এই প্রকল্পটি নির্মাণের সময় প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে এবং নরওয়ের পশ্চিম উপকূলজুড়ে একটি টেকসই ও সমন্বিত আঞ্চলিক উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করে দিচ্ছে।'

বর্তমানে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে যাওয়া বিশ্বের দীর্ঘতম টানেল উত্তর জাপানের 'সেইকান টানেল'। এটি কেবল রেল চলাচলের জন্য ব্যবহৃত একটি টানেল, যার মোট দৈর্ঘ্য ৫৩.৮৫ কিলোমিটার এবং এর সামুদ্রিক অংশটি ২৩.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ।

অন্যদিকে, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে সংযোগকারী 'চ্যানেল টানেল'-ও কেবল ট্রেনের জন্য। এর দৈর্ঘ্য ৫০.৪৬ কিলোমিটার। তবে এর সমুদ্রের নিচের অংশটি ৩৭.৯ কিলোমিটার, যা রগফাস্টের চেয়েও দীর্ঘ। তবে গভীরতার দিক থেকে সেইকান বা চ্যানেল টানেল-দুটির চেয়েই অনেক গভীরে থাকবে রগফাস্ট। সেইকান ও চ্যানেল টানেলের সর্বোচ্চ গভীরতা যথাক্রমে ২৪০ মিটার ও ১১৫ মিটার।

ইসরায়েলের আরব সংখ্যালঘুদের

৮ পৃষ্ঠার পর

যে রাজনৈতিক চেষ্টা নেতানিয়াহু চালাচ্ছেন, তার তীব্র বিরোধিতা করে শুক্রবার এ মন্তব্য করেন তিনি।

ইসরায়েলের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও বেশি অংশ গঠনকারী আরব ইসরায়েলিদের সুরক্ষায় কোনো শীর্ষস্থানীয় ইহুদি রাজনৈতিক নেতার এমন জোরালো অবস্থান নেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা।

গত মাসের নির্বাচনে প্রধান দুটি আরব দল-'রাআম' এবং 'জয়েন্ট লিস্ট' সম্মিলিতভাবে ১৯টি আসন জিতে ইতিহাস গড়েছে। ১২০ সদস্যের পার্লামেন্টে প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ আসন পাওয়া এই দলগুলো এখন আইজেনকোটের নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়ায় 'কিংমেকার' বা ভাগ্যনির্ধারক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আইজেনকোট লেখেন, 'ইসরায়েলের আরব নাগরিকেরা এই দেশের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর আশপাশের লোকজন নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে তাদের বিরুদ্ধে এক বর্ণবাদী, আক্রমণাত্মক ও অবৈধ প্রমাণের অপপ্রচার চালিয়ে আসছেন। পুরো একটি জনগোষ্ঠীকে এভাবে প্রান্তিক করে রাখা এবং তাদের সমষ্টিগতভাবে খাটো করার এই অপচেষ্টা নাগরিক দায়িত্বশীলতার মৌলিক নীতির চূড়ান্ত লঙ্ঘন।'

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর আরব দলগুলোর নেতারা হামাসকে সরাসরি 'সন্ত্রাসী গোষ্ঠী' হিসেবে আখ্যা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় নেতানিয়াহু ও তার কট্টর মিত্ররা বারবার তাদের সমালোচনা করে আসছেন। অথচ আরব দলগুলোর সব নেতাই ওই রক্তক্ষয়ী হামলার নিন্দা জানিয়েছিলেন; যে হামলায় ইসরায়েলি ভূখণ্ডে থেকে যাওয়া ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত আরব নাগরিকেরাও প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এর বাইরে নির্বাচনে আরব দলগুলো ব্যাপক কারচুপি করেছে বলেও বারবার অভিযোগ তুলেছিলেন নেতানিয়াহু; যা দেশটির নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে নাকচ করে দিয়েছে।

এক ভাষণে নেতানিয়াহু আক্ষেপ করে দাবি করেন, দুটি আরব দল ইসরায়েলকে একটি ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ-যদিও রাআম-এর নেতা মনসুর আব্বাস অতীতে এমন স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। নেতানিয়াহু আরও দাবি করেন, তারা ইসরায়েলের ভেতর একটি 'ইসলামিক রাষ্ট্র' অথবা 'জাতীয়তাবাদী ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এমনকি নেসেটের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কট্টর জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গভির জয়েন্ট লিস্টের নেতা ইউসেফ জাবারিনকে হেনস্তা করেন এবং অভিযোগ তোলেন যে তিনি 'হামাসের প্রতি আনুগত্যের শপথ' নিয়েছেন।

এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে আইজেনকোট বলেন, 'আরব দলগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতপার্থক্য থাকা কিংবা তাদের কারও কারও তীব্র বিরোধিতা করা পুরোপুরি স্বাভাবিক ও বৈধ বিষয়। কিন্তু পুরো একটি জনগোষ্ঠীকে এভাবে কলঙ্কিত ও অপমানিত করা কোনোভাবেই বৈধ বা গ্রহণযোগ্য নয়; আর আমি তা হতে দেব না।'

আরব দলগুলোসহ পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সুপারিশের ভিত্তিতে গত রোববার (০৮ নভেম্বর) আইজেনকোটকে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ। তবে আইজেনকোটের জোটে থাকা কট্টর ডানপন্থি নেতা আভিগদর লিবারম্যান হুমকি দিয়ে রেখেছেন যে সরকারে আরবদের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা থাকলে তিনি সেই জোটে থাকবেন না।

আইনি নিয়মানুযায়ী সরকার গঠনের জন্য আইজেনকোট প্রাথমিকভাবে ২৮ দিন সময় পাবেন, যা প্রয়োজনে আরও ১৪ দিন বাড়ানো হতে পারে। তবে এই সময়ের মধ্যে সরকার গঠনে ব্যর্থ হলে ম্যান্ডেটটি অন্য কোনো আইনপ্রণেতা-বিশেষ করে নেতানিয়াহুর কাছে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। - দ্য গার্ডিয়ান

প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করল তুরস্ক ও

৮ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাজ করতে নিজেদের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে।

এর আগে তুর্কি প্রেসিডেন্সি জানায়, তুরস্ক ও কাতার তাদের জ্বালানি অংশীদারত্ব আরও উন্নত ও বৈচিত্র্যময় করতে কাজ করছে এবং প্রতিরক্ষা শিল্পে তাদের এই সহযোগিতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

গত আগস্টে তুরস্ক, সৌদি আরব এবং পাকিস্তান মক্কায় একটি যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা এই অঞ্চলের সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে মার্কিন মিত্র সুন্নি মুসলিম দেশগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছে।

ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুথি মিলিশিয়াদের হামলার মোকাবিলায় হিমশিম খাওয়া সৌদি আরবকে সামরিক সহায়তা পাঠানোর পথ সুগম করে গত সপ্তাহে তুরস্কের পার্লামেন্ট বহুল আলোচিত 'মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি' অনুমোদন করেছে। গত আগস্টে এই তিন আঞ্চলিক শক্তির স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী, কোনো এক পক্ষের ওপর আক্রমণ মানেই সবার ওপর আক্রমণ বলে গণ্য হবে। - রয়টার্স

মধ্যবর্তী নির্বাচনে পরাজয় সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নির্বাসন

১২ পৃষ্ঠার পর

সৃষ্টিকারী অপরাধী অবৈধ অভিবাসীদের গ্রেপ্তার ও নির্বাসনের প্রচেষ্টা এই প্রশাসন কোনোভাবেই কমিয়ে দেবে না। অভিবাসন নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়ে শক্তিশালী আর কোনো প্রেসিডেন্ট অতীতে ছিলেন না।"

বিস সীমান্ত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের সাফল্যের দিকেও ইঙ্গিত করেন; তার তথ্য অনুযায়ী, সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের হার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছালেও, ট্রাম্পের সময়ে তা ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে।

প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মতে, নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয়ের মূল কারণ ছিল অর্থনীতি, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং ইরানের সাথে যুদ্ধের মতো বিষয়গুলো নিয়ে ভোটারদের উদ্বেগ; ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি এর পেছনে বড় কোনো কারণ ছিল না।

তবে, সিবিএস-এর 'এক্সিট পোল' (ভোট দিয়ে বের হওয়া ভোটারদের ওপর পরিচালিত জরিপ) অনুযায়ী, সারা দেশের ৫৮ শতাংশ ভোটার মনে করেন যে, প্রশাসনের নির্বাসন অভিযান "সীমা ছাড়িয়ে গেছে।"

টেক্সাসের ল্যাটিনো ভোটারদের মধ্যেও অভিবাসন একটি প্রধান ইস্যু ছিল; সেখানে ডেমোক্র্যাটরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের অনুগত এবং তাঁর অভিবাসন এজেন্ডার রূপকার মিলার, ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে নিজের প্রভাব আরও বিস্তৃত করেছেন।

তাঁর নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে-আশ্রয় পাওয়ার শর্ত কঠোর করা, শরণার্থী গ্রহণের হার কমিয়ে আনা, গ্রিন কার্ড পাওয়ার সুযোগ সীমিত করা এবং সারা দেশে আইসিই (ICE)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।

এই কঠোর পদক্ষেপগুলো সমালোচনার জন্ম দিয়েছে; বিশেষ করে মিনিয়াপোলিসে জানুয়ারি মাসে পরিচালিত একটি অভিযানের সময় ফেডারেল অভিবাসন কর্মকর্তাদের গুলিতে দুই মার্কিন নাগরিক নিহত হওয়ার পর এই সমালোচনা আরও জোরালো হয়।

এদিকে, ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসে তাদের আসন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS)-এর সাবেক অভিবাসন কর্মকর্তা থেরেসা কার্ডিনাল ব্রাউন সিবিএস (CBS)-কে জানিয়েছেন যে, ডেমোক্র্যাটরা এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করতে পারে, সমন জারি করতে পারে এবং আইসিই (ICE)-এর জন্য বরাদ্দ তহবিল সীমিত করার চেষ্টা করতে পারে।

তবে ট্রাম্প চাইলে এই পদক্ষেপগুলোতে ভেটো দিতে পারেন। এছাড়া, গত বছর পাস হওয়া 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' (One Big Beautiful Bill)-এর আওতায় আইসিই (ICE)-এর জন্য ২০২৯ সাল পর্যন্ত ৭৫ বিলিয়ন ডলারের তহবিল ইতিমধ্যে নিশ্চিত করা রয়েছে।

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর



প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও
শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY





শাহ নেওয়াজের নেতৃত্বে সেবার মান ও পরিধি আরও

৩২ পৃষ্ঠার পর

পেছনে কর্মীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে জনাব শাহ নেওয়াজ বলেন, দআজকের এই অর্জন আমার একার নয়। আমাদের প্রতিটি কর্মী, পরিচর্যাকারী, সেবাগ্রহীতা ও তাঁদের পরিবারের সম্মিলিত আস্থার ফল এই দশ বছরের পথচলা। প্রতিদিন যাঁরা মানুষের বাড়িতে গিয়ে সেবা দিয়ে আসছেন, তাঁরাই গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের প্রকৃত শক্তি।'

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দআমরা শুধু একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইনি; চেয়েছি মানুষের প্রয়োজনের সময় নির্ভরতার একটি জায়গা তৈরি করতে। আগামী দিনগুলোতেও সেবার মান, জবাবদিহি এবং মানুষের আস্থা ধরে রাখাই হবে আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার। আজকের এই দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী যেমন আনন্দের, তেমনি আগামী দিনের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দেয়।'

অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানো আমেনা নেওয়াজ দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান। তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরিবারের সদস্য হিসেবে অভিনন্দন জানান এবং গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের আগামী দিনের পথচলার সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সাদিয়া নেওয়াজ। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি, শুভানুধ্যায়ী এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তাঁর বাবার সাফল্যে গর্বিত হয়ে তিনি গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের সঙ্গে দীর্ঘ পথচলায় সবার সহযোগিতা, ভালোবাসা ও পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রতিষ্ঠানের এক দশকের এই অর্জন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সমর্থনের ফল বলেও উল্লেখ করেন সাদিয়া নেওয়াজ।

দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পী রন্টি দাস, কামরুজ্জামান বকুল, প্রীতম হাসান, শাহ মাহবুব, রানো নেওয়াজ, বাদশা বুলবুল, অনিক রাজ প্রমুখ। শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনায় অনুষ্ঠানস্থলে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। উপস্থিত অতিথিরা উপভোগ করেন তাঁদের পরিবেশনা।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ফুল দিয়ে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ এবং রানো নেওয়াজকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তাঁদের এই ফুলেল শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠানের এক দশকের পথচলার প্রতি কমিউনিটির সমর্থন ও সম্পৃক্ততার প্রতিফলন হিসেবে অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের জন্য হালাল খাবারের আয়োজন করা হয়।

পুরো অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন আশরাফুন হাসান বুলবুল। অনুষ্ঠানটির শব্দ ও সাউন্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল সাউন্ড গিয়ার ও স্যাম। সংগীত, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পরিণত হয় নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির এক আনন্দঘন মিলনমেলায়।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণদের দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা এবং নিজ বাড়িতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের চাহিদাও বাড়ছে। কর্মব্যস্ত জীবনে পরিবারের প্রবীণ ও অসুস্থ সদস্যদের যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করা অনেক পরিবারের জন্যই বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে যেসব পরিবারের সদস্যরা কর্মজীবনে ব্যস্ত, সেখানে পেশাদার হোমকেয়ার সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এমন বাস্তবতায় ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রবীণ, অসুস্থ এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে অন্যের সহায়তার প্রয়োজন হয়, এমন মানুষের সেবাকে গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথের তালিকাভুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। হোম হেলথ এইড, পার্সোনাল কেয়ার এবং নার্সিং সেবা প্রদানের অনুমোদন রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, ম্যানহাটন, কুইন্স, স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ও ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে এর সেবার পরিধি বিস্তৃত।

বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয় অভিবাসী কমিউনিটির ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে অনেক প্রবীণ অভিবাসী ইংরেজি ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। তাঁদের জন্য মাতৃভাষায় যোগাযোগের সুযোগ এবং পরিচিত সাংস্কৃতিক পরিবেশে সেবা গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের সেবাদাতাদের মধ্যে বাংলা, হিন্দিসহ একাধিক ভাষায় যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে। এতে সেবাগ্রহীতা ও পরিচর্যাকারীদের মধ্যে যোগাযোগ সহজ হওয়ার পাশাপাশি প্রবীণদের মানসিক স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ তৈরিতে সহায়তা করে।

প্রতিষ্ঠানটি হোম হেলথ এইড এবং পার্সোনাল কেয়ার এইড (পিসিএ) সেবার মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিদের নিজ বাড়িতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়ার সুযোগ তৈরি করে। ব্যক্তিগত পরিচর্যা, দৈনন্দিন কাজকর্মে সহায়তা এবং নির্ধারিত সেবাপরিকল্পনা অনুযায়ী সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করাই এ ধরনের সেবার মূল উদ্দেশ্য।

হোমকেয়ার সেবা শুধু প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষের পরিচর্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিউইয়র্কের অভিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এ খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবেও বিকশিত হয়েছে। বিশেষ করে অভিবাসী নারী, নতুন কর্মজীবী এবং স্বাস্থ্যসেবামূলক পেশায় যুক্ত হতে আগ্রহীদের জন্য হোমকেয়ার খাত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করছে।

গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারও পরিচর্যাকারী ও সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এই বৃহত্তর সেবাব্যবস্থার অংশ হিসেবে কাজ করছে। এর ফলে একদিকে প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, অন্যদিকে পরিচর্যা পেশায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত লাদেশি পরিবারগুলোর জন্য বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশি সমাজে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা, অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়ার দীর্ঘ সামাজিক ঐতিহ্য রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যস্ত কর্মজীবন ও পরিবর্তিত পারিবারিক বাস্তবতায় পেশাদার হোমকেয়ার সেবা সেই সামাজিক মূল্যবোধকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি করেছে। গত এক দশকে নিউইয়র্কের হোমকেয়ার খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। সরকারি নীতিমালা, সেবাগ্রহীতাদের যোগ্যতা নির্ধারণ, পরিচর্যাকারীদের প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের শর্ত এবং সেবার মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে নানা চ্যালেঞ্জ। একই সঙ্গে বেড়েছে রোগীর নিরাপত্তা, সেবার গুণগত মান এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহির গুরুত্ব। প্রতিযোগিতামূলক ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এই খাতে টিকে থাকা এবং ধারাবাহিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন পেশাদার ব্যবস্থাপনা, দক্ষ জনবল এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা।

এমন একটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ খাতে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশ বছর পূর্তি প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। নিউইয়র্কের ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা খাতেও অভিবাসী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বের একটি উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির এই পথচলাকে দেখা হচ্ছে।

দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের মধ্য দিয়ে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার তার পথচলার নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করল। সামনে রয়েছে পরিবর্তিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেবার মান বজায় রাখা, পরিচর্যাকারীদের দক্ষতা ও পেশাদারত্বের উন্নয়ন এবং ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের চ্যালেঞ্জ। প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজের নেতৃত্বে গত এক দশকে প্রতিষ্ঠানটি নিউ ইয়র্ক এর বাংলাদেশীসহ অন্যান্য অভিবাসী কমিউনিটিতে যে পরিচিতি ও আস্থার জায়গা তৈরি করেছে, ভবিষ্যতে তা ধরে রাখা এবং আরও বিস্তৃত করাই হবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন তাই কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক অগ্রযাত্রা উদযাপনের উপলক্ষ নয়; এটি উত্তর আমেরিকায় নিজেদের কমিউনিটির প্রবীণ ও অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের জীবনযাত্রাকে সহজ করা এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অভিবাসী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের এক দশকের গল্প। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে সম্পর্ক, সেবার অভিজ্ঞতা এবং মানুষের আস্থাকে সঙ্গে নিয়ে গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার এখন এগিয়ে যেতে চায় পথচলার দ্বিতীয় দশকে। - শিব্বীর আহমেদ প্রেরিত

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিসহ

৫২ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্কের কয়েকটি কর্মসূচিতে ক্লাস চলছে। পাশাপাশি কিছু প্রতিষ্ঠানে ২০২৭ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানভেদে যোগ্যতা, ক্লাসের সময়, আসনসংখ্যা ও আবেদনের নিয়ম আলাদা।

নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে নিবন্ধন ছাড়াই ইংরেজি শেখার সুযোগ

নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির 'উই স্পিক এনওয়াইসি' কর্মসূচিতে ইংরেজি শেখার অন্যতম সহজ সুযোগ রয়েছে। নির্ধারিত কথোপকথনভিত্তিক ক্লাসে অংশ নিতে আগাম নিবন্ধনের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী এবং বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করছেন না, এমন ইংরেজি শিক্ষার্থীরা এসব ক্লাসে অংশ নিতে পারেন।

ক্লাসে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি ভিডিও দেখানো হয়। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা, সন্তানের স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইংরেজিতে আলোচনা করার অনুশীলন করানো হয়। শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন শাখায় ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

তবে সব শাখায় একই সময়ে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না। তাই অংশ নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরির অনুষ্ঠানসূচি দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

ব্রুকলিন পাবলিক লাইব্রেরিতে জানুয়ারিতে নতুন ব্যাচ

ব্রুকলিন পাবলিক লাইব্রেরির প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতে বিনা মূল্যে ইংরেজি শেখার ক্লাসে নতুন শিক্ষার্থী নেওয়া হচ্ছে। ২০২৭ সালের শীতকালীন ব্যাচের ক্লাস ১১ জানুয়ারি শুরু হয়ে ২০ মার্চ পর্যন্ত চলার কথা রয়েছে।

এখানে প্রাথমিক, মধ্যবর্তী ও উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। সকাল, সন্ধ্যা ও শনিবারের ক্লাসের পাশাপাশি সরাসরি এবং অনলাইনে অংশ নেওয়ার সুযোগও রয়েছে।

ভর্তির আগে আগ্রহীদের একটি তথ্য সেশনে অংশ নিতে হবে। সেখানে ভর্তি প্রক্রিয়া, যোগ্যতা ও আসনসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে।

যোগাযোগের ইমেইল: Admissions@bklynlibrary.org

মুঠোফোনে খুদে বার্তা পাঠানোর নম্বর: ৭৩২-৯৩০-০০৮২।

এ ছাড়া ব্রুকলিনের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে তাৎক্ষণিকভাবে অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে এমন ইংরেজি ক্লাসও চলছে। এসব ক্লাসের অনেকগুলোতে আগাম নিবন্ধনের প্রয়োজন হয় না। তবে আসনসংখ্যা সীমিত থাকায় নির্ধারিত সময়ের আগে পৌঁছানো ভালো।

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে অধিকাংশ ক্লাসের আসন পূর্ণ

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরির প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থী কর্মসূচির প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বেশির ভাগ ক্লাসের আসন পূর্ণ। তবে লং আইল্যান্ড সিটির প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে কিছু আসন পাওয়া যেতে পারে।

এ কর্মসূচিতে ইংরেজিতে কথা বলা, অন্যের কথা বোঝা এবং দৈনন্দিন জীবনে ভাষা ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কুইন্সের জ্যামাইকা, ফ্লাশিং, এলমহার্স্ট ও জ্যাকসন হাইটসসহ বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে।

লং আইল্যান্ড সিটির কেন্দ্রে আসন খালি আছে কি না, তা জানতে ৭১৮-৭৫২-৩৭২৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। আগে নিশ্চিত না হয়ে সরাসরি কেন্দ্রে যাওয়ার পরিবর্তে ফোন করে তথ্য জেনে নেওয়া ভালো।

সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের কলেজগুলোতেও বিনা মূল্যে ক্লাস

সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কলেজের ক্যাম্পাসে বিনা মূল্যে ইংরেজি শেখার পাশাপাশি হাই স্কুল সমমানের পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক ক্লাস পরিচালিত হয়।

২০২৬ সালের Fall অর্থাৎ শরৎকালীন সেশনের ক্লাসগুলো সরাসরি পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। কিছু ক্যাম্পাসে অনলাইন ও সরাসরি ক্লাসের সমন্বিত ব্যবস্থাও থাকতে পারে। আগ্রহীদের সংশ্লিষ্ট কলেজের প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা বিভাগে যোগাযোগ করে আবেদন ও ভর্তির নিয়ম জানতে হবে।

ব্রুকলিনের সিটি টেক প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবং ব্রঙ্কস কমিউনিটি কলেজেও বিনা মূল্যে ইংরেজি শেখার সুযোগ রয়েছে। ব্রঙ্কস কমিউনিটি কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়ায় দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা দিতে হয়। এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগের নম্বর ৭১৮-২৮৯-৫৮৩৪।

নিউইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগের কর্মসূচিতে ১৭৫টির বেশি স্থানে ক্লাস

নিউইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগের প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতেও বিনা মূল্যে ইংরেজি শেখানো হয়। শহরের পাঁচটি বরোর ১৭৫টির বেশি স্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সাধারণভাবে এ কর্মসূচিতে অংশ নিতে আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে। তাঁকে নিউইয়র্ক সিটির বাসিন্দা হতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা বা সমমানের সনদ থাকা যাবে না। তবে অন্য দেশের উচ্চমাধ্যমিক বা কলেজ পর্যায়ের সনদ থাকলেও আবেদন করা সম্ভব।

এ কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ইংরেজি ক্লাসে ভর্তির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর বা পরিচয়সংক্রান্ত নথি বাধ্যতামূলক নয়।

বিস্তারিত জানতে ৬৪৬-৪৮১-৮২২৭ নম্বরে ফোন অথবা adultednyc@schools.nyc.gov ঠিকানায় ইমেইল করা যাবে।

ইউনিভার্সিটি সেটেলমেন্টে আপাতত নতুন নিবন্ধন বন্ধ

নিউইয়র্কের ইউনিভার্সিটি সেটেলমেন্ট প্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসীদের জন্য বিনা মূল্যে ইংরেজি শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করে। এখানে দিনের পাশাপাশি কর্মজীবীদের সুবিধার্থে সন্ধ্যা ও সপ্তাহান্তেও ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

তবে প্রতিষ্ঠানটির সর্বশেষ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষের নতুন নিবন্ধন আপাতত স্থগিত রয়েছে। আগামী জানুয়ারি ২০২৭-এ এ বিষয়ে নতুন তথ্য প্রকাশের কথা জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

সাধারণত এ কর্মসূচিতে অংশ নিতে আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হয়। পাশাপাশি নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসের প্রমাণ, দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা এবং নিয়মিত ক্লাসে অংশ নেওয়ার অঙ্গীকার প্রয়োজন।

যোগাযোগের ইমেইল: literacy@universitysettlement.org।

ভর্তির আগে যেসব বিষয় জানা জরুরি

নিউইয়র্কের সব প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শেখার ক্লাসে ভর্তির নিয়ম এক নয়। কোথাও ছবি সংযুক্ত পরিচয়পত্র, ঠিকানার প্রমাণ বা বয়সসংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হতে পারে। আবার কিছু সরকারি শিক্ষা কর্মসূচিতে এসব নথি ছাড়াই অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকার কারণে আগেই আবেদন থেকে বিরত থাকা ঠিক হবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে শর্ত জেনে নেওয়া উচিত।

বিনা মূল্যের ক্লাসে সাধারণত টিউশন ফি দিতে হয় না। তবে কিছু শিক্ষা বা কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বই, পরীক্ষা কিংবা অন্যান্য উপকরণের জন্য আলাদা খরচ থাকতে পারে।

বাংলাদেশিদের জন্য ইংরেজি শেখার এসব কর্মসূচি চাকরির সাক্ষাৎকার, চিকিৎসাসেবা গ্রহণ, সন্তানের স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে সহায়ক হতে পারে। আগ্রহীদের নিজের বাসা বা কর্মস্থলের কাছাকাছি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্লাসের সময়, আসনসংখ্যা, যোগ্যতা ও নিবন্ধনের নিয়ম নিশ্চিত করে নেওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র: নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি, ব্রুকলিন পাবলিক লাইব্রেরি, কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি, সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক সিটি শিক্ষা বিভাগ ও ইউনিভার্সিটি সেটেলমেন্ট।

১৯ মাসের মধ্যে সারা বিশ্বে সর্বোচ্চ

৫২ পৃষ্ঠার পর

ইয়েনসহ ছয়টি প্রধান মুদ্রার বিপরীতে ডলারের অবস্থান পরিমাপ করে এই সূচক। বাজার বিশ্লেষকদের ধারণা, আগামী ডিসেম্বরের বৈঠকে ফেড সুদের হার বাড়াতে পারে। সিএমই গ্রুপের ফেডওয়াচ টুলের তথ্য অনুযায়ী, ব্যবসায়ীরা এখন সুদের হার বাড়ানোর বিষয়টিকে প্রায় নিশ্চিত হিসেবে দেখছেন। এমনকি একবারে আধা শতাংশীয় পয়েন্ট সুদের হার বাড়ানোর সম্ভাবনাও বিবেচনায় রাখছেন তারা। তবে এ ধরনের বড় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে বাজারের প্রত্যাশা এক দিন আগের প্রায় ১২ শতাংশ থেকে কমে ৪ শতাংশে নেমেছে। এক সপ্তাহ আগে সুদের হার অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা ছিল ১৬ শতাংশ।

এদিকে, মঙ্গলবার এশিয়ার শেয়ারবাজারেও প্রযুক্তি খাতের শেয়ারে দরপতন অব্যাহত ছিল। জাপানের নিক্কেই ও দক্ষিণ কোরিয়ার কসপি সূচক উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এআই খাতের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগের মধ্যে আজ এনভিডিয়ার আর্থিক ফল প্রকাশকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এআই খাতের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থায় ধাক্কা লাগার পেছনে কয়েকটি বিষয় কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহীর আকস্মিক পদত্যাগ, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের বড় জয় এবং ঋণনির্ভর এআই অবকাঠামো সম্প্রসারণ নিয়ে উদ্বেগ।

এআই খাতের উত্থানের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিপুল পুঁজি প্রবাহিত হওয়ায় ডলারও শক্তিশালী হয়েছে। কমনওয়েলথ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিবিদ ও মুদ্রা কৌশলবিদ ক্যারল কং বলেন, এআই-সংশ্লিষ্ট পুঁজির প্রবাহ অব্যাহত থাকা এবং ফেডের দ্রুত কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণের প্রত্যাশা ডলারকে শক্তিশালী রাখতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে অনিশ্চয়তা এবং এআই-সংশ্লিষ্ট শেয়ারে বড় ধরনের দরপতন ডলারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

ফেডের ভবিষ্যৎ মুদ্রানীতির বিষয়ে আরও ধারণা পেতে মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রির তথ্যের দিকেও নজর রাখছেন বিনিয়োগকারীরা।

মুদ্রাবাজারে মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সুইস ফ্রাঁর বিপরীতে ডলারের দাম বেড়ে ১৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ০.৮৪০৭৫ ফ্রাঁতে পৌঁছেছে। জাপানি ইয়েনের বিপরীতে ডলার সামান্য বেড়ে ১৫৯.৪৯ ইয়েনে দাঁড়িয়েছে। ডলারের বিপরীতে ইয়েনের দর ১৬০-এর কাছাকাছি আটকে রয়েছে। বাজারসংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এই সীমা অতিক্রম করলে ইয়েনের দর ধরে রাখতে জাপান সরকার আবারও বাজারে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

অন্যদিকে, ডলারের বিপরীতে ইউরোর দাম কমে ১৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন ১.০৯৮৫ ডলারে নেমেছে। পাউন্ডের দাম কমে দাঁড়িয়েছে ১.৩১৭২ ডলারে। আর অস্ট্রেলীয় ডলারের দর কমে ০.৬৭২৫ ডলারে পৌঁছেছে, যা গত জানুয়ারির পর সর্বনিম্ন। সূত্র: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রে অক্টোবরে বিদ্যমান বাড়ি

৫২ পৃষ্ঠার পর

এখনো বেশি রয়েছে।

বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মর্টগেজ ঋণের সুদের হার। ফ্রেডি ম্যাকের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরে ৩০ বছর মেয়াদি স্থায়ী মর্টগেজের গড় সুদের হার ছিল ৭ দশমিক ৩৩ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল ৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ে তা ছিল ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ।

সুদের হার বাড়লে একই দামের বাড়ি কেনার জন্য ক্রেতাদের মাসিক কিস্তির পরিমাণও বেড়ে যায়। ফলে অনেক পরিবারের কাছে ডাউন পেমেন্টের অর্থ থাকলেও দীর্ঘমেয়াদে ঋণের কিস্তি বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এনএআর-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ লরেন্স ইউন জানিয়েছেন, মর্টগেজের সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় বাড়ি কেনা কঠিন হয়ে উঠেছে। এর প্রভাবেই বাড়ি বিক্রির হার ২০১০ সালের আগস্টের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে।

যারা প্রথমবারের মতো বাড়ি কিনতে চান, তাঁদের জন্য পরিস্থিতি তুলনামূলক বেশি কঠিন হয়ে উঠেছে। অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে মোট বাড়ি বিক্রির মাত্র ২৯ শতাংশ ছিল প্রথমবারের ক্রেতাদের কাছে। গত বছরের একই সময়ে এই হার ছিল ৩২ শতাংশ।

এই চিত্রে তরুণ পরিবার, নতুন চাকরিজীবী এবং দীর্ঘদিন ভাড়া বাসায় থাকার পর নিজেদের বাড়ি কেনার পরিকল্পনা করা মানুষের জন্য বাজারে প্রবেশের বাধা স্পষ্ট হয়েছে। বাড়ির দাম ও ঋণের কিস্তি বেশি থাকায় অনেক সম্ভাব্য ক্রেতা কেনার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসছেন বা অপেক্ষা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অনেক বাংলাদেশি অভিবাসী দীর্ঘদিন ভাড়া বাসায় থাকার পর নিজেদের বাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখেন। বিশেষ করে নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাসসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাসকারী পরিবারগুলোর জন্য বাড়ির দাম, মর্টগেজের কিস্তি ও সম্পত্তি কর বড় বিবেচ্য বিষয়।

বাড়ি কেনার পরিকল্পনা থাকলে কেবল বিক্রয়মূল্য দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যথেষ্ট নয়। ডাউন পেমেন্ট, ঋণের সুদ, সম্পত্তি কর, বাড়ির বিমা, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বিল এবং মেরামতের সম্ভাব্য খরচও হিসাব করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাংক ও ঋণদাতার কাছ থেকে মর্টগেজের প্রস্তাব যাচাই করা, ঋণের শর্ত ভালোভাবে বোঝা এবং পরিবারের মাসিক আয়ের সঙ্গে সম্ভাব্য কিস্তির সামঞ্জস্য পরীক্ষা করা জরুরি। এতে বাড়ি কেনার পর দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক চাপের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

যাঁরা এখনো ভাড়া বাসায় থাকেন, তাঁদেরও বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাড়া ও বাড়ির মালিক হওয়ার মোট ব্যয়ের তুলনা করা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজারের সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বাড়ির সরবরাহ কিছুটা বাড়লেও উচ্চ সুদের হার ও চড়া দাম সাধারণ পরিবারের জন্য বাড়ি কেনার পথ কঠিন করে রেখেছে। ফলে নিজেদের বাড়ির স্বপ্ন পূরণে অনেক পরিবারকে আরও অপেক্ষা করতে হতে পারে।

আইসিই (ICE) গ্রিন কার্ডধারীদের

৫২ পৃষ্ঠার পর

যতটা অনেকে আগে মনে করতেন। আইনজীবীরা জানিয়েছেন, সীমান্ত পারাপারের সময় বা বিমানবন্দরে শনাক্তকরণ কার্ড ও ফ্লাইটের যাত্রী তালিকা যাচাই করার সময় কর্মকর্তাদের নজরে পড়ছেন অনেক অভিবাসী। কিছু ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ এমন সব পুরোনো অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যক্তিদের আটক করছে, যা কয়েক দশক আগের। অথচ গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করার সময় বা তা নবায়ন করার সময় এসব বিষয় সামনে আসেনি। অতীতে এ ধরনের ঘটনার জন্য বড়জোর একটি নোটিশ বা তলবপত্র দেওয়া হতো, কিন্তু এখন এর জেরে তাদের বৈধ অভিবাসী মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার বা তাদের বহিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এই আটকের ঘটনাগুলো এমন এক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন অভিবাসীদের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি আচরণ করছে-এমন অভিবাসী, যারা ইতিমধ্যেই কঠোর যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছেন এবং অনেকে দীর্ঘ সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। গুয়েরার মতো কিছু অভিবাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তারা নথিপত্র জমা দেওয়ার সময় নিজেদের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগগুলোর কথা গোপন করেছিলেন। সম্প্রতি আটক হওয়া দীর্ঘদিনের স্থায়ী বাসিন্দাদের আইনজীবী ও স্বজনরা জানিয়েছেন, কিছু ক্ষেত্রে ওই অভিযোগগুলো আগেই মুছে ফেলা হয়েছিল বা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। তাদের ভাষ্যমতে, তথ্যটি উল্লেখ না করাটা ছিল একটি ভুল, কোনো প্রতারণার প্রচেষ্টা নয়। টেক্সাসের অভিবাসন বিষয়ক আইনজীবী জোডি গুডউইন বলেন, "আমি আমার সব মক্কেলকে বলি, যদি আপনার কাছে গ্রিন কার্ড থাকে, তবে বাড়িতেই থাকুন। ভ্রমণ করবেন না, এখন ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত সময় নয়। কাউকে আটক করার সুযোগ খুঁজতে তারা যেকোনো কিছুকেই ব্যবহার করতে পারে।"

গত মাসে মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার পথে সীমান্তে আটক হওয়ার পর, এমিলিয়ানো আন্দ্রেদ কোভারুবিয়াস নামের একজন গ্রিন কার্ডধারী ব্যক্তি ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (ICE)-এর হেফাজতে মৃত্যুবরণ করেন। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS) ৫৬ বছর বয়সী এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, তিনি গ্রিন কার্ড পাওয়ার সময় ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসকে জানাননি যে, বহু বছর আগে তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উঠেছিল। ফ্লোরিডা ও টেক্সাসের মতো যেসব অঙ্গরাজ্য DHS-এর সাথে সহযোগিতা করছে, তারা এই সংস্থাকে তাদের বাসিন্দাদের সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ তথ্য পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এর আওতায় তারা অপরাধের রেকর্ড, ভোটার নিবন্ধনসহ বিভিন্ন তথ্যের ডেটাবেস DHS-এর কাছে হস্তান্তর করেছে। কর্মকর্তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে শক্তিশালী নজরদারি, ডিজিটাল ফরেনসিক এবং ডেটা-মাইনিং টুলগুলোর মাধ্যমে এমন সব তথ্য খুঁজে বের করেন, যা কাউকে গ্রেপ্তার করতে বা তার স্থায়ী বসবাসের মর্যাদা (পার্মানেন্ট স্ট্যাটাস) বাতিল করতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়া, ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (TSA) মতো ফেডারেল সংস্থাগুলোও DHS-এর সাথে তথ্য শেয়ার করছে। এর ফলে কর্মকর্তারা এমন সব নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা শনাক্ত করতে পারছেন, যার কারণে কারো গ্রিন কার্ড বাতিল হয়ে যেতে পারে-যেমন কর ফাঁকি দেওয়া অথবা ছয় মাসের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থান করা।

কতজন গ্রিন-কার্ডধারী ব্যক্তিকে তারা আটক করেছে, সে বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে ডিএইচএস (DHS) কোনো সাড়া দেয়নি। সংস্থাটির যুক্তি হলো, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এই যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া অপরিহার্য এবং কোনো বিদেশি নাগরিকেরই এমনটা মনে করা উচিত নয় যে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের অবস্থানের বিষয়টি শর্তহীন। টেক্সাসের বন্দর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, তারা সবসময়ই এই ধরনের যাচাই-বাছাই করে আসছেন; ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা বা আটকের কোনো কোটা অনুসরণ করার বিষয়টি তারা অস্বীকার করেছেন।

কয়েকজন আইনজীবী বলেছেন, কর্মকর্তাদের হাতে থাকা যেসব তথ্যের ভিত্তিতে তারা লোকজনকে আটক করছেন, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অতীতের ঘটনাপ্রবাহের একটি অসম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে পারে।

আইসিই (ICE)-এর প্রাক্তন আইনজীবী জন গিহন, যিনি বর্তমানে ফ্লোরিডায় অভিবাসন আইন নিয়ে কাজ করেন, এমন একজন মক্কেলের কথা তুলে ধরেন যিনি কয়েক দশক ধরে স্থায়ী বাসিন্দা (পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট) হিসেবে বসবাস করছেন। ডাকযোগে ভোটার নিবন্ধনের ফর্ম পাওয়ার পর তিনি ভুলবশত তাতে নাম নথিভুক্ত করে ফেলেছিলেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার পথে বিমানবন্দর থেকে আইসিই তাকে আটক করে।

আদালতে গিহন প্রমাণ করেন যে, তার মক্কেল ভোটার নিবন্ধনের ফর্মে নিজেকে নাগরিক বলে মিথ্যা দাবি করেননি। স্থানীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক একটি চিঠি লিখে ভুলবশত নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। গিহন তার মক্কেলের নাম প্রকাশ করেননি, কারণ তিনি ওই ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। গিহন বলেন, "এটি কোনো গুরুতর অপরাধ ছিল না। আমরা মামলায় জিতেছি এবং তিনি তার গ্রিন কার্ড ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু আটকাবস্থায় তাকে যে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রস্রাবে ভেজা ম্যাট্রেসে ঘুমাতে হয়েছে, তা তার প্রাপ্য ছিল না। এটি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।"

আইনসম্মত স্থায়ী বাসিন্দাদের গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করার সময় তাদের অপরাধমূলক ইতিহাসের কথা প্রকাশ করতে হয়-এমনকি যদি সেই অভিযোগ শেষ পর্যন্ত খারিজও হয়ে গিয়ে থাকে। এর পাশাপাশি তাদের আর্থিক নথিপত্রসহ অন্যান্য তথ্যও প্রদান করতে হয়। আইনজীবী ও অধিকারকর্মীরা জানিয়েছেন যে, অনেক আইনসম্মত স্থায়ী বাসিন্দা অভিবাসন আদালতে তাদের আটকের বিরুদ্ধে সফলভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন এবং নিজেদের গ্রিন কার্ড অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। তবে কয়েক সপ্তাহ বা মাস ধরে আটক থাকাটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তার পরিবার-উভয়ের জন্যই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য একটি বিষয়।

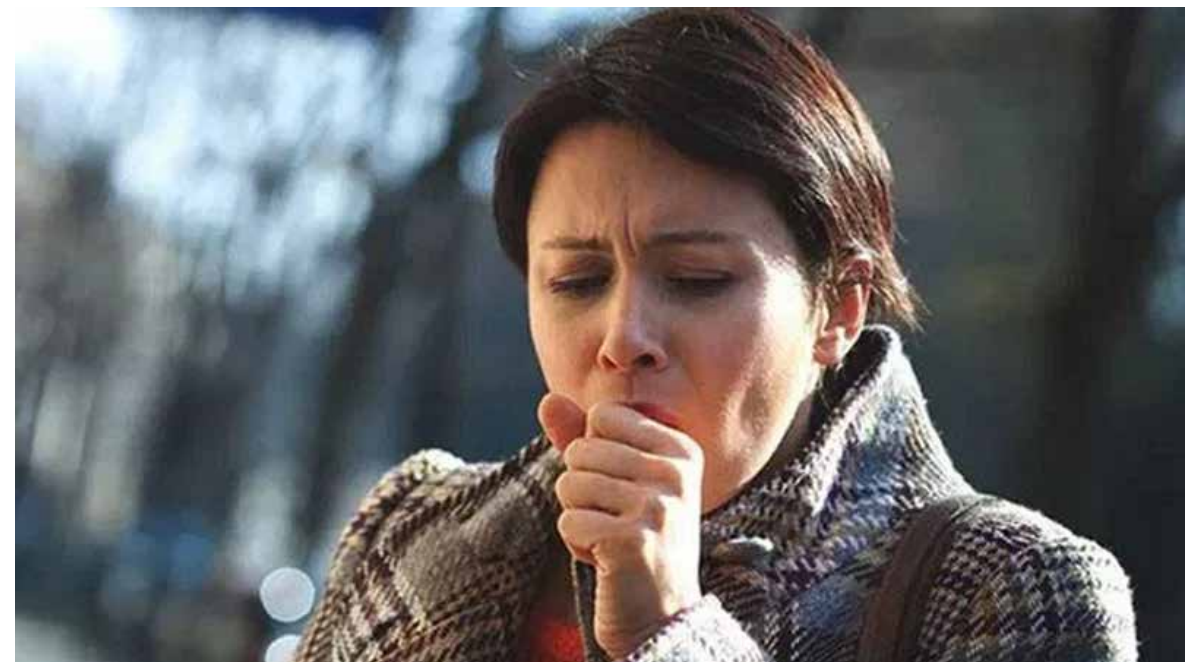


ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড কেন খাবেন

পরিচয় ডেস্ক : অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণের ফলে রক্তে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু সব চর্বি অস্বাস্থ্যকর নয়। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড বিষণ্নতা, ক্যান্সার, ডিমেনশিয়া ও আর্থ্রাইটিস থেকে রক্ষা করতে পারে। এ ছাড়া মানবদেহে খাবারের বিপাকক্রিয়া ও শরীর সুস্থ রাখতে ওমেগা-৩ চর্বির বিকল্প নেই।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়

স্যামন মাছ, ওয়াল নাট, বাদাম স্পাইনাক, পাতা শাক ইত্যাদি খাবারে। আমাদের দেশে ইলিশ মাছেও ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। ইলিশ মাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে সামুদ্রিক মাছ স্যামন ও টুনা মাছ খাওয়া যেতে পারে। মাছ থেকে যে ধরনের ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়, তা ডিএইচএ এবং ইপিএ নামে পরিচিত, যার স্বাস্থ্য উপকারিতাও বেশি। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডের আরেকটি রূপ হলো এএলএ, যা ভেজিটেবল অয়েল, ওয়াল নাট বা বাদাম, গাঢ় পাতাযুক্ত শাক, যেমন স্পাইনাকে পাওয়া যায়। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড রক্তনালি, জয়েন্ট এবং অন্য স্থানের প্রদাহ কমিয়ে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহায্য করে। উচ্চমাত্রায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া রক্তনালিতে অস্বাস্থ্যকর চর্বি, যেমন অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড কমায়। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড রক্তনালিতে প্ল্যাক গঠন প্রক্রিয়ার গতি কমিয়ে দেয়। ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড কোলন ক্যান্সার, ক্যান্সার এবং প্রস্টেট, ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। মেগা-৩ ফ্যাটি এসিড ভালো কোলেস্টেরল বা এইচডিএল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। যদি আপনি মাছ খেতে না চান, তাহলে ওমেগা-৩ সাপ্লিমেন্টস বা সম্পূরক খাবার গ্রহণ করতে পারেন। ওমেগা-৩ সাপ্লিমেন্টস ক্যাপসুল আকারে পাওয়া যায়। যাদের হৃদরোগ আছে, তাদের দৈনিক এক গ্রাম গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।



শুকনো কাশি হলে কী করবেন

পরিচয় ডেস্ক : প্রকৃতিতে হালকা শীত অনুভূত হচ্ছে। শীত জাঁকিয়ে বসলেও অনেকে নানা রকম শীতের সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এর মধ্যে অ্যালার্জি, সর্দি-কাশি অন্যতম। এ সময় কাশি হলে সহজে সারতে চায় না। কাশির সঙ্গে কফ বের হয় না বললেই চলে। কাশির কারণে ঘুমানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। গলার মধ্যে অস্বস্তি লাগে। কাশতে কাশতে গলায় ব্যথা হয়ে যায়। শীতের দিনে ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ে, রাস্তাঘাটে বাড়ে ধুলাবালি। এসব কারণে কাশি বাড়ে। ধূমপায়ী ও হাঁপানি আক্রান্তদের শীতে কাশির তীব্রতা বাড়ে। এ ছাড়া শিশুরা ব্রঙ্কিওলাইটিস, বয়স্করা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কিয়েকটেসিসে আক্রান্ত হলেও কাশি বাড়ে। এসব ক্ষেত্রে কাশির সঙ্গে কফ থাকে। জ্বরও থাকতে পারে। সাধারণ কাশি নির্দিষ্ট সময় পর আপনাআপনি ভালো হয়ে যায়। ঠান্ডা লাগলে কাশি বাড়ে। তাই ঠান্ডা পরিহার করতে হবে। বাইরে বেরোলে পর্যাপ্ত গরম কাপড় পরুন। বেশি ঠান্ডা পড়লে মাথায় টুপি বা মাফলার পরতে ভুলবেন না। ধুলাবালি এড়িয়ে চলুন। বাইরে গেলে মাস্ক পরে নিন। কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করুন। খুব ভোরে বা বেলা পড়ে গেলে গোসল করা থেকে বিরত থাকুন। ফ্রিজের ঠান্ডা খাবার খাবেন না। কুসুম গরম পানি পান করতে পারলে ভালো। কাশি হলে কুসুম গরম পানি, আদার রস, তুলসী পাতার রস, লবঙ্গ, লেবুর রস, মধু মিশিয়ে পান করলে উপকার পাওয়া যাবে। বিশ্রাম নিলেও কাশি কমে যায়। কাশি বেশি হলে ব্রঙ্কোডায়লেটর (ব্রডিল), অ্যান্টিহিস্টামিন, কফ সাপ্রেসেন্ট ওষুধ সেবন করলে কাশি তাড়াতাড়ি ভালো হয়। এ ধরনের কাশিতে সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের প্রয়োজন পড়ে না। তবে জ্বর এলে, শ্বাসকষ্ট বেশি হলে, লালচে বা হলুদ রঙের কফ, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, ধূমপান বাদ দিন। কাশি প্রতিরোধ বা এর তীব্রতা কমানোর জন্য নিউমোনিয়া (তিন বছর পরপর) ও ফ্লুর (প্রতিবছর) টিকা বয়স্করা নিতে পারেন। শীতের শুরুতে হাঁপানি আক্রান্তদের কাশি সাধারণত ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হয়। তাই অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের প্রয়োজন হয়। তবে ভাইরাস দিয়েও কোনো কোনো সময় তাদের কাশি হতে পারে। এতে অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের প্রয়োজন পড়ে না। হাঁপানি নিয়ন্ত্রণের জন্য কাশির তীব্রতা অনুযায়ী স্টেরয়েড ইনহেলার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে এবং সালবিউটামল ইনহেলার ঘন ঘন নেওয়ার প্রয়োজন হয়।



মানবশরীরে জিংক কেন প্রয়োজন

পরিচয় ডেস্ক : খনিজ লবণগুলোর মধ্যে জিংক অন্যতম। এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেহের ত্বক, চুল, নখ, চোখ, প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের জন্য জিংক প্রয়োজন। শিশুর বর্ধন ও ক্ষুধা বাড়ানোর জন্যও জিংক প্রয়োজন। যারা প্রোটিন কম খায় এবং যারা নিরামিষ ভোজী তাদের দেহে জিংকের অভাব হয়। জিংক আবার বেশি বেশি খেলে পেটের সমস্যা, রক্তস্বল্পতা ও কপারের অভাব হতে পারে। ডায়ারিয়া প্রতিরোধে জিংক প্রয়োজন।

জিংকের কাজ : এনজাইমের কার্যকারিতা ও কোষের রক্ষণাবেক্ষণ করে শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখতে জিংক সাহায্য করে। ভিটামিন 'ই'কে সঠিকভাবে চালনা করে। মস্তিষ্কের কার্যকারিতার উন্নতি ঘটায় এবং সিজোফ্রেনিয়া চিকিৎসায় কাজে লাগে। এটা ডিএনএ সংশ্লেষণে প্রয়োজন হয়। নিউক্লিয়িক এসিড ও প্রোটিন বিপাক সংশ্লেষণে সাহায্য করে। কপার, লৌহ এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ ব্যবহারেও জিংক প্রয়োজন। এটি প্রজননতন্ত্র উন্নত ও কার্যকরী করে। ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ায় ও পোড়া ক্ষত সারায়। প্রোস্টেট সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। শরীরের বর্ধন ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে। ঠান্ডা উপশম করে ও খাবারে রুচি বাড়ায়।

উৎস : সব রকমের ডাল, দুধ, গমের ভুসি, গরুর মাংস, কলিজা, সমুদ্রের মাছ, বাদাম, শাল দুধ, বাদামের মাখন, পপকর্ণ, পোলট্রি, বিনস, ডিম, মাছ, সস, শালগম পাতা, ওটস, বার্লি, রাই, কুমড়ার বিচি, সরিষা, ঝিনুক। বিকল্প উৎস হল জিংক কার্বনেট।

জিংকের অভাব হলে : শিশুদের বর্ধন ব্যাহত হয় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পায় ও ত্বকে ফুসকুড়ি ওঠে। চুলের রঙ ধূসর হয় ও নখে সাদা দাগ দেখা যায়। খাবারে অরুচি দেখা দেয়, ফলে ক্ষুধা কমে যায়। যে কোনো ক্ষত সহজে ভালো হয় না। নারী ও পুরুষের ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয়ের কার্যকারিত ব্যহত হওয়া, হাড়ের সংযোগস্থলে রক্তপাত হতে পারে এবং ডায়ারিয়া হলে এবং বেশি আঁশযুক্ত খাবার খেলে জিংকের ঘটতি দেখা যায়।



হার্ট-অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায় ডালিম!

পরিচয় ডেস্ক : ডালিম উপকারী ফল এটা কম বেশি সবাই জানেন। কিন্তু অনেকেই জানেন না ডালিম খেলে কী কী উপকার হয়? সংক্রমণ প্রতিরোধ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো উপকারিতা আছে ডালিমে। এমনকি হার্ট-অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে এ ফল।

ডালিমের পুষ্টিগুণ

১৪৪ গ্রাম ডালিমে ৯৩ ক্যালরি, ২ দশমিক ৩০ গ্রাম প্রোটিন, ২০ দশমিক ৮৮ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ও ০ দশমিক ১৪ গ্রাম ফ্যাট থাকে। ডালিমে কমলা, আপেল ও আমের চেয়ে চারগুণ, আতা ও আঙ্গুরের চেয়ে দ্বিগুণ, বরই ও আনারসের চেয়ে প্রায় সাতগুণ বেশি ফসফরাস রয়েছে।

ডালিমের উপকারিতা: হার্ট-অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়

যারা নিয়মিত ডালিম খান, তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কেননা ডালিমে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিইনফ্লেমেন্টরি যৌগ থাকে; যা হার্টের জন্য যেমন ভালো, তেমনি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রতিদিন ডালিম খেলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে বাড়বে। হাত পায়ের ব্যথা কমাতেও ডালিম কার্যকরী। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন এ থাকে।

রক্তশূন্যতা দূর

যাদের শরীরে রক্তের পরিমাণ কম, যারা রক্তশূন্যতার সমস্যায় অনেক দিন ধরে ভুগছেন, তারা প্রতিদিন ডালিম খান। এতে শরীরের লোহিত রক্তকণিকা বাড়বে।

ক্যানসারের ঝুঁকি কমবে

প্রতিদিন ডালিমের রস বা ডালিমের দানা চিবিয়ে খেলে ক্যানসারের ঝুঁকি কমে। এমনটাই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। শরীরের যেকোনো অংশের টিউমারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এ ফল।

জয়েন্টের ব্যথা ও ফোলাভাব কমাতে

ডালিমে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিইনফ্লেমেন্টরি বৈশিষ্ট্য আছে। জয়েন্টের ফোলা ভাব, হাত পায়ের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে এ ফল। এমনকি বাতের সমস্যা থেকেও মুক্তি দিতে পারে ডালিম।



ভিটামিন সি যুক্ত খাবার কেন খাবেন?

পরিচয় ডেস্ক : শরীর সুস্থ রাখতে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্যতম হল ভিটামিন সি। এই ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া শরীরের জন্য খুবই জরুরি। ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্থাৎ ইমিউনিটি বাড়ায়। ইমিউনিটি সিস্টেম মজবুত থাকলে কোনো রোগ সহজে আপনাকে কাবু করতে পারবে না। এছাড়াও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেলে আপনার ত্বক এবং চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভিটামিন সি ত্বকের ইলাস্টিসিটি বা টানটান ভাব বজায় রাখতে সাহায্য করে। চুল পড়ার সমস্যা কমায়। হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে এই ভিটামিন। এর পাশাপাশি হাড়ের গঠন মজবুত করে এবং হাড়ের ক্ষয় রোধ করতেও সাহায্য করে ভিটামিন সি। চোখের স্বাস্থ্য ভাল রাখার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ভিটামিন সি- র। যেকোনও ধরনের লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে ভিটামিন সি- এর মাত্রা যে সবচেয়ে বেশি থাকে, তা অনেকেরই জানা। এ ছাড়াও আরও অনেক খাবারেই ভিটামিন সি রয়েছে।

হলুদ রঙের ক্যাপসিকাম বা বেলপেপার

এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিটা ক্যারোটিন যা একপ্রকারের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং চোখের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে, দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে। হলুদ রঙের বেলপেপারে ফাইবারের পরিমাণও প্রচুর। এই খাবার খেলে হজমশক্তি ভাল হয় এবং পেটের যাবতীয় সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

কিউই ফল

কিউই ফলের মধ্যে ভিটামিন সি এবং ফাইবার, দুইয়ের পরিমাণই প্রচুর। এই ফল ওজন কমাতে সাহায্য করে।

পেয়ারা

পেয়ারার মধ্যে প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে। এছাড়াও এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার আছে। নিয়মিত পেয়ারা খেলে হজমশক্তি ভাল হবে। দূর হবে কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা। পেয়ারার মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বক এবং চুলের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখে।

পাকা পেঁপে

পেঁপের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে। পাকা পেঁপে নিয়মিত খেতে পারলে লিভারের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। পেট পরিষ্কার করে এই ফল। দূর করে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা। এর পাশাপাশি হজম করার শক্তিও বাড়ায়।

মিষ্টি আলু খেলে যে উপকার



পরিচয় ডেস্ক : শীতকালে মিষ্টি আলু বেশ সহজলভ্য হয়ে ওঠে। স্বাদে যেমন মিষ্টি, তেমনই পুষ্টিকর এই আলু। ডায়েটারি ফাইবার, বিভিন্ন ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টি অক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ মিষ্টি আলু।

নিয়মিত এই সবজি খেলে হজমশক্তি উন্নত হয়, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে ও ওজনও কমে। জানলে অবাক হবেন, মিষ্টি আলুতে আছে অ্যান্টি-ক্যানসার উপাদান। অর্থাৎ ক্যানসারের ঝুঁকিও কমায় এই আলু।

মিষ্টি আলুতে থাকে বিটা-ক্যারোটিন। এটি এক প্রকার ভিটামিন এ। এই বিটা-ক্যারোটিন দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি দেহে ফ্রি র‍্যাডিকেলের দ্বারা তৈরি হওয়া সেলুলার ক্ষতির ঝুঁকি কমায়।

ফ্রি র‍্যাডিকেল হলো, অস্থির অণু যা ডিএনএ মিউটেশন ঘটাতে পারে। এই মিউটেশন কিন্তু ক্যানারের কোষ বেড়ে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিটা-ক্যারোটিন এই ফ্রি র‍্যাডিকেলের হাত থেকেই আপনাকে রক্ষা করে। এভাবে মিষ্টি আলু ফুসফুসের ক্যানসার, প্রস্টেট ও ব্রেস্ট ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক।

এছাড়া মিষ্টি আলুর মধ্যে অ্যান্থোসায়ানিন নামের রাসায়নিক আছে, যা এক ধরনের অ্যান্টি-ক্যান্সার উপাদান। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, এই উপাদান ক্যানসারের কোষকে বাড়তে দেয় না। কোলন ও এমনকি ব্রেস্ট ক্যানসার সেল বৃদ্ধি ও বিস্তার প্রতিরোধ করে। অন্যদিকে, মিষ্টি আলুতে থাকা ডায়েটারি ফাইবার অন্ত্রের স্বাস্থ্য গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এতে কোলোরেক্টাল ক্যানসারের ঝুঁকিও কমে যায়। ফাইবার পাচনতন্ত্রে কার্সিনোজেন অপসারণে ও অন্ত্রের আস্তরণের সঙ্গে তাদের যোগাযোগও কমিয়ে দেয়।

মিষ্টি আলুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফেনোলিক যৌগ আছে, যা মধ্যে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিডও পাওয়া যায়। এগুলোও ক্যানসার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই যৌগগুলো ক্ষতিকারক অক্সিডেটিভ এজেন্টগুলোকে দূর করে ও প্রদাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দু'টি বিষয়ই কিন্তু ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। তাই ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে গেলে শীতকালে নিয়মিত খেতে পারেন মিষ্টি আলু।

সূত্র: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1706
Saturday, November 14, 2026

বিক্ষোভকারীদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগকারী ‘কুখ্যাত’ পুলিশ ইউনিট বিলুপ্ত করলেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: বিক্ষোভকারীদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের দায়ে সমালোচিত একটি পুলিশ ইউনিট বিলুপ্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। গত সোমবার (১৬ নভেম্বর) তিনি জানান, বড় আকারের বিক্ষোভ সামাল দিতে এর পরিবর্তে ‘বেসামরিক নেতৃত্বাধীন নতুন পদ্ধতি’ চালু করা হবে।

মেয়র পদে গত বছরের নির্বাচনী প্রচারণায় জোহরানমামদানি পুলিশ বিভাগের ‘স্ট্র্যাটেজিক রেসপন্স গ্রুপ’ (এসআরজি) বিলুপ্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। এক দশকের পুরোনো এই সন্ত্রাসবিরোধী ইউনিটটি রাস্তার বিক্ষোভে কঠোর কৌশল প্রয়োগের কারণে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। এর মধ্যে দাঙ্গা দমনের সরঞ্জামে সজ্জিত সশস্ত্র কর্মকর্তাদের পিপার স্প্রে ব্যবহার এবং গণগ্রেপ্তারের মতো অভিযোগও রয়েছে।



নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশকে সঙ্গে নিয়ে এক যৌথ ঘোষণায় মামদানি জানান, তিনি ‘কমিউনিটি ডায়ালগ অ্যান্ড ডি-এস্কেলেশন ডিভিশন’ *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*



১৯ মাসের মধ্যে সারা বিশ্বে সর্বোচ্চ দামে আমেরিকার ডলার, চাপে ইউরো-পাউন্ড

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি এবং দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের (ফেড) কঠোর মুদ্রানীতি গ্রহণের সম্ভাবনায় বিশ্ববাজারে আমেরিকার ডলারের দাম বেড়েছে। মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) ছয়টি প্রধান মুদ্রার বিপরীতে আমেরিকার ডলারের মূল্য ১৯ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতের শেয়ারে বিশ্বজুড়ে দরপতনের প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত অস্ট্রেলীয় ডলারের দাম কমেছে।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হারে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি বাড়ার পর টানা পাঁচ দিন আমেরিকার ডলার সূচকের উত্থান ঘটে। মঙ্গলবারও সূচকটি টানা ষষ্ঠ দিনের মতো বেড়ে ১০৩ দশমিক ৬৬-তে পৌঁছায়। ২০২৫ সালের ২ এপ্রিলের পর এটি ডলারের সর্বোচ্চ অবস্থান। ওই দিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইউরো, পাউন্ড ও জাপানি *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে বাংলাদেশিসহ অভিবাসীদের বিনা মূল্যে ইংরেজি শেখার সুযোগ

ভর্তি চলছে যেসব প্রতিষ্ঠানে

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী বাংলাদেশিসহ অভিবাসীদের জন্য বিনা মূল্যে ইংরেজি শেখার সুযোগ রয়েছে সিটির বিভিন্ন পাবলিক লাইব্রেরি, কলেজ ও সরকারি শিক্ষা কর্মসূচিতে। এসব প্রতিষ্ঠানে ইংরেজিতে কথা বলা, পড়া, লেখা ও বোঝার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কোনো



কোনো প্রতিষ্ঠানে আগাম নিবন্ধন ছাড়াই ক্লাসে অংশ নেওয়া যায়। আবার কিছু কর্মসূচিতে ভর্তির জন্য আবেদন, দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা ও পরিচিতিমূলক সেশনে অংশ নেওয়া বাধ্যতামূলক।

২০২৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনুযায়ী, *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*



আইসিই (ICE) গ্রিন কার্ডধারীদের কয়েক দশক আগের ছোটখাটো লঙ্ঘনের দায়ে আটক করছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট বা আইসিই (ICE) গ্রিন কার্ডধারীদের কয়েক দশক আগের ছোটখাটো লঙ্ঘনের দায়ে আটক করছে। কর্তৃপক্ষ এমন সব অভিযোগে ব্যক্তিদের আটক করছে, যা গ্রিন কার্ডের আবেদন বা নবায়নের সময় সামনে আসেনি; অথচ অতীতে এসব ঘটনার জন্য কেবল একটি নোটিশ বা সতর্কবার্তা দেওয়া হতো-আইনি মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হতো না।

আইনত স্থায়ী বাসিন্দা-অর্থাৎ এমন অভিবাসী যাদের যুক্তরাষ্ট্রে অনির্দিষ্টকালের জন্য বসবাস ও কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে-তারা এখন বুঝতে পারছেন যে, তাদের এই অবস্থানের নিশ্চয়তা ততটা জোরালো নয়, *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*



যুক্তরাষ্ট্রে অক্টোবরে বিদ্যমান বাড়ি বিক্রি আগের মাসের তুলনায় ৫.৫ শতাংশ কমেছে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অক্টোবরে বিদ্যমান বাড়ি বিক্রি আগের মাসের তুলনায় ৫ দশমিক ৫ শতাংশ কমেছে। এতে বাড়ি বিক্রির বার্ষিক সমন্বিত হার দাঁড়িয়েছে ৩৭ লাখ ৫০ হাজারে, যা ২০১০ সালের আগস্টের পর সর্বনিম্ন। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বিক্রি কমেছে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ।

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রিয়েলটরসের (এনএআর) ১২ নভেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বার্ষিক সমন্বিত বিক্রির হার বলতে বোঝায়, অক্টোবরে যে গতিতে বাড়ি বিক্রি হয়েছে, সেই গতি এক বছর অব্যাহত থাকলে সম্ভাব্য মোট বিক্রির সংখ্যা কত হতে পারে। এটি অক্টোবরে প্রকৃতপক্ষে বিক্রি হওয়া বাড়ির সংখ্যা নয়।

বাড়ি বিক্রি কমলেও দাম কমেনি। অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান বাড়ির মধ্যম বিক্রয়মূল্য দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ১৬ হাজার ৭০০ ডলার। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এই দাম বেড়েছে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ। ফলে বিক্রির গতি কমে গেলেও বাড়ি কেনার সামগ্রিক ব্যয় ক্রেতাদের জন্য *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*



আমার পুরবীদি...

নাজমুল আহসান: পুরবীদির সাথে আমার পরিচয় নিউ ইয়র্কেই যতোদূর মনে পড়ছে সেই ১৯৮৭-র কোন একদিন। ম্যানহাটনে সেসময় আমার কর্মস্থল বারুক কলেজ থেকে হাঁটার দূরুত্বে ছিল সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ ভাইর “প্রবাসী” পত্রিকার অফিস। সেখানেই প্রথম দেখা জ্যোতিদা - ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের সাথে। খুব অল্পদিনেই একধরনের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করতে শুরু করলাম জ্যোতিদার সাথে। জ্যোতিদা সাংবাদিকতায় ডক্টরেট করেছেন, আবার নামকরা সাহিত্যিক- ৭২ সালেই সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। খুবই সাদাসিধে, সহজ সরল একজন মানুষ। “প্রবাসী” অফিসে আসতেন, হাতে থাকতো কফি আর ডোনাট। আমিও তাতে ভাগ বসাতাম। মাঝেমধ্যে থাকতেন মুশতাক ভাই- মুশতাক ইলাহী, যিনি প্রবাসী পত্রিকার অঙ্গসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন। জ্যোতিদা, মুশতাক ভাই, সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ ভাই আর আমি মিলে আড্ডা হতো খুব। জ্যোতিদা ছিলেন সেইসব আড্ডার মধ্যমনি। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*



গাইবান্ধার প্রত্যন্ত গ্রামের একটি স্থাপত্যকর্ম ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার এবার জায়গা করে নিল বিশ্বমঞ্চে

পরিচয় ডেস্ক: গাইবান্ধার প্রত্যন্ত গ্রামের একটি স্থাপত্যকর্ম ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার এবার জায়গা করে নিল বিশ্বমঞ্চে। স্থানীয় ইট, সবুজ ছাদ, জলাধার ও পরিবেশবান্ধব নকশার জন্য নিউইয়র্কের মোমার প্রথম বার্ষিক পুরস্কার পেয়েছে ফ্রেন্ডশিপ সেন্টার।

গাইবান্ধার ফ্রেন্ডশিপ সেন্টারের প্রকৃতিবান্ধব নকশার জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী ও তাঁর স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান আর্বানা। নিউইয়র্কের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টের (মোমা) দেওয়া এই পুরস্কারের মোট অর্থমূল্য দুই লাখ আমেরিকান ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। গত বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) প্রথমবারের মতো ‘আম্বাস-মোমা বার্ষিক পুরস্কার’ বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে স্থাপত্যের সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*





